উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 24 September 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 128

বিরাটদের ধাঁচে ট্রফি নিয়ে উৎসব প্রজ্ঞাদের

এগারোর পাতায়

অস্কারের দৌড়ে লাপতা লেডিস

সাতের পাতায়

পুড়ছে পাহাড় থেকে সমতল। দার্জিলিংয়ের ম্যালে রোদ থেকে বাঁচতে ছাতার আড়ালে বৃদ্ধা (বাঁয়ে)। শিলিগুড়িতে গরমে কলের জলে মুখ ভিজিয়ে নিচ্ছেন ভ্যানচালক। সোমবার। ছবি : মৃণাল রানা ও তপন দাস

আগুনে আশ্বিন

টানা ৩ দিন পুড়ছে দার্জিলিংও

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ‘আর কবে?’ আরজি কর কাণ্ডের যন্ত্রণায় প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল অরিজিৎ সিংয়ের গানটি। উত্তরে এখন মুখে মুখে ‘আর কবে?’ তবে তা তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার জন্য নয়। সকলের এমন প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনার খোঁজ।

পাহাড়ের তাপমাত্রা যদি রেকর্ড বইয়ে নাম লেখায়, সমতলে যদি প্রত্যেকদিন রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা চলে, তবে এমন প্রশ্ন ওঠাই তো স্বাভাবিক। যেমন একটু সস্তায় বেড়ানো যাবে এবং স্বস্তি মিলবে- এমন আশায় যাঁরা পুজোর আগে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছেন, তাঁরা হোটেলে ঢোকার আগে ভাবছেন ফিরতি গাড়ি ধরবেন কি না। একই পরিস্থিতি গ্যাংটকেও।

পাহাড়েই যখন এমন ছবি, তখন সমতল তো পুড়ে ছাড়খার। কোচবিহার থেকে কালিয়াচক, রোদের তেজে পুড়ে গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে সকলেরই। শরতে যেখানে হিমের হাওয়া লাগার কথা, সেখানে আগুন হাওয়ায় পথে বেরোনোরই জো নেই।

সোমবারই দার্জিলিংয়ে পা রেখেছেন কলকাতার অনিন্দিতা দে। চড়া রোদে গলদঘর্ম হয়ে তিনি বললেন, ‘এই নিয়ে অন্তত সাতবার হয়ে গেল দার্জিলিং আসা। কিন্তু এমন পাহাড় অতীতে কখনোই দেখিনি। কলকাতার থেকেও খারাপ পরিস্থিতি। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।’ ঘামতে হচ্ছে। পাহাড় সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা হল।’ অনিন্দিতার মতো তিনিও জানতে চাইলেন তাপমাত্রা নামবে কবে?

নতুন অভিজ্ঞতায় দার্জিলিংয়ের আদি বাসিন্দারাও। হবে নাই বা কেন, যদি টানা তিনদিন ধরে দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দাঁড়িয়ে থাকে। ৫১ বছরের রেকর্ড ভেঙে শনিবার দার্জিলিং পৌঁছেছিল ২৮.২ ডিগ্রি

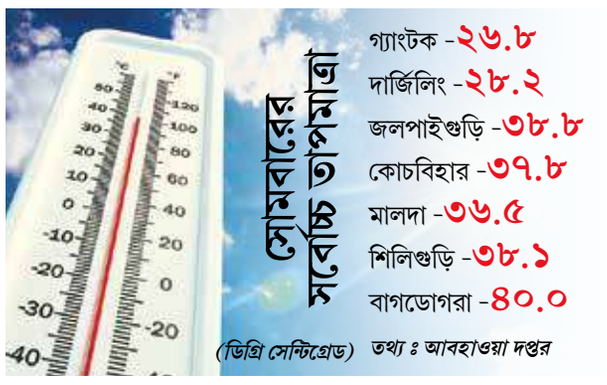

দক্ষিণবঙ্গ থেকে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসার সময় ব্যাগে করে গরম পোশাক নিয়ে এসেছিলেন মৌমিতা দাস। এখানে পৌঁছে স্থানীয়দের মতো তিনিও ঘনঘন আইসক্রিমে কামড় বসাচ্ছেন। যথারীতি মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান। তাঁর কথায়, ‘দার্জিলিংকে শৈলরানি মনেই করতে পারছি না। দিন তো বটেই, রাতেও স্বস্তি নেই। সেন্টিগ্রেডে। সোমবারও সেখানে দাঁড়িয়ে। যদিও অক্ষত দার্জিলিংয়ের সর্বকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৯৭০ সালের ২১ অগাস্টের ২৮.৫ ডিগ্রি।

স্বস্তিতে নেই সমতলও। সমতলের প্রত্যেকটি জেলা শহরকে এদিন টেক্কা দিয়েছে বাগডোগরা। সেপ্টেম্বরে নয়া ইতিহাস লিখে এদিন বিমানবন্দরের ‘শহর’ পৌঁছে গিয়েছে

এরপর দশের পাতায়

স্কুলের শিফট এগিয়ে আনার দাবি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৩ সেপ্টেম্বর : ভরা আশ্বিনেও যেন ভাদ্র মাস। তীব্র গরমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পড়ুয়ারা নাজেহাল। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলায় বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও পরিস্থিতি প্রতিকূল। স্কুলে হুহু করে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের সময় সকালের শিফটে এগিয়ে আনার দাবি জোরালো হচ্ছে। আবহাওয়া রিপোর্টের পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। পরিস্থিতি বুঝে সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে বলে শিক্ষা আধিকারিকরা জানাচ্ছেন। সিকিমের আবহাওয়া আধিকারিক ডঃ গোপীনাথ রাহা বলেন, ‘তাপমাত্রা মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে কমবে। বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।’

স্কুলগুলির সময় পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে চিঠি দেন। শংকর বললেন, ‘পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগে সব স্কুল সকাল ৮ থেকে ১১টা পর্যন্ত করতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি।’ বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘স্কুলের সময় পরিবর্তন নিয়ে আমার কাছে কোনও স্কুলের তরফে আবেদন আসেনি। সরকারের তরফে কোনও নির্দেশ এলে তা পালন করা হবে।’

এরপর দশের পাতায়

ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। বারবিশা বা বক্সিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত এই চক্রের মাথা এক বিডিও। চক্রের নেপথ্যে এমভিআই। আজ প্রথম কিস্তি।

তোলাবাজির রাজপথ

আমরা খবর চাপতে নয়, ছাপতে পারদর্শী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা বা বক্সিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত প্রায় ৫০০ কিলোমিটার জাতীয় ও রাজ্য সড়কে দাপিয়ে তোলা আদায় করছে এমভিআইয়ের তোলাবাজ সিন্ডিকেট। জোর করে ট্রাকচালকদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ‘ডান্ডা ট্যাক্স’। একেকটি ট্রাক থেকে নেওয়া হচ্ছে গড়ে ছয় হাজার টাকা। প্রতিমাসে কমপক্ষে দু’কোটি টাকা তোলা তুলছে সিন্ডিকেট। সেই টাকা ভাগাভাগি হচ্ছে সাত জেলার কারবারিদের মধ্যে। পণ্য নিয়ে অসমে ঢোকা বা বের হওয়ার সময় সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ছে প্রায় প্রতিটি ট্রাক।

সিন্ডিকেটের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার। আর জলপাইগুড়িতে বসে ‘মাথা’ হিসাবে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছেন এক বিডিও। সরাসরি টাকা তোলার কাজ করছে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অলিপুরদুয়ারের একদল কর্মী, আধিকারিক ও কয়েকজন দালাল। বিতর্কিত ও প্রভাবশালী সেই বিডিওর একাধিক আত্মীয় এমভিআইয়ের টেকনিকাল এবং নন-টেকনিকাল পদে কর্মরত।

যার ভাগ যত

(ট্রাক প্রতি)

- কোচবিহার- ৫০০
- আলিপুরদুয়ার- ৪২৫
- জলপাইগুড়ি-২৫০
- শিলিগুড়ি-২২৫
- ইসলামপুর-২২৫
- রায়গঞ্জ-২২৫
- মালদা-২২৫
- জঙ্গিপুর-২২৫

(বাকি টাকা চলে যায় সিন্ডিকেটের মাথার কাছে)

তোলাবাজিতে বাইরের রাজ্যগুলিতে মুখ পুড়েছে বাংলার। ইতিমধ্যেই ট্রাক মালিকদের বিভিন্ন রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগও জানানো হয়েছে। নিউ আন্ধ্রা মোটর ট্রাকার্স অ্যাসোসিয়েশন (নামতা)-এর সম্পাদক টিভি চালাপথি রাওয়ের কথা, ‘আর কোনও রাজ্যে বাংলার মতো জোর করে ট্রাক আটকে টাকা নেওয়া হয় না। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ইসলামপুর, ঘোষপুকুর, জঙ্গিপুরে আমাদের চালকদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে নেওয়া হচ্ছে। এমভিআইয়ের বোর্ড লাগানো গাড়ি নিয়ে এসে টাকা তোলা হচ্ছে। লিখিতভাবে একাধিকবার বাংলার প্রশাসনকে জানানো হলেও পদক্ষেপ হয়নি।’

নর্থবেঙ্গল ইন্টার স্টেট ট্রাক ওনার্স অ্যান্ড অপারেটরস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক কমলরাজ ছেত্রীরও একই বক্তব্য, ‘তোলাবাজদের অত্যাচারে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ট্রাক চালানোই দায় হয়ে পড়েছে।’

অসম বা উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতের জন্য মূলত ৩১সি জাতীয় সড়ক ব্যবহার করেন বেশিরভাগ ট্রাকচালক। অসম থেকে শ্রীরামপুর হয়ে বারবিশা, মাদারিহাট, বীরপাড়া থেকে ধূপগুড়িতে ঢোকে ট্রাকগুলি। অন্যদিকে অল্প সংখ্যক ট্রাক ধুবড়ি হয়ে বক্সিরহাটের মধ্য দিয়ে তুফানগঞ্জ, কোচবিহার শহর ছুঁয়ে মাথাভাঙ্গা, চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়কে ওঠে। চালকদের বয়ান অনুসারে

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

কাদের মদতে বেড়ে উঠল থ্রেট কালচার

আশিস ঘোষ

বাংলা হল দেশের সংস্কৃতির রাজধানী। ছোট থেকে এই শ্লাঘা, এই গর্ব নিয়ে বড় হয়েছি। সংস্কৃতি বলতে তখন বুঝতাম শিল্প, গানবাজনা, চিত্রকলা থেকে সিনেমা, নাট্যচর্চা। এখন সংস্কৃতির সেই মানেটাই পালটে গিয়েছে। এখন এসেছে সিন্ডিকেট সংস্কৃতি, শিক্ষা মাফিয়া সংস্কৃতি, তোলাবাজি সংস্কৃতি, কাটমানি সংস্কৃতি। অধুনা বাজার গরম করা হুমকি সংস্কৃতি বা থ্রেট কালচার।

আরজি কর কাণ্ডের পর একের পর এক মেডিকেল কলেজ থেকে উঠে আসছে এই থ্রেট কালচারের নানারকম কাহিনী। সংস্কৃতির তালিকায় নবতম সংযোজন। বলবানরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। যুগে যুগে এটাই হয়ে এসেছে।

এখনও হচ্ছে। তবে এই বলবানরা নিজেদের শক্তিতে নয়, দাদাদের জোরেই বলবান। এই দাদাদের অসীম ক্ষমতা, বিপুল প্রভাব। সবকিছু কন্ট্রোল করে এরাই। সবাই এদের প্রতাপের সামনে নতজানু। সবাই এদের মন জুগিয়ে চলে। না হলেই বিপদ। তাদের কপালে আছে বিরাট দুর্গতি।

অভিযোগ, তাদের টাকা না দিলে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে, ইন্টার্নশিপ শেষ করেও পাওয়া যাবে না নো অবজেকশন সার্টিফিকেট। স্নাতকোত্তর স্তরের থিসিস অনুমোদন পাবে না এথিকস কমিটিতে যদি না দেওয়া হয় কম করেও তিন হাজার টাকা। এমবিবিএস পাশ করেও মেডিকেল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন মিলবে না পনেরো থেকে তিরিশ হাজার টাকা তাদের না দিলে। টাকা দিলে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সবার উপরে উত্তরবঙ্গ লবির চাপ।

এরপর দশের পাতায়

শিকারায় চেপে চলছে ভোটের প্রচার। ডাল লেকে সোমবার। -পিটিআই

একনজরে

তিহারমুক্তি অনুব্রতর

শুক্রবার জামিন পেয়েছিলেন। সোমবার তিহার জেল থেকে ছাড়া পেলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে আড়াই বছর পর নিজের গড়ে ফিরছেন অনুব্রত। আজ রাতেই তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন। তাঁকে নিতে এসেছিলেন মেয়ে সুকন্যা। সঙ্গে ছিলেন বীরভূমের অনেক অনুব্রত অনুগামী। জেল থেকে সোজা বিমানবন্দরে রওনা হলেন তিনি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

লেবাননে মৃত ২৭৪

গাজার পর এবার লেবাননে হামলার তীব্রতা বাড়াল ইজরায়েল। পেজার বিস্ফোরণের পর গত কয়েকদিন ধরে লেবাননে হিজবুল্লার বহু ঘাঁটি লক্ষ্য করে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। সোমবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এদিন ভোররাত থেকে চলা ইজরায়েলের বিমান হামলায় ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৪০০। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ন্যাড়া করে পরকীয়ার শাস্তি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এবার সালিশি সভায় হাত বেঁধে আদিবাসী যুগলের মাথা ন্যাড়া করে দিল মাতব্বররা। সেই ভিডিও তুলে আবার ভাইরাল করা হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। রবিবার ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রুহিয়া সংলগ্ন একটি গ্রামে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওটির সত্যতা যাচাই না করলেও বিষয়টি নিয়ে চরম উষ্মা প্রকাশ করেছেন আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির কর্মকর্তারা। সালিশি সভার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূলের মহম্মদ নাফিস আলমও।

আদিবাসী সংগঠনের নেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নির্যাতিতাকে চিহ্নিত করেছে। পুরো ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে নির্যাতিতার স্বামীকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস। তিনি বলেছেন, ‘একজন আদিবাসী নেতার তরফে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। তার ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।’

প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, দিনচারেক আগে মহিলার স্বামী অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি ধরে ফেলেন, যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় এলাকায়। শাস্তির ভয়ে প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে অন্যত্র চলে যান ওই মহিলা। যদিও পরে স্থানীয় কিছু লোকজন তাঁদের খুঁজে গ্রামে নিয়ে আসেন। রবিবার গ্রামে আনার পর আদিবাসী যুগলকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। ওই অবস্থাতেই তাঁদের ন্যাড়া করে দেওয়া হয়।

আবার সালিশি

- বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন আদিবাসী তরুণী
- স্বামীর হাতে ধরা পড়লে পালিয়ে যান তরুণের সঙ্গে
- গ্রামবাসীরা তাঁদের ধরে এনে সালিশি সভা বসায়
- যুগলের হাত বেঁধে দুজনকেই ন্যাড়া করে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়

স্থানীয় সূত্রে খবর, গ্রামের আদিবাসী সমাজের মাথাদের

এরপর দশের পাতায়

বন্যা নিয়ে তোপ, মুখে এল না ‘ভূতনি’

ভাস্কর বাগচী ও অমিতকুমার রায়

শিলিগুড়ি ও হলদিবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোতেও আরজি কর ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে চাইছে বিজেপি। তাই উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে মাঠে নেমেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার হলদিবাড়ি থেকে অভিযান শুরু করেছেন তিনি। এদিনই সুকান্ত নিউ জলপাইগুড়িতে এসে পৌঁছান। সেখান থেকেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করেন।

দক্ষিণবঙ্গের বন্যা নিয়ে সুকান্তর উৎকণ্ঠা থাকলেও মালদার বন্যাকবলিত এলাকায় তিনি না যাওয়ায় মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে।

এনজেপিতে সুকান্ত বলেন, ‘আরজি কর থেকে মানুষের দৃষ্টিকে বন্যার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিডিয়া যাতে ওই দিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারও চেষ্টা করছেন। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষ লাঠি নিয়ে বসে আছেন। গেলেই পেটাবেন।’ সুকান্তর সংযোজন, ‘আমি দেখে এসেছি মানুষ কতটা ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বেশি দূরে যেতে না করব। কারণ উনি তো আমারও মুখ্যমন্ত্রী, তাই মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে চ্যালাকাঠ দেখালে আমাদেরও তো মানসম্মান যাবে।’

এনজেপি স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

সুকান্ত এদিন মালদার প্লাবিত ভূতনি নিয়ে একটি কথা না বললেও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবক’টি এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা ১০ হাজার ত্রিপল দিচ্ছে বলে দাবি করেন। সেখানকার বন্যাদুর্গতদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডিভিসি জল ছাড়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়ায় শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার পরেও জল ছাড়ায় দামোদর ভ্যালি জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটি থেকে রাজ্যের দুই প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে নবান্ন। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘এগুলো অসাংবিধানিক কাজ। ডিভিসির কিছু নিয়মাবলি থাকে। মউ আছে যে সেখানে রাজ্যের প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সরিয়ে নিলেন। সরকারি অফিসার, আইএএসদের তিনি যেমন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছেন তা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে একটা আলাদা দেশ তৈরি করতে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি তা করতে দেবে না। উনি যতই চেষ্টা করুন তাঁর স্বপ্ন সফল হতে দেব না। ভারতবর্ষের অংশ হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গ থাকবে।’

সুকান্তর অভিযোগ নিয়ে এদিন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন, সুকান্ত মজুমদারের জানা প্রয়োজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। আরজি করের ঘটনার যেভাবে তদন্ত এগোচ্ছে তাতে সিবিআই আদৌ কিছু প্রমাণ পাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘তদন্ত হয় তথ্যপ্রমাণের উপর।

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

বোনাস নিয়ে অশান্তি বাগানে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে চা শিল্প। ১৬ শতাংশ পুজো বোনাস মেনে নিলেও যেভাবে কিছু বাগানে অবস্থান, ধর্মঘট শুরু হয়েছে তাতে আগামীতে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে বলে দাবি করল টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই)। সংগঠনের মহাসচিব প্রবীরকুমার ভট্টাচার্যর কথায়, 'চলতি বছরের নজিরবিহীন আবহাওয়া চা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ভারতীয় চা পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এবার চায়ের উৎপাদন এখনও পর্যন্ত ২১ শতাংশ কম। এই পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু বাগানে আন্দোলনের জেরে চা পাতা তোলা সম্ভব হচ্ছে না।'

চা মালিকদের অন্যান্য সংগঠনগুলিও বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি অতীতে এই শিল্পে কোনও দিন আসেনি বলে দাবি করেছে। এদিকে, পাহাড়ের চা বাগানের বোনাস নিষ্পত্তি করতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ফের শ্রম দপ্তর বৈঠক ডেকেছে। সেখানেও ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এককাট্টা হয়েছে শ্রমিকপক্ষ।

সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের দাবি, 'চুক্তিমতো মালিকপক্ষের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া উচিত। একটা চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরে আবার চা শিল্প নিয়ে নেতিবাচক কথাবার্তা ঠিক নয়।'

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া একসময় চা শিল্পের জন্য সহায়ক ছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টির ঘাটতি, অন্যদিকে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং চড়া রোদের জেরে চা গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে এবার পুজো বোনাস নিয়ে প্রথম থেকেই ঝামেলা শুরু হয়েছিল। পরপর পাঁচটি বোনাস বৈঠকের শেষে ১৬ শতাংশে বোনাস মীমাংসা হয়। তারপরও ডুয়ার্সের সংকোশ, কুমারগ্রাম, বানারহাট, নিউল্যান্ডস সহ বিভিন্ন বাগানে বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের একাংশ ক্ষুব্ধ। তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন করছেন। সেই বাগানগুলিতে চায়ের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। টাই দাবি করেছে, এই আন্দোলন আসলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে নষ্ট করার চক্রান্ত। এভাবে চললে আগামীতে চা শিল্প থেকে মালিকরা হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবেন।

নর্থবেঙ্গল টি প্রডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা প্রবীর শীলের বক্তব্য, 'বর্তমানে ১৮০-১৯০ টাকার উপরে কেজিপ্রতি চায়ের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরও ১৬ শতাংশ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু তারপরে আন্দোলন হলে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।'

আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে চা শিল্প এবং শ্রমিক দু'পক্ষকেই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এখন আন্দোলনের নামে কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়।'

বোনাস নিয়ে বিতর্কে পাতা না তোলায় ভোগান্তি।

ঘটনাক্রম

- দীর্ঘ দরকষাকষির পর এবার তরাই-ডুয়ার্সের বাগানে ১৬ শতাংশে বোনাস ফয়সালা
- গতবারের থেকে তিন শতাংশ কমে যাওয়ায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে বাগানে
- চা মালিকপক্ষের সংগঠন টাই-এর আশঙ্কা, বাগান অচল করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে

তুফানগঞ্জে নতুন শোরুম কসমো বাজারের

নিউজ ব্যুরো

২৩ সেপ্টেম্বর : ২৫ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জে কসমো বাজার তাঁদের শোরুম উদ্বোধন করতে চলেছে। পুজোয় জামাকাপড়ের নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছে তারা। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কেনাকাটায় বিনামূল্যে উপহারও দেওয়া হবে। এটি কোম্পানির জন্য একটি মাইলফলক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যে ১৩টি দোকান পরিচালনা করছে তারা। গুণমানসম্পন্ন পণ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কারণে কসমো বাজার ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
বিও রিজিওনাল অফিস, কোচবিহার, বিসি রোড, জেলা - কোচবিহার - ৭৩৬০০১

রুল ৮(১) সারফেইসি রুল-এর অধীন

যেহেতু সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ...

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
বি/ও : আঞ্চলিক কার্যালয়, কোচবিহার, বি.সি. রোড, জেলা-কোচবিহার, ৭৩৬০০১
সারফায়েসি রুলের অন্তর্গত রুল ৮(১)-এর অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
বি/ও : আঞ্চলিক কার্যালয়, কোচবিহার, বি.সি. রোড, জেলা- কোচবিহার, ৭৩৬০০১
সারফায়েসি রুলের অন্তর্গত রুল ৮(১)-এর অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ

ঋণগ্রহীতা	জামিনদাতা
সুখ বাদশাহ মিয়া প্রয়াত নুরজামাল মিয়ার পুত্র গ্রাম- অথরজানি, পোস্ট- চোরখানা থানা- সিতাই, কোচবিহার ৭৩৬১৬৭	শ্রীমতী অঞ্জু বিবি সুখ বাদশাহ মিয়ার স্ত্রী গ্রাম- অথরজানি, পোস্ট- চোরখানা থানা- সিতাই, কোচবিহার ৭৩৬১৬৭

... বসবাসযোগ্য বাড়ি ০.১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত।
দলিল নং I-৪০৬-১২.০৪.১৯৮৯ তারিখের হিসাবে গ্রাম- অথরজানি, অথরজানি প্রাইমারি স্কুলের নিকট, পোস্ট- চোরখানা, থানা- সিতাই, কোচবিহার ৭৩৬১৬৭-এ অবস্থিত।
প্লট নং/সার্ভে নং/খতিয়ান নং- মৌজা অথরজানি, এলআর প্লট নং- ১১৭৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫৪৪, জে.এল. নং- ০৫০, এলাকা ০.১০ ডেসিমেল, শ্রেণি বিভাগ- বাস্তু
সম্পত্তির সীমানা ঃ উত্তর- ১০ ফিট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণ- সুখ বাদশাহ মিয়ার টিন আচ্ছাদিত বসবাসযোগ্য বাড়ির সঙ্গে একত্রিত একটি জমি, পূর্ব- নজরুল ইসলামের জমি এবং বাড়ি, পশ্চিম- সুখ বাদশাহ মিয়ার খালি জমি।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা -
অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT & eNIQ No- 07/APD/WBSRDA/PATHASHREE-III/2024-25, Dated- 23/09/2024, 03 /APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/2024-25, Dated- 03/09/2024 and 06 /APD/WBSRDA/DPR/DPTRC/2024-25, Dated- 23/09/2024. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division

Government. of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Kalchini, Dist. Alipurduar
Publication of Final List of the Survey on Manual Scavengers and Insanitary Latrines in the District of Alipurduar

In compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court of India, the survey on Manual Scavengers and Insanitary Latrines was conducted across Alipurduar district by ULBs and RLBs concerned. The Survey was conducted from 02.09.2024 to 11.09.2024. Self-declaration camps were conducted from 05.09.2024 to 10.09.2024 and field enquiry was conducted from 05.09.2024 to 12.09.2024. The period for claims and objections and disposal of those claims and objections continued till 13.09.2024 and 20.09.2024 respectively.
During the conduct of the entire process of the survey on Manual Scavengers and Insanitary Latrines i.e. survey, Self-declaration camps, field enquiries, submission of claims and objections, no Manual Scavenger(s) and and Insanitary Latrine(s) was/were reported in the Kalchini Block.
In view of the above facts, it is hereby published in favour of all concerned after conducting an extensive survey throughout Kalchini Block that the prevalence of the practice of Manual Scavenging in the all Gram Panchayat has not been reported and no person is engaged in that occupation and no Insanitary Latrine has been reported.

আজ টিভিতে

কল্যাণী বিজয় এবং পিউয়ের বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। বনলতার সাহায্যে কি পিউ বাড়ির সবার মন জয় করতে পারবে?
মধুর হাওয়া সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.৩৫ বলো না তুমি আমার, রাত ৮.০০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ১১.০৫ যেখানে ভূতের ভয়
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মায়া মমতা, দুপুর ২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, বিকেল ৫.০০ বাবা তারকনাথ, সন্ধ্যা ৭.৫৫ জীবনযুদ্ধ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরজামাই, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ খোকাবাবু, সন্ধ্যা ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ শত্রু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবিকা

রাবণ দুপুর ১.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

গোলমাল ৩ সন্ধ্যা ৬.৫৭ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে**

স্পাইডারম্যান : হোমকামিং দুপুর ৩.০৩ মিনিটে **সোনি পিক্সে**

রাজি দুপুর ১২.২৭ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

ক্যালেন্ডারে থাকবে ওঁদের আঁকা ছবি

নাগরাকাটা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে আঁকা ছবি ঠাঁই পাবে সমগ্র শিক্ষা মিশনের ক্যালেন্ডারে। এজন্য মিশন পরিচালিত বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতিটি জেলার রিসোর্স সেন্টারগুলিতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। সোমবার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নাগরাকাটার চ্যাংমারি টিই হাইস্কুল ও সুলকাপাড়া হাইস্কুলের রিসোর্স সেন্টারে। সেখানকার পড়ুয়াদের আঁকা ছবি চমকে দেয় সকলকেই।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীব দাস বলেন, 'জেলাগতভাবে উৎকর্ষের নিরিখে ভালোমানের ছবি যারা এঁকেছে পরবর্তীতে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। শ্রেষ্ঠ ছবি রাজ্যে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্যালেন্ডার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের সঙ্গে এই উদ্যোগে যৌথভাবে রয়েছে ইউনিসেফ।

চ্যাংমারি টিই হাইস্কুলের রিসোর্স সেন্টারে ২৫ জন পড়ুয়া এদিন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয় লুকসানের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক বাংলা-হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রী অনীতা মাহালি। ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয় কলাবাড়ি টিই হাইস্কুলের গৌরব লোহার। সেখানকার স্পেশাল এডুকেটর কাজি মেহবুব আলমের কথায়, 'আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের থেকে ওরা যে কেউ কম নয়, তা এদিন প্রত্যেকের আঁকার মাধ্যমেই ফের প্রমাণিত হয়েছে।'

শালিমার 'আভিদা'র নতুন মুখ আবির

নিউজ ব্যুরো

২৩ সেপ্টেম্বর : শালিমারের ধূপকাঠির নতুন ব্র্যান্ড 'আভিদা'র এবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বেছে নেওয়া হল টলিউডের হার্টথ্রব আবির চট্টোপাধ্যায়কে। উচ্চমানের সুগন্ধ এবং ন্যাচারাল উপকরণ দিয়ে বানানো এই ধূপকাঠি বহুদিন ধরে মার্কেটে সকলের প্রথম পছন্দ হিসেবে রয়েছে। সবকিছু কেনার আগে যাচাই করে নেওয়া জরুরি। খাওয়ার জিনিস, জামাকাপড় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সবই যাচাই করেই কেনেন সকলে। সেই যাচাই হোক ধূপকাঠি কেনার সময়ও। এই বার্তাই দিচ্ছে 'আভিদা'র নতুন ক্যাম্পেন।

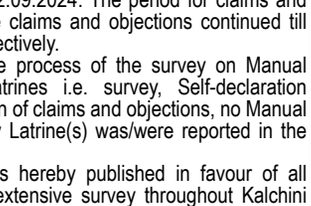

শালিমার আগরবাতি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর অলকেশ শাহ বলেন, 'প্রায় এক দশক ধরে বাঙালির ঘরে ঘরে রয়েছে আভিদা। নিম্নমানের ধূপকাঠি নয়, ঘরে আনুন শুধু আভিদা, যাতে রয়েছে লং-লাস্টিং সুগন্ধ এবং উচ্চমানের উপকরণ। তাই শুধু আভিদা, অন্য কিছু চলবে না।' দুর্গাপুজোর আগে উৎসবের মেজাজ ধরে রাখতে এই ক্যাম্পেন রিলিজ করবে।

Tender Notice
NIQ No. 51 of 2024-25 (1st Call) dt- 23/09/2024
Tenders of 1 (one) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 21/10/2024. Details of NIQ may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

In the matter of :
Mat Suit No 358(9) of 2021 Siliguri passed by (Jeetendra Gupta) Addl. District Judge (2nd Court), Siliguri on 11 day of July, 2024.
Smt. Anjali Priya D/O Vipin Kumar Verma, R/O of Thakurdandhi Panch Mandir, Mothihari, Champaran East 845401.
.....Plaintiff
VS
Sri. Hitendra Nath Deva S/O Late Hriday Nath Deva R/O Thakurdandhi Panch Mandir, Mothihari, Champaran East 845401.
.....Defendant
ORDERED
That the Mat Suit No 358(9) 2021 is decreed on contest without cost. Thus, the Plaintiff/Wife does get a Decree of Divorce against her Defendant/Husband. Accordingly the marriage between the Plaintiff and the Defendant held on 25.06.2018 stands dissolved from this day.

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া NTS মোড় S.B.I Bank-এর পাশে রেজিস্ট্রি দোকান বিক্রয়। দাম 7 লক্ষ 50 হাজার টাকা। M : 9832077445. (C/112277)

DHUPGURI MUNICIPALITY
PUBLICATION OF FINAL LIST MANUAL SCAVENGERS & INSANITARY LATRINES.
Please visit the website- **www.dhupgurimunicipality.org.in** for details.
Sd/-
Chairperson
Dhupguri Municipality

Corrigendum Notice
Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-17 of 2024-25 for SL 1 to 9 & DDP/N-18 of 2024-25 for SL 1 to 6
Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-17 of 2024-25 for SL 1 to 9 & DDP/N-18 of 2024-25 for SL 1 to 6 Closing date extended upto 30/09/2024 12:00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে মোমোর দোকানে ও আইসক্রিম, জুসের কাউন্টারে মহিলা কর্মী আবশ্যক। বেতন - 6000/- M- 8609494472. (C/112460)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/112459)

●

সেলস ও অফিসের কাজে তরুণ, তরুণী আবশ্যক। সঙ্গে স্টাইপেন্ড - 7430979039, 73189-39445, 9733339115.

●

A walk in Interview will be held on 1st October 2024 at Alipurduar Mahila Mahavidyalaya, for appointment of 1 Research Assistant and 2 Field Investigators for an ICSSR Sponsored Research Project. For details visit https://alipurduargirlscollege.org (C/111945)

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতী ভারতী মজুমদার, স্বামী জগদীশ মজুমদার, গ্রাম ও থানা ঃ শামুকতলা, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার। শামুকতলা মৌজার অধীন আমার জমির দলিল (No. 4872, Dt. 03.11.2008) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9733122601.
(C/111943)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB/63 2012 0861422, আমার নাম, পিতার নাম এবং জন্ম তারিখে ভুল থাকায় গত 23-09-24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Majidul Miah, S/o. Hossain Miah, DOB- 01-01-1985 এবং Mazidul Miah, S/o. Hossain Ali Miah, DOB- 05-06-1986 এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার।
(C/111833)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর, কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বই
ফোন: 022-22820427
স্থায়ী / চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ
বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/15
বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/16
অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 14.09.2024 থেকে 04.10.2024 পর্যন্ত।
স্থান: মুম্বই
তারিখ: 14.09.2024

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের অন্যতম পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অর্থব্যয়। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃষ : গুরুজনের যুক্তি ও পরামর্শে ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। পথে বিতর্কে যোগ দিলে সমস্যা হবে। মিথুন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্কট : কোনও স্বল্প পরিচিত লোক আপনাকে ঠকাতে পারে। বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র আজ মিলবে। সিংহ : বারবার না হওয়া কাজ আজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। প্রতিবাদ করে সমর্থন পাবেন। কন্যা : ব্যবসায় মন্দাভাব। ভাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ সামান্য বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। প্রেমে শুভ। তুলা : কোনও আত্মীয়ের খারাপ ব্যবহারে পারিবারিক অনুষ্ঠানে অশান্তি। নিজের কাজ নিজেই চেষ্টা করুন। বৃশ্চিক : পথে আজ বেশ সতর্ক থাকা দরকার। সন্দেহবাতিকের কারণে সংসারে অশান্তি। ধনু : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায়। ক্রীড়াবিদরা পুরস্কৃত হতে পারেন। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অর্থব্যয়। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। কুম্ভ : জমি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। পেটের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। মীন : কোনও কাজের লোক আজ আপনাকে ঠকাতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৭ আশ্বিন, ১৪৩১, ভাঃ ২ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ৭ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন বদি, ২০ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩০। মঙ্গলবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।২। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫০। অসৃকযোগ দিবা ৯।৫৯। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৪৫ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৬।২ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।২১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৩।৫০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৬।২ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৬।৫৯ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।০ গতে ২।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।০ গতে ৮।৩০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, প্রাতঃ ৫।৩৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।৫৯ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ১১।০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪১ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১১।৪৮ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গোয়াগাঁওয়ে চিকিৎসককে হেনস্তা

গোয়ালপোখর, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি। এরমধ্যে সোমবার এক চিকিৎসককে হেনস্তার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল গোয়ালপোখর থানার গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। খবর চাউর হতে বিভিন্ন মহল থেকে এ ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। চিকিৎসকের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি।

অভিযোগ, গোয়ালপোখর থানার দক্ষিণ ছিপি গ্রামের কয়েকজন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে বাড়িতে রোগী রয়েছে বলে ওষুধের দাবি করেন। জবাবে চিকিৎসক বলেন, রোগীদের চিকিৎসা ছাড়া এইভাবে কাউকে ওষুধ দেওয়া যায় না। এরপরই চিকিৎসককে থ্রেট দিতে শুরু করে অভিযুক্তরা। শুধু তাই নয়, কলার ধরে বাইরে টেনে এনে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

কর্মরত চিকিৎসক মহম্মদ তৌশিফ রেজা বলেন, 'আমিও এই এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দার পরিচয় দেওয়ার পরেও অভিযুক্তদের কাছ থেকে রেহাই পাযইনি। তাঁরা অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ করেছে। এমনকি, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।'

গোয়ালপোখর লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আব্দুল বারি বলছেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়নি।' উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের কথায়, 'এমনিতে গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও চিকিৎসক থাকতে চান না। চিকিৎসকের ওপর হেনস্তা, নিন্দনীয় ও জঘন্য ঘটনা। অপরাধী যে দলেরই হোক কেউ ছাড় পাবে না। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গোয়ালপোখর ব্লক সম্পাদক ফনেশ সিংহের বক্তব্য, 'গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইভোর বিভাগ পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বহির্বিভাগে চিকিৎসক ছাড়াই চলছিল। আন্দোলনের ফলে দু'দিন আগে এই চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এলাকার কয়েকজন মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।'

সভাপতি পদ নিয়ে জল্পনা

নকশালবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটির সভাপতি পদ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতিতে তৃণমূলের প্যানেল গঠন হতে চলছে। তাই ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, এবার হয়তো নকশালবাড়ি বাজারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে নজর দেবেন শাসকদলের নেতারা। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ সমস্ত কিছুই এখন তৃণমূলের দখলে। নকশালবাড়ি মাছ বাজার, হাটশেডগুলির বেহাল দশা, নিকাশিনালার বেহাল দশা, ডিআই ফান্ড, জমির বিলুপ্তিকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান চাইছেন ব্যবসায়ীরা। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করব। এজন্য আলোচনা চলছে। ব্যবসায়ীদের যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলিও প্রশাসনের সহযোগিতায় দ্রুত সমাধান করা হবে।'

হাতির হানায় ভাঙল প্রাচীর

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : রবিবার রাতে দলছুট একটি হাতির হানায় ভাঙল কিরণচন্দ্র চা বাগানের কারখানার সীমানা প্রাচীর। বাগডোগরা জঙ্গল থেকে টুকরিয়ার উত্তম চাঁদের ছাদ (ইউসিসি) জঙ্গলে হাতিদের যাতায়াতের করিডর রয়েছে এই চা বাগানের সামনে হয়ে। বাগডোগরা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন, রবিবার রাতে ৪০টি হাতি বাগডোগরা বনাঞ্চল থেকে কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনের করিডর দিয়ে পাহাড়গুমিয়ার দমদমা, মীনগাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ে। তার মধ্যে থেকেই একটি হাতি বাগানের কারখানাতে গিয়ে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাগানের ম্যানেজার প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় ৭৮ ফুট প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শাটার বন্ধ থাকায় মেশিনের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি হাতিটি। সেই সময় ৪ জন পাহারায় ছিলেন। তবে ভয়ে পালিয়ে যান তাঁরা।' তিনি জানান, হাতির হানা রুখতে বাগডোগরা বন দপ্তরে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ সব হাতিকে বাগডোগরার বনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

গরম থেকে বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় পড়ুয়াদের। সোমবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে অরিন্দম চন্দের তোলা ছবি।

আশ্বিনের চড়া রোদে নাজেহাল অবস্থা পড়ুয়াদের

লেবু-জলে শান্তি স্কুলে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : 'স্যর, খুব গরম লাগছে। ক্লাস করতে পারছি না।'

ক্লাসে সহপাঠীর মুখে এই কথা শুনে পাশে বসে থাকা পড়ুয়ারাও একের পর এক একই কথা বলতে লাগল। খুদেদের মুখে এমন কথা উপেক্ষা করতে পারলেন না শিক্ষক। সোজা ছুটে গেলেন প্রধান শিক্ষকের কাছে। পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে লেবু জলের বন্দোবস্ত করা হল দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলে। প্রচণ্ড গরমে তখন একগ্লাস লেবু জল যেন পড়ুয়াদের কাছে অমৃত।

স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ঈশানী দাস বলছে, 'এই গরমে ক্লাস করতে একদম ভালো লাগছে না। তবে স্কুলে লেবু জল খেয়ে আমার অনেক ভালো লাগছে।'

গরমে নাজেহাল হয়ে ফ্যানের নীচে বেঞ্চ টেনে বসে ক্লাস করছিল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ জানালেন, 'এই গরমে সত্যিই ক্লাসে খুব কষ্ট হচ্ছে পড়ুয়াদের। ফ্যানের হাওয়াও গরম।'

> এই গরমে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে। যা গরম পড়েছে, সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে পড়ুয়াদের।
>
> **মহীতোষ দাস** *টিচার ইনচার্জ, শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ হাইস্কুল*

> এই গরমে ক্লাস করতে একদম ভালো লাগছে না। তবে স্কুলে লেবু-জল খেয়ে আমার অনেক ভালো লাগছে।
>
> **ঈশানী দাস** *পড়ুয়া, দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুল*

প্রচণ্ড গরমে স্কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ার মতোও ঘটনা ঘটেছে একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে। একেই টিনের চাল, তার ওপর পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থাও নেই কয়েকটি ক্লাসে। এই গরমে সেখানে ক্লাস করা সম্ভব কীভাবে? পড়ুয়ারাই প্রশ্ন করে শিক্ষক, শিক্ষিকার কাছে। পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা গিয়ে জানানো হয় প্রধান শিক্ষককে।

ছাদ দেওয়া ক্লাসঘরে যেমনতেমন, টিনের চালের ঘরে বসার জো নেই। সকাল থেকেই সুয্যিমামার দাপটে টিনের চালের ঘর যেন আগুনের গোলা। ফলে এমন স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের নাভিশ্বাস উঠেছে। যেমন নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের কথাই ধরা যাক। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা বলছেন, 'গরম না কমা পর্যন্ত এই সমস্যা মিটবে না। তবে পড়ুয়ারা যাতে বেশি করে জল খায় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

দক্ষিণবঙ্গে পারদ চড়তেই স্কুল বন্ধের ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সময় উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া মনোরম থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশে স্কুল বন্ধ রাখতে হয়েছিল উত্তরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ না থাকলেও স্কুলের সময় পরিবর্তন করার কথাও যেন রাজ্য সরকার ভাবছে না। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে পড়ুয়ারা ক্লাস করবে তা নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা। শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাস বলছেন, 'এই গরমে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে। যা গরম পড়েছে, সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে পড়ুয়াদের।'

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলছেন, 'বাচ্চারা ক্লাসে এসে গরমে নাজেহাল হয়ে পড়ছে। ঠিকমতো ক্লাস করতে চাইছে না। তাই আমরা লেবু জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি, যাতে বাচ্চাদের শরীর থেকে জল কমে না যায়।'

গরমের এই অবস্থায় ক্লাস হবে কী করে? সেব্যাপারে স্কুলের সময় পরিবর্তন করার ব্যাপারে কি কিছু ভাবা হচ্ছে? তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলছেন, 'অভিভাবকেরা বা পড়ুয়ারা সময় পরিবর্তনের জন্য আমার কাছে এখনও আবেদন করেননি। করলে আমি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানাতে পারি।'

একই কথা জানান অন্য স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারাও। কবে গরম কমবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে শিক্ষক থেকে পড়ুয়ারা।

বিভাগীয় প্রধান থাকেন আড়াই দিন

চক্ষু বিভাগে হয়রান রোগীরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিভাগীয় প্রধানই যেখানে অনিয়মিত, সেখানে কীভাবে সঠিক পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ? উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ নিয়ে এখন এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। অভিযোগ, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নজরুল ইসলাম সপ্তাহে আড়াই দিন করে মেডিকেলে থাকেন। তাও তিনি রোগী না দেখে দোতলায় সেমিনার কক্ষে বাতানুকূল ব্যবস্থাপনায় বসে থাকেন। মেডিকেলের চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)-এর নিয়ম অনুযায়ী, অধ্যাপক চিকিৎসকদের মাসে ন্যূনতম ১৮ দিন কর্মস্থলে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখানে অনেক চিকিৎসকই সেই নির্দেশ মানেন না। তাঁদের বক্তব্য, মাসে ৩০ দিন কাজ করার জন্য বেতন দেয় সরকার। তাহলে কোনও কোনও চিকিৎসক কী করে মাসে ১০-১২ দিন কাজ করে বেতন পেয়ে যাচ্ছেন?

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'বিভাগীয় প্রধান যদি অনিয়মিত হন, তাহলে বিভাগ চলবে কীভাবে? চক্ষু বিভাগে আমরা বেশ কিছু সরঞ্জাম দিয়েছি। কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলে জানতে পেরেছি।' মেডিকেলের চক্ষু বিভাগে চিকিৎসক, অপ্টোমেট্রিস্টের অভাব। চোখ পরীক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জামও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এসব নিয়ে সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিকের বলেন, 'চক্ষু বিভাগকে নতুন ট্রায়াল বক্স দেওয়া হয়েছে। তারপরেও রোগীরা উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কেন?' চক্ষু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সোমবার দুপুরে দাবি করেন, 'অপ্টোমেট্রিস্ট একজন এটা সঠিক কথা নয়। চারজন ইন্টার্ন রয়েছেন। তাঁরাও কাজ করছেন।'

প্রশ্ন যেখানে

- বুধবার থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেডিকেলে থাকেন বিভাগীয় প্রধান
- আড়াই দিন তিনি দোতলার সেমিনার কক্ষে এসি চালিয়ে বসে থাকেন
- শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে সই করছেন
- চোখের পাওয়ার মেপে চশমা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন

ইন্টার্নরা সিনিয়ার ডাক্তারদের পাশে বসে শিখবেন, এটাই নিয়ম। কিন্তু শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা রোগীর চোখের পাওয়ার মেপে চশমা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বিভাগীয় প্রধান নিজেই নিয়মিত বিভাগে থাকেন না। এমনিতেই এই বিভাগে চিকিৎসকের অভাব। তার উপর বিভাগীয় প্রধানের অনিয়মিত উপস্থিতি। তাহলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাবেন কীভাবে? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান মেডিকেলে থাকেন। এরপর তাঁকে আর বিভাগে দেখা যায় না। এমনকি এই আড়াই দিনের উপস্থিতিতে তিনি দোতলার সেমিনার কক্ষে এসি চালিয়ে বসে থাকেন। কোনও রোগী দেখেন না। বিভাগীয় প্রধান দোতলার সেমিনার কক্ষে বসেন কেন? হাসপাতাল সুপার বলছেন, 'সেমিনার কক্ষ ডাক্তারি পড়ুয়াদের পড়ানো সহ অন্যান্য কাজের জন্য। বিভাগীয় প্রধানের বসার জন্য তৈরি হয়নি। একজন বিভাগীয় প্রধান যদি নিয়মিত না আসেন, নিজের বিভাগের বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার না করেন তাহলে সমস্যা তো হওয়ারই কথা।'

টুকরো খবর

ডুবে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : রোহিণী লেকে ডুবে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম সমীর দিয়ালি (৩৫)। সে রোহিণীর মানেখোপের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে সমীর লেকে নেমে হঠাৎ তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কার্সিয়াং থানার পুলিশ। তবে সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় উদ্ধারকার্য থমকে যায়। সোমবার সকাল থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীরা তরুণের দেহ উদ্ধার করে।

শ্রমিকের মৃত্যু

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃতের নান ইদ্রিস আলি (২১)। তাঁর বাড়ি চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোন্দুগছে। স্থানীয় উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলছেন, 'ইদ্রিস হরিয়ানাতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। রবিবার বহুতলের কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়।'

সচেতনতা

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে সোমবার চোপড়া হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইসলামপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে মাদকবিরোধী কর্মসূচি 'শুদ্ধি' শুরু হয়েছে।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিনের পর দিন অবাধে মাদক বিক্রি রুখতে চোপড়া অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সোমবার চোপড়া থানায় একটি গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি দেওয়া হল। তাঁদের অভিযোগ, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিনের পর দিন মাদক কারবারের শিকড় ছড়াচ্ছে।

থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের

অবশেষে শনাক্ত হল তরুণীর দেহ

খড়িবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়িতে এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর কলাপাতা ঢাকা পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের পাঁচদিন পর সোমবার তাঁর দেহ শনাক্ত হল। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মৃতদেহটি শনাক্ত করে নেপালের ভদ্রপুরের তেলিভিটা এলাকার একটি পরিবার। জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম ববিতা রাজবংশী (৩৩)। তবে তাঁকে খুন করা হয়েছে, নাকি ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি পুলিশ। মৃতার পরিবারের তরফে খড়িবাড়ি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু হয়েছে। বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশ সঠিকপথে তদন্ত করছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হবে।'

মৃতার শাশুড়ি ঝনঝনি রাজবংশী জানান, ভারত ও নেপালের মধ্যে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে নেপালের বহু মানুষ যাতায়াত করে। অনেকে দু'দেশের মধ্যে যাওয়া আসা করে ছোটখাটো ব্যবসাও করে। তিনি বলেন, 'বৌমা ভারত থেকে নেপালে শাকসবজি কিনে ব্যবসা করত। ১৫ সেপ্টেম্বর সে নেপাল থেকে ভারতে এসেছিল শাকসবজি কিনতে। তারপর আর নেপালে ফিরে যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমরা। অবশেষে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও এলাকার মানুষের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে খড়িবাড়ি থানা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যোগাযোগ করে বৌমাকে শনাক্ত করা হয়েছে।'

মৃতার ভাশুর জিতেন রাজবংশীর জানান, সবজির ব্যবসার সুবাদে স্থানীয় এক পরিচিত ব্যক্তিকে ববিতা লক্ষাধিক টাকা ধার দিয়েছিল। সন্দেহজনক তিনজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, ববিতাকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ খুন করার পরই কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল তাঁর শরীর। তাঁরা ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ির হাঁড়িভিটা গ্রামীণ সড়কের পাশে পঙ্কজ বিশ্বাসের কলাবাগানে কলা পাতা ঢাকা এক তরুণীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের ধারণা, ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছিল। তবে ধর্ষণ করে খুন কি না সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল।

বস্তির মহিলাদের সচেতন করার ভাবনা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের বস্তি এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তা ও তাঁদের সাক্ষরতার বিষয়ে সচেতন করতে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজনের কথা দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা হয়ে আসছে। সোমবার এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বললেন পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু। অভয়া বলেন, 'লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আমার ইচ্ছে পুরনিগমের মাধ্যমে যদি কাজটা করা যায় তবে ভালো হবে। বিষয়টি নিয়ে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গেও কথা বলব।'

আরজি করের ঘটনার পর চারদিকে যখন কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন যেসব মহিলারা বাড়িতে থাকেন তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়েও সরব হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। আরজি করের ঘটনার পর গত এক মাস ধরে রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, সেই আন্দোলনের

প্রতীকী ছবি।

মূল বিষয়ই ছিল নারী নিরাপত্তা।

শিলিগুড়ি শহরের শতাধিক বস্তি এলাকায় নারীদের শিক্ষার হার এতটাই কম যে, সেখানে নারীদের কী অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা তেমন কিছুই জানেন না। তাই সেসব বস্তি এলাকাগুলিতে যদি কর্মশালা করা যায়, তবে সেখানকার নারীরা নিজেদের প্রাথমিক অধিকারের বিষয়টিও উপলব্ধি করতে পারবেন।

অভয়ার কথায়, 'পরিবারগতভাবে একটা সচেতনতা ভীষণ প্রয়োজন। যাঁরা বস্তি ও কলোনি এলাকায় থাকেন, সেখানকার মহিলাদের শিক্ষিত করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবনার দরকার।'

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে আয়োজিত 'ধর্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন আইন' শীর্ষক এক আলোচনায় বক্তব্য রাখবেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও কমিশনের বাকি সদস্যারা। সেই আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত রয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু। সেই আলোচনাতেও অভয়া এ বিষয়ে সেখানে কিছু প্রস্তাব দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

মোবাইল ফেরাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শালুগাড়া বাজার থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার করে সোমবার মোবাইলের মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। কয়েকমাস আগে এক সেনা জওয়ানের মোবাইল হারিয়ে যায়। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই সেনা জওয়ান। তদন্তে নেমে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে সেটি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে রয়েছে। এরপর সেখান থেকে উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, মোবাইল চুরির অভিযোগে রবিবার রাতে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুজিত লামা, টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গত ২৩ তারিখ পেশায় এক বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার তাঁর মোবাইল চুরি গিয়েছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর রবিবার রাতে সুজিতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া মোবাইলটিও উদ্ধার হয়। ধৃতকে সোমবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপাশি মোবাইলের মালিক বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার সন্তোষকুমার ভগতের হাতে মোবাইলটি তুলে দেয় পুলিশ।

পট থেকে প্রতিমায়, পুজো অনাড়ম্বরেই

পুজো সংবাদ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : লোকবল ও অর্থের অভাবে একইরকম রয়ে গিয়েছে ইসলামপুর শহরের প্রথম দুর্গাপুজো। যেখানে শহরের অন্য পুজোগুলি প্রতি বছর নতুন নতুন ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলছে, সেখানে নতুন ভাবনা থাকলেও, বেশ কিছু বাধ্যবাধকতায় তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না পুজো কমিটির সদস্যরা।

আদি দুর্গা মন্দিরের পুজো এবছর ৯৪তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা বরুণকুমার রায় বলেন, 'পুজোতে অনেককিছু করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু লোকবল এবং অর্থের অভাবে সম্ভব হয় না। এবছর বস্ত্র বিতরণের ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে যা অর্থসাহায্য পাই এবং যতটুকু চাঁদা ওঠে তা পুজোর কাজেই খরচ হয়ে যায়। তাছাড়া আমাদের পরিবারের কয়েকজনই সব দায়িত্ব সামলায়। কেউ সেভাবে উদ্যোগ নিতে চায় না।'

পুরাতনপল্লি, মালাকারপাড়া এলাকার বাসিন্দারা ১৯৩১ সালে পুজো শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৫৩ সালে এই পুজো পরিচালনার দায়িত্ব নেয় আশ্রমপাড়ার রায় পরিবার। এর কয়েক বছর পর প্রথম কিশনগঞ্জ থেকে মূর্তি এনে পুজো হয়েছিল। এটিই ইসলামপুরে প্রথম মূর্তিপুজো বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যক্তোরা। ২০০১ সালে নতুন করে মন্দিরও নির্মাণ করা হয় এখানে।

ইসলামপুর শহরের আদি দুর্গা মন্দির। -সংবাদচিত্র

প্রথমে পটের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা এঁকে সামনে ঘট রেখে পুজো করা হত। কারণ সেই সময় প্রতিমা তৈরি করার মতো কোনও মৃৎশিল্পী ইসলামপুরে ছিলেন না। এরপর বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে আনা হয়েছিল প্রথম প্রতিমা। তার কয়েক বছর পর ইসলামপুরে প্রথম দুর্গা প্রতিমা তৈরি শুরু করেন শহরের থানা কলোনি এলাকার যুধিষ্ঠির পাল নামে এক মৃৎশিল্পী। এরপর সেখান থেকেই প্রতিমা নেওয়া হত। থানা কলোনি থেকে কাঁধে করে আদি দুর্গা মন্দিরে নিয়ে আসা হত দুর্গা প্রতিমা।

ইসলামপুরের পুরাতন পুজো হিসেবে এই পুজো প্রতিবছর এলাকার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে। পুজো কমিটির থেকে জানা গিয়েছে, অষ্টমীতে অঞ্জলি দিতে আসা মানুষ এবং আশপাশের হিন্দু এবং মুসলিম দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার মানুষের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ঐতিহ্য মেনে এখনও দশমীতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। সেই মেলাতেও অংশগ্রহণ করেন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

AOT
ACADEMY OF TECHNOLOGY
ORGANISING
4th International Conference on Computer, Communication, Control & Information Technology (C3IT)
28 - 29 September, 2024
Sponsored by: IEEE
UPCOMING EVENTS
Arcadia October 2024
The Annual College Fest
FrostHacks 8 - 10 November 2024
36-hours All India Hackathon
aot.edu.in
G.T. Road, Adisaptagram, P.O.: Aedconagar, Hooghly - 712121, W.B., India
Contact Us: 98310 21706 / 98310 21641

স্কুলজীবনে রাজনীতি নয়, পরামর্শ গৌতমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে পুরনিগমের অবৈতনিক কোচিং সেন্টার 'আলোর দিশারি'-তে সোমবার মোটিভেশনাল ক্লাস নিতে এসেছিলেন গৌতম। পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের স্কুলজীবনের গল্প করেন তিনি। শিলিগুড়ির মেয়রের পরামর্শ, 'এই সময়টা শুধু পড়াশোনা করার।'

এদিন সেখানে বলেন, 'আমার বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল, আমি ডাক্তার হব। স্কুলজীবনে শুধু ভালো রেজাল্ট করার দিকেই লক্ষ্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে নামী উকিলের কাছে ওকালতি অভ্যাস করেছি। পরে অবশ্য ভাগ্যক্রমে রাজনীতিতে যোগদান।' মেয়রের কথা এদিন চুপ করে শুনেছে ছেলেমেয়েরা। জানিয়েছে, নিজেদের কী লক্ষ্য।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরে শুরু হয় অনুষ্ঠান। পড়ুয়াদের সঙ্গে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানে গলা মেলান গৌতম। গান শেষে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের পড়ুয়া মহম্মদ আক্রম মেয়রকে প্রশ্ন করে, 'স্যর আপনি কবে থেকে গান শিখছেন?' পড়ুয়ার প্রশ্ন শুনে হাসিমুখে উত্তর দেন, 'খুব বেশি বছর হয়নি।' এই সেন্টারে আরও কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেসব মেয়রকে জানিয়েছে খুদেরা। এই যেমন, শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া মানিক মণ্ডল কোচিং ক্লাসে একটি গ্রন্থাগার চালুর আর্জি জানাল।

রবীন্দ্রসংগীতে গলা মেলালেন গৌতম দেব। সোমবার। ছবি : তপন দাস

এক বছর আগে পুরনিগমর সেন্টারে নবম থেকে একাদশ শ্রেণি উদ্যোগে চালু হওয়া এই কোচিং পর্যন্ত মোট ২৪০ জন পড়াশোনা করে। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়াদের জন্যও ব্যবস্থা রয়েছে। শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের অলোকপ্রসাদ শর্মা হিন্দিমাধ্যমে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক বাড়ানোর আবেদন জানায়। বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া হয়, দ্রুত যাতে বাণিজ্য বিভাগের বিষয়েও পঠনপাঠন চালু করা যায়, সেই দাবি জানিয়েছে হিন্দি হাইস্কুলের প্রেমকুমার দাস।

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটা আবেদন গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন মেয়র। দিয়েছেন দ্রুত সমাধানের আশ্বাস। গৌতমকে কাছে পেয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী বলেছে, 'স্যর বাড়ি থেকে আমাকে পড়তে আসতে দেয় না।' এই কথা শুনে বেশ অবাক হতে দেখা যায় তাঁকে। মেয়র ওই মেয়েটির মায়ের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দেন তৎক্ষণাৎ।

কোচিং ক্লাসের পড়ুয়াদের জন্য পুরনিগমের তরফে ইউনিফর্ম, ব্যাগ, জুতো দেওয়া হয়েছে। পুজোর পরে তাদের বেঙ্গল সাফারিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গৌতম। এদিন নাচ, গানের পাশাপাশি অনেক পড়ুয়া নিজেদের আঁকা ছবি এবং তৈরি কার্ড মেয়রকে উপহার দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার। কোচিংয়ের যুগ্ম কনভেনার রণজয় দাস ও সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এধরনের মোটিভেশনাল ক্লাস ফের হবে।

খুব ব্যস্ত।। *নয় মাইলে ছবিটি তুলেছেন মাদারিহাটের শুভদীপ সরকার।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার জোর তর্জা

থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখল পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণে অভিযুক্তকে পুলিশের ভ্যানে তোলার সময় সঙ্গে তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন নির্যাতিতা। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর দুই পরিবারের বচসাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সোমবার এমন ঘটনা ঘটেছে থানা চত্বরেই। গাড়িতে ওঠার সময় অভিযুক্ত তরুণের দাবি, 'আমি নির্দোষ। আমাকে ওই মহিলা ফাঁসিয়েছে।' পালটা অভিযোগকারিণীকে বলতে শোনা গেল, 'ভগবান বিচার করবে।'

ঘটনাটিকে নাটকীয় বললেও বোধহয় কম বলা হয়। কখনও নির্যাতিতা ও তাঁর মা তেড়ে গেলেন ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণের মায়ের দিকে, কখনও আবার ঘটল উলটোটা। থানা থেকে বেরোনোর সময়ও একে অপরকে দেখে নেওয়ার শাসানি দিতে দেখা গেল।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচার চেয়ে আন্দোলন চলছেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও থেমে নেই ধর্ষণ কিংবা নারী নির্যাতনের ঘটনা। রবিবারই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে সুব্রত দে নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সোমবার তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তোলার সময়ই বাধে বিপত্তি। তরুণের দাবি, 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। ও আমাকে বলেছিল যে, জেলের খিচুড়ি খাওয়াবে।' এক ব্যক্তি এর পেছনে মদত দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ তার।

চূড়ান্ত নাটক

- অভিযুক্ত একের পর এক অভিযোগ করতে করতে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন
- গাড়ির কাছে মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্যাতিতা
- তিনি চিৎকার করে বলেন, ভগবান বিচার করবে
- পালটা জবাব দিতে শুরু করেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিযুক্ত তরুণের মা
- তিনি নির্যাতিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই যেন ঘৃতাহুতি পড়ে

এদিকে, অভিযুক্ত যখন একের পর এক অভিযোগ করতে করতে পুলিশের গাড়িতে উঠছে, তখন সেই গাড়ির কাছেই মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্যাতিতা। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ভগবান সবটার বিচার করবে। তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে।' এরপরই পালটা দিতে শুরু করেন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিযুক্ত তরুণের মা। তিনি দাবি করেন, 'তুমি আমার ছেলের জীবন নষ্ট করে দিয়েছ। আমাদের কাছে সব ভিডিও রয়েছে।'

এরমধ্যে তিনি নির্যাতিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। নির্যাতিতা বলতে থাকেন, 'আমার চরিত্র যদি খারাপও হয়, তাহলেও কি আমাকে ধর্ষণ করার অধিকার রয়েছে ওর?' তর্জায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায় একপক্ষ আরেকপক্ষের দিকে একাধিকবার ছুটেও যায়। যা দেখে সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের বলতেও শোনা যায়, 'আপনারা ঠান্ডা হন, চলে যান।' তবে, তর্জা চলাকালীন সেখানে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, সুব্রতর সঙ্গে ফেসবুকে বন্ধুত্ব হয় তাঁর। এরপর ধীরে ধীরে সম্পর্ক বাড়তে থাকে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় সুব্রত। যদিও পরবর্তীতে তরুণী জানতে পারেন, সুব্রত বিবাহিত। এরপর ১৯ তারিখ তাঁকে ধর্ষণের পাশাপাশি প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ তরুণীর।

সাঁঝের বেলায় পোষ্য নিয়ে বাড়ির পথে। ইসলামপুরের ডিঙ্গুলায় সোমবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

কেনাবেচা, মিউটেশন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ

হাতিঘিসায় বিতর্কিত জমিতে 'ফ্ল্যাগ জারি'

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসায় বিতর্কিত জমি অধীনে নিল রাজ্য সরকার। দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে ওই সমস্ত জমিতে 'ফ্ল্যাগ জারি' করা হয়েছে। স্থানীয় ২৫৭ জনের মোট প্রায় ৪২ একর খতিয়ানভুক্ত জমি বেচাকেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। মৌজা, প্লট ও খতিয়ান নম্বর ধরে মিউটেশনও বন্ধ। খতিয়ানে রায়তের নাম লেখা থাকলেও পাশে রাজ্য সরকারের জমি বলে উল্লেখ থাকবে।

কেনাবেচা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে গেলেও অনলাইন সিস্টেমে রাজ্যের জমি হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। সেক্ষেত্রে মিউটেশন কিংবা রেজিস্ট্রেশনের আবেদন, বাতিল বলে গণ্য হবে। সরকারি জমির কেনাবেচার চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এই পদ্ধতিকে 'ফ্ল্যাগ জারি' বলা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সমস্ত ডিআই ফান্ড জমিকে এই পদ্ধতির অধীনে আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ভূমি দপ্তর সূত্রে।

সরকারি জমির ওপর দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষের বসবাস। বেআইনিভাবে কেনাবেচাও হয়েছে। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে সরকারি দপ্তরে। একবারে সবগুলো সরকারের আওতায় আনা হলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে বলে ধারণা আধিকারিকদের। তাই ফ্ল্যাগ জারি করে ধীরে ধীরে অধীনে নেওয়া হচ্ছে।

গত বছর ডিসেম্বরে হাতিঘিসায় জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি। কোটি কোটি টাকার তছরুপ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একের পর এক চিঠি

কারবার রুখতে

- ২৫৭ জনের মোট প্রায় ৪২ একর খতিয়ানভুক্ত জমি বেচাকেনায় নিষেধাজ্ঞা
- মৌজা, প্লট ও খতিয়ান নম্বর ধরে মিউটেশন বন্ধ
- প্রতিটি খতিয়ানে রায়তের নামের পাশে রাজ্য সরকারের জমি বলে উল্লেখ
- অনলাইন সিস্টেমেও রাজ্যের জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে
- সেক্ষেত্রে মিউটেশন কিংবা রেজিস্ট্রেশনের আবেদন বাতিল হবে
- সরকারি জমির কেনাবেচার চেষ্টায় আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে দপ্তর

দেন তিনি। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। নবান্ন থেকে ভূমি দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য সেবদোল্লা মৌজার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত শুরু করেন।

তদন্ত শেষ হতেই চলতি বছরের ১২ জুলাই নকশালবাড়ি বিএলএলআরও দপ্তর হাতিঘিসার সেবদোল্লা মৌজায় ১৯টি সরকারি জমির প্লটের বিবরণ দিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয় দশজনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সরকারি জমির দলিল, খতিয়ান, পাট্টা বানিয়ে কেনাবেচার অভিযোগ ওঠে। এদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। হাতিঘিসার জমি মামলায় ৪০ দিন জেলে ছিলেন খোদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ।

এদিন তিনি বলেন, 'আমার আন্দোলন সফল হয়েছে। আন্দোলনের ভয়ে খতিয়ানগুলি একবারে বাতিল করা হয়নি। তবে রাজ্য সরকারের জমি হিসেবে চিহ্নিতকরণ হল। এর ফলে হাতিঘিসা সেবাদেল্লাজোতে সরকারি জমির ভুয়ো খতিয়ান, দলিল বানিয়ে আর কেনাবেচা হবে না। সাধারণ মানুষ আর ঠকবেন না।'

নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হাতিঘিসায় বিতর্কিত জমিতে ফ্ল্যাগ জারি করা হয়েছে। এখনও এব্যাপারে ওপরমহলে তদন্ত চলছে। এই ইস্যুতে কথা বলতে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক টিনা ডুকপাকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। দার্জিলিং জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংকে ফোন করা হলে প্রথমে বলেন, 'ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব।' তারপর একাধিকবার ফোন, ম্যাসেজ করা হলে সাড়া দেননি।

গাড়ি চুরিতে গ্রেপ্তার এক

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : একাধিক চারচাকা গাড়ি চুরির ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত শেখর সাহা (২৬) ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা। সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন সময়ে চারচাকা পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চুরির অভিযোগ উঠছে মাঝেমধ্যে।

১৩ অগাস্ট লিউসিপাকড়ি বাজার থেকে একটি আলুবোঝাই চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি চুরি যায়। তদন্তে নেমে ১৯ অগাস্ট ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ গাড়ি এবং আলু উদ্ধার করে। ২ জনকে গ্রেপ্তারও করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শেখরের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

মাদক উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম রাজীব বাল্মীকি। তার বাড়ি শিলিগুড়ির গেটবাজারে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে, সোমবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ পানিট্যাঙ্কি ফ্লাইওভার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। উদ্ধার হয় সেই মাদক। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

নির্মাণ বন্ধ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : রাস্তার পাশের জমি দখলের অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ভোলা মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। রবিবার রাতে পুলিশে অভিযোগ জানান তাঁরা। সোমবার ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। যদিও আগে থেকেই বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছুটা জায়গা। সেখানে নির্মাণের প্রস্তুতি চলছিল। নিয়ে আসা হয় বাঁশ সহ অন্যান্য সামগ্রীও। পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দেয়। জমিটিকে নিজের বলে দাবি করেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। তাঁকে উপযুক্ত নথি সহ থানায় যেতে বলা হয় এদিন।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : কালিগঞ্জ হাইস্কুলে সোমবার নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে 'সায়েন্স মডেল অবজার্ভেশন' অনুষ্ঠিত হল। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ছয়টি দল এতে অংশ নেয়। টিআইসি মহম্মদ আফজল হুসেন বলেছেন, 'উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়েছে।'

সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ 'নয়া বাটো'র

লক্ষ্য পুরসভা নির্বাচন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : আপাতত সংগঠনেই সায়। দশমীর পর চিন্তাভাবনা করা হবে রাজনৈতিক দল নিয়ে। সোমবার কালিম্পংয়ে বৈঠকের শেষে এমনই জানালেন 'নয়া বাটো'-র উদ্যোক্তারা। এদিনের সভায় অংশ নিলেও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড। সংগঠনের আহ্বায়ক হিসাবে নরেন্দ্র তামাং বলেছেন, 'জাতীয় একীকরণ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা দূর করতে এই সংগঠন কাজ করবে।'

সরাসরি গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গ না বললেও পাহাড়ের দাবি নিয়েও যে তাঁরা আসরে নামবেন সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন নরেন্দ্র তামাং। তিনি বলেছেন, 'আপাতত একটি সংগঠন হিসাবে পথ চলা শুরু হল। পুজোর পর সবাই ঐকমত্যে পৌঁছালে রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ শুরু হতে পারে।'

সামনেই কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক পুরসভার ভোট রয়েছে। তার আগে পাহাড়ে আরও একটি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ নিয়ে জল্পনা চলছে। সূত্রের খবর, অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টিও নতুন রাজনৈতিক দলে মিলে যেতে পারে। কেননা ২০২১ সালে তৈরি হামরো পার্টি যেভাবে আশা জাগিয়ে দার্জিলিং পুরসভার দখল নিয়েছিল, সেই উত্থান ধরে রাখতে পারেনি। কয়েক বছরের মধ্যেই দল অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে। দলের রেজিস্ট্রেশনও করাতে পারেননি অজয়। এই পরিস্থিতিতে আগামী পুরসভার ভোটে তিনটি পুরসভায় লড়াই করা কার্যত অসম্ভব। তাই দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে নতুন দল গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।

এই লক্ষ্যেই সোমবার কালিম্পংয়ের ১০ মাইলের মাড়োয়ারি ভবনে বৈঠক হয়। বৈঠকে অজয় এডওয়ার্ড, নরেন্দ্র তামাং ছাড়াও গোটা পাহাড় থেকে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। দীর্ঘ বৈঠক শেষে নরেন্দ্র তামাং সাংবাদিকদের বলেন, 'এখনই রাজনৈতিক দল তৈরি করা বা ভোটে লড়াইয়ের কথা ভাবা হচ্ছে না। আপাতত জাতীয় একতা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে, পাহাড়ের আরও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আসবেন। পুজোর পর আবার বৈঠক ডাকা হবে। সেখানে সবাই যদি রাজনৈতিক দল তৈরির বিষয়ে ঐকমত্য হন তাহলে সেটা সেই সময়ই ভাবা যাবে।'

> এখনই রাজনৈতিক দল তৈরি করা বা ভোটে লড়াইয়ের কথা ভাবা হচ্ছে না। আপাতত জাতীয় একতা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে, পাহাড়ের আরও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আসবেন। পুজোর পর আবার বৈঠক ডাকা হবে।
>
> **নরেন্দ্র তামাং**
> *আহ্বায়ক, নয়া বাটো*

সূত্রের খবর, অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, বিজেপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে হাতিয়ার করছে এই নয়া সংগঠন। আগামী কিছুদিন সেই লক্ষ্যেই পাহাড়জুড়ে কাজ করবেন নরেন্দ্র, অজয়ের মতো নেতারা। তারপরই রাজনৈতিক দল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সলিড ওয়েস্ট নিয়ে আলোচনার বার্তা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় সহ ভূমি রাজস্ব, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো একাধিক সরকারি অফিসে হানা দিলেন জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক। খতিয়ে দেখলেন কাজকর্ম। কোথাও তাঁর গলায় শোনা গেল প্রশংসা। কোথাও দিলেন পরামর্শ। বিকেলে জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'এই গ্রাম পঞ্চায়েত জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। প্রায় শহর হয়ে উঠেছে। এর একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় কর্মীরা খুব ভালো কাজ করছেন। কিছু সমস্যা অবশ্যই উঠে আসছে। সকলে মিলে নিশ্চয়ই সমাধান করতে পারব।'

এদিন দুপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন তমোজিৎ চক্রবর্তী। পরের গন্তব্য ছিল, একই চত্বরে থাকা ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তর। দীর্ঘক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে খোঁজখবর নেন সেখানে। এরপর দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসেন মহকুমা শাসক। অফিস চত্বরে শৌচালয় রয়েছে কি না, খোঁজ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আধিকারিকের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার কথা ভাবুন।' এরজন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে বলেন তিনি। মহকুমা শাসককে কাছে পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান প্রধান মিতালি মালাকার। মিতালিকে বলতে শোনা যায়, 'জমিসমস্যার জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করতে পারছি না। বারবার বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।' তমোজিৎ স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ এগোনোর পরামর্শ দেন।

ডাবগ্রাম-২ পরিদর্শনে এসডিও

একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মহকুমা শাসক। পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নেন। বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা ফ্যান না থাকায় কষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এব্যাপারে প্রধানকে ব্যবস্থা নিতে বলেন এসডিও।

দক্ষিণে বন্যা পরিস্থিতির জেরে উত্তরে ফুল দামি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্বিষহ জনজীবন। যার প্রভাবে শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জেলায় জেলায় ফুলের দাম আকাশছোঁয়া। পুজোর সময় আরও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে ফুল আসে মূলত পাঁশকুড়া, রানাঘাট, ঠাকুরনগর, হাওড়া থেকে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে সবচেয়ে বেশি গোলাপ ও রজনীগন্ধা আমদানি করা হয়।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঁশকুড়ায় বিঘার পর বিঘা ফুল চাষের জমি জলের তলায়। তাই যতটুকু ফুল শহরে ঢুকছে, তার দাম সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। গোদের ওপর বিষফোড়া, বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে চাহিদা কমে যাওয়া। সেই কারণে বেশি টাকা খরচ করে ফুল এনেও খদ্দের পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। সোমবার শিলিগুড়ি ঘুরে অধিকাংশ দোকানে সেই ছবি চোখে পড়ল। প্রায় রোজ বাড়ির পুজোর জন্য ফুল কিনতে হয় মিলনপল্লির তমাল চক্রবর্তীকে। বলছিলেন, 'যে পরিমাণ ফুলের জন্য আগে ২০-২৫ টাকা খরচ করতে হত, সেটাই এখন ৪০ টাকা। সাধারণের তো অসুবিধে হবেই।'

শিলিগুড়ির এসএফ রোডে প্রায় ১০টি ফুলের দোকান রয়েছে। পাঁশকুড়ার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পাত্র এখানে ব্যবসা করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, 'আগে ১০০টি গোলাপ কিনতাম ২০০ টাকায়। এখন তা কিনতে হচ্ছে ৪০০ টাকায়। রজনীগন্ধা এক কেজির দাম সবসময় ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই ফুলের দাম কেজি প্রতি পৌঁছেছে ৪০০ টাকায়। লাভ রেখে ব্যবসা করতে গেলে দাম কিছুটা বাড়াতে হচ্ছে। সেই দর শুনে খদ্দেররা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।'

দুর্গাপুজোতে ফুলের চাহিদা বাড়ে। সামনেই বিয়ের মরশুম। সেক্ষেত্রে এবছর ফুলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের বাসিন্দা দেবাশিস সামন্তর কথায়, 'পাঁশকুড়া ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ফুল চাষের জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে মনে হয় না। এই সুযোগে অন্য যে সমস্ত এলাকা থেকে ফুলের আমদানি হয়, সেখানে রাতারাতি দাম বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে বাজারে।'

খদ্দের নেই। শিলিগুড়ির এসএফ রোডে ফুলের দোকানের সারি। সোমবার।

বিশ্বকর্মাপুজো পর্যন্ত ভালো ব্যবসা করেছেন। আচমকা দক্ষিণের জেলাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে, তা ব্যবসায়ীরা কল্পনাই করতে পারেননি। হাসপাতাল মোড়ের কাছে ফুল বিক্রি করেন বিশ্বজিৎ সরকার। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'টানা এক সপ্তাহ ধরে গরমের কারণে খুব তাড়াতাড়ি ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমদানির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছি। বেশি টাকা দিয়ে ফুল কিনেও বিক্রি হচ্ছে না।'

গোলাপে কাঁটা

- বিঘার পর বিঘা ফুল চাষের জমি জলের তলায়
- বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে চাহিদা কমেছে
- বেশি টাকা খরচ করে ফুল এনেও খদ্দের মিলছে না
- পুজো এবং পরে বিয়ের মরশুমে চাহিদা বাড়বে
- পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অনেক দেরি
- দাম কমার সম্ভাবনা এবার নেই, মত বিক্রেতাদের

আলোচনা সভা

সাহিত্য অ্যাকাডেমি (পূর্বাঞ্চলীয়)-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সোমবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দার্শনিক ধারার প্রভাব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

টাকা উদ্ধার

২০২০-'২১ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইডি'র ইস্টার্ন জোনে রাজ্য থেকে রেকর্ড পরিমাণ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। চার বছরে ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

বিক্ষোভ

২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসভার অধিবেশনের দিন বামপন্থী ইঞ্জিনিয়ারদের সংস্থা পুরগেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে চলেছে। পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি।

সেমিকনডাক্টর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বৈঠকে কলকাতায় সেমিকনডাক্টর কারখানা তৈরির ব্যাপারে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

সিজিওতে নির্মলকে ডাক

আরজি করের ঘটনাতেও 'কাকু' যোগের আভাস

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্রমশ 'ব্যক্তি রহস্য' জটিল হচ্ছে। সোমবার এই ঘটনায় নতুন করে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করল সিবিআই। তিনি এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি যা কিছু জানেন তা জানাতেই এসেছেন বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন বিধায়ক। ঘটনায় আরেক 'রহস্যময় চরিত্র'ও উঠে এসেছে। তিনি নিজেকে নিযাতিতার কাকু হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আরজি কর কাণ্ডের দিন এফআইআর দায়ের থেকে শুরু করে দেহ সৎকারে তাঁর তৎপরতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রহস্য দানা বেঁধেছে। রবিবার থেকে নাকি বাড়িতে ফেরেননি পানিহাটির প্রাক্তন সিপিএমের কাউন্সিলার তথা নিযাতিতার কাকু সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। এদিন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসকেও সিজিওতে ডাকা হয়। আরজি করের আউটপোস্টের এএসআই ও টালা থানার এসআইকেও ডাকা হয়।

সিবিআই সূত্রে খবর, ঘটনার দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অর্থাৎ মৃতদেহ উদ্ধার থেকে দাহ পর্যন্ত আরজি কর চত্বরেই ছিলেন নির্মল ঘোষ। ওইদিন তাঁর সঙ্গে সন্দীপ ঘোষের কথাও হয়েছিল। কেন তিনি ওইদিন আরজি করে গিয়েছিলেন, কার নির্দেশে গিয়েছিলেন, তাঁর তৎপরতা কী ছিল, সেই সম্পর্কে জানতে চাইছে সিবিআই। সূত্রের খবর, এদিন বিধায়কের মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখা হয়। ঘটনার দিন কার কার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, তাঁকে কেউ নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না বা তিনি কাউকে কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, কার সঙ্গে কতবার কথা হয়েছিল, সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে সিবিআই। প্রায় সাত ঘণ্টা পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হন নির্মল।

নয়া রহস্য

- সোমবার সিবিআই আচমকা তলব করল পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে
- বিধায়ক সকাল সাড়ে ১০টায় হাজির হন সিজিও কমপ্লেক্সে
- পানিহাটি পুরসভার এক প্রাক্তন কাউন্সিলারকে ঘিরেও দেখা দেয় রহস্য

তাঁর বক্তব্য, নিযাতিতার বাড়ি তাঁর বিধানসভা এলাকায়। তিনি ওই এলাকার চিকিৎসক। তাই নৈতিক দায়িত্ব পালনে ওইদিন হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগও নস্যাৎ করেছেন বিধায়ক। তাঁকে তলবের পরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন এক কাউন্সিলারের ভূমিকাও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। কারণ তদন্তে নেমে সিবিআই জানতে পেরেছে, দ্রুত ময়নাতদন্ত শেষ করে শবদেহ দাহ করার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ভূমিকা যথেষ্ট ছিল। রবিবার ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস দাবি করেছিলেন, কোনও এক

কাউন্সিলার দ্রুত ময়নাতদন্তের জন্য চাপ দেন। ময়নাতদন্ত তাড়াতাড়ি না হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

তারপরই নির্মল-ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলার সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতি নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। ঘটনার দিন শ্মশানে দেহ দাহ করার সময় রেজিস্টারে সই করেছিলেন এই কাকু। তবে তাঁর দাবি, তিনি নিযাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে আরজি কর হাসপাতালে ছিলেন। দেহ দাহ করার সময় প্রতিবেশী হিসেবে তিনি বার্নিং সার্টিফিকেটে সই করছিলেন। কারণ নিযাতিতার বাবা-মা সেই পরিস্থিতিতে ছিলেন না বলেই দাবি তাঁর। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য আইনি পথে হাঁটবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে বিষয়টি উল্লেখ করে সঞ্জীবকে প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার বলে জানিয়েছেন। তবে শুভেন্দুর অভিযোগের পরেই দায় ঝেড়েছে সিপিএম। সিপিএমের তরফে সঞ্জীবের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ছবি ও নির্মল ঘোষের সঙ্গে দলের নির্বাচনি প্রচারে অংশ নেওয়ার ছবি প্রকাশ করা হয়। তাদের দাবি, সঞ্জীব ২০১৩ সালে পানিহাটি পুরসভায় সিপিএমের কাউন্সিলার ছিলেন। পরে ২০১৮-তে দলবদল করে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

এদিন দিল্লিতে সর্বভারতীয় স্পিকারস সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে না জানিয়ে বিধায়ককে সিবিআইয়ের তলব নিয়ে সরব হন। অধ্যক্ষের অভিযোগ, রাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির কার্যকলাপে জনপ্রতিনিধিদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যপালের অপরাজিতা বিল আটকে রাখার বিরুদ্ধেও এদিন সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিমান। রাজ্য সরকারকে মহিলা-বিরোধী বলে বিজেপি যখন অভিযোগ করছে তখন সম্মেলন মঞ্চ থেকে তাদের কটাক্ষ করেন বিমান।

সল্টলেকের আচার্য ভবনে আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এসএসসি ভবন অভিযান চাকরিপ্রার্থীদের

উচ্চপ্রাথমিকে মেধাতালিকা কাল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ২৫ সেপ্টেম্বর আপার প্রাইমারির ২০১৬ সালের মেধাতালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানাল এসএসসি। এদিনই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। এই অভিযানকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এসএসসি ভবন এলাকা।

২৮ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসি জানিয়েছিল, ১৪ হাজার ৫২টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য একমাসের মধ্যে মেধাতালিকা প্রকাশ করবে। সেই মতো এদিন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসএসসি জানায়, ২৫ সেপ্টেম্বর ওই মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে অস্থায়ী শিক্ষকদের জন্য। এদিনই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে এসএসসি ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারির প্রার্থীরা।

এদিন সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ থেকে মিছিল শুরু করে এসএসসি ভবনের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেন চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু সল্টলেকে এসএসসি অফিসের কাছে আসার আগেই পুলিশ তাঁদের মিছিল আটকায়। চাকরিপ্রার্থীরা তখন রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ তাঁদের রাস্তা থেকে উঠে যেতে বললে ঝামেলা শুরু হয়। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের রীতিমতো হাতাহাতি চলে। টেনেহিঁচড়ে তাঁদের পুলিশের ভ্যানে তোলা হয়। খানিক পরেই রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেধাতালিকা প্রকাশের দিন ঘোষণা করে।

এবিষয়ে চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, শুধু তালিকা প্রকাশ করলে হবে না, নিয়োগের জন্য কাউন্সেলিংও দ্রুত শুরু করতে হবে। ২০২২ সালের টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এখনও শূন্যপদ ঘোষণা হয়নি। ন্যূনতম ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দ্রুত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে মঙ্গলবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সভাপতিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ কোর্টের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আদালত অবমাননার অভিযোগে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে বেলা সাড়ে তিনটের সময় আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। এক প্রাথমিক স্কুলশিক্ষিকা তাঁর বকেয়া প্রাপ্তির বিষয়ে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিকে সশরীর বা ভার্চুয়ালি হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই নির্দেশ পালন করেননি।

জানা গিয়েছে, আদালতের এই নির্দেশের পরেই আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য কলকাতায় এসেছেন সংসদ সভাপতি। তবে এখনই উচ্চ আদালতের নির্দেশ নিয়ে তিনি কিছু বলতে চান না। আদালত তার নির্দেশনামায় উল্লেখ করে, এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাই জারি করা দরকার।

মনোজ মিত্র সংকটজনকই

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : অভিনেতা মনোজ মিত্র সংকটজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। গত শুক্রবার বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে তিনি ভর্তি হন বিধাননগর হার্ট রিসার্চ সেন্টারের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে। অভিনেতা-কন্যা ময়ূরী মিত্র জানিয়েছেন, চিকিৎসকেরা বলেছেন, তাঁর বাবার হৃদযন্ত্র কাজ করছে না। এছাড়া হার্ট পাম্পের সমস্যা আছে। রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত। ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গিয়েছে ভীষণভাবে। রক্তে পটাশিয়াম ও সোডিয়ামের মাত্রাও ঠিক নেই। তিনি বাইপ্যাপ সাপোর্টে আছেন। আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তিনি বর্তমানে 'কার্ডিওজেনিক শক'-এ আছেন। তাঁকে 'নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন' দেওয়া হয়েছে। সোমবার তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এর বিরোধিতা করে তাঁর ভাই অমর মিত্র বলেছেন, 'দাদাকে নিয়ে এই ধরনের খবর কেন রটছে, জানি না। তাঁর মৃত্যুর খবর ভুয়ো। তিনি সঙ্কটজনক অবস্থায় আছেন, কিন্তু বেঁচে আছেন।'

আইএমএ কর্তার ইস্তফা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আইএমএ কলকাতা শাখার সহ সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কৌশিক বিশ্বাস। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার সময় কলকাতা শাখা নিষ্ক্রিয় ছিল। মূল দপ্তর দিল্লি থেকে নির্দেশ আসার পরেও কোনও কাজ হয়নি। তাই আইএমএ-র কলকাতা শাখার সভাপতিকে ই-মেলের মাধ্যমে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। রাজ্য শাখাকেও ই-মেল করেছেন। কৌশিকবাবুর বক্তব্য, 'এখন আইএমএ-র কলকাতা শাখা যে বা যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। তাই অগত্যা পদত্যাগ। আরজি কর হাসপাতালে যা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে কলকাতা শাখা কোনও পদক্ষেপ করেনি।

বিজেপির থানা শুদ্ধিকরণে ধস্তাধস্তি

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিজেপির থানা শুদ্ধিকরণ অভিযানে সাড়া ফেললেন লকেট। সোমবার প্রাক্তন সাংসদ ও মহিলা মোর্চা সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ঘিরে কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায় মানিকতলা থানায়। অন্যদিকে বেহালা থানার সামনেও এই কর্মসূচিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার রাজ্যজুড়ে থানা 'শুদ্ধিকরণ' কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে এদিন রাজ্যজুড়ে প্রায় ১০০টি থানায় শুদ্ধিকরণ অভিযান হয়েছে বলে বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে দাবি করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় বেহালা ও উত্তরের মানিকতলাই ছিল এদিনের কর্মসূচির মূল কেন্দ্র। এর বাইরে নৈহাটি থানার সামনে কর্মসূচিতে ছিলেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র। হাওড়ায় ছিলেন মহিলা নেত্রী প্রিয়াংকা টিবরেওয়াল। নরেন্দ্রপুরে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিন বিভিন্ন থানার সামনে হাতে ঝাঁটা আর মাথায় গঙ্গা জলের কলসি নিয়ে মিছিল করে পৌঁছোন বিজেপির মহিলাকর্মীরা। থানার গেটে গঙ্গাজল ও গোবর ছিটিয়ে, ঝাড়ু দিয়ে তা সাফাই করেন মহিলারা। এরপর থানার গেটে বিক্ষোভ দেখায় মহিলা মোর্চার কর্মীরা। উত্তর কলকাতার মানিকতলা থানার কর্মসূচি ঘিরে লকেটের নেতৃত্বে মহিলাকর্মীরা ডিসি অফিসের সামনে গঙ্গাজল এবং ঝাড়ু নিয়ে শুদ্ধিকরণ করতে গেলে আটকে দেওয়া হয় তাদের। উত্তর কলকাতার বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষকে নিয়ে পুলিশের ব্যারিকেড টপকে থানার দিকে এগোতে থাকেন প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

উত্তর কলকাতার ডেপুটি কমিশনারের অফিস শুদ্ধিকরণ অভিযানে বিজেপি। সোমবার।

পুজো অনুদান নিয়ে কোর্টে রাজ্যকে কটাক্ষ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন, '৮৫ হাজার টাকার অনুদানে কিছু হয় না। ১০ লাখ টাকা করে দিন।' অনুদানের টাকা কীভাবে খরচ হয়, তার হিসেব পুজো কমিটিগুলি দেয় না। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা 'ক্যাগ'কে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি।

প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলোকে রাজ্য সরকার অনুদান দেয়। কিন্তু সেই টাকা পুজোয় খরচ করা যায় না, কোনও জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা যায়। পুজো কমিটিগুলি এই টাকা কীভাবে খরচ করছে, তার কোনও হিসাব দাখিল করে না। এদিন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতি বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দিয়ে জনগণের করের টাকার অপচয় করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই টাকা দেওয়া বন্ধ করা হোক।' মামলাকারীর তরফে আইনজীবী নন্দিনী মিত্রর আর্জি, ক্যাগের রিপোর্ট আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। আদলতের নির্দেশ সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে জনগণের টাকা খরচের কোনও হিসেব দেখানো হয় না। তাই ক্যাগকে খরচের হিসেব খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হোক। তখনই প্রধান বিচারপতি অনুদান প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, 'রাজ্য ইতিমধ্যেই টাকা বিলি করে ফেলেছে ঠিক আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যথাযথ টাকা দেয় না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের যে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত নয়। সিলিকোসিস আক্রান্তদের বিষয়ে রাজ্য উদাসীন। এই বিষয়গুলি রাজ্যের বিবেচনা করা উচিত।' তারপর ক্যাগকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

৪৪ বছর পর কোটা গণহত্যায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন

সিউড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ঘটনার ৪৪ বছর পর সোমবার বীরভূমের কোটা গ্রামের গণহত্যার রায় ঘোষণা করল আদালত। ১৩ দোষীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল সিউড়ি জেলা দায়রা আদালত। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যেতে চলেছে দুই দোষীর পরিবার। ১৯৮১ সালের ৭ অগাস্ট বীরভূমের মাড়গ্রামের একই পরিবারের মোট ন'জন কোটাগ্রামে দিদির বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছ'জন নিজ নিজ ভাই। বাকিরা তুতোভাই। সেখানেই সুফি গান ঘিরে অশান্তির সূত্রপাত। গ্রামের লোকজন ওই নয় তরুণকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে দমবন্ধ হয়ে আসায় ঘর থেকে বের হতেই তাঁদের কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। মৃতদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ৭২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। ইতিমধ্যে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪৪ বছর ধরে বিচার চলার পর অবশেষে ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ শোনাল আদালত।

মেয়েদের হস্টেলে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, ধৃত ৩

হরিদেবপুর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালের অন্দরে শিক্ষানবিশ মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের দেড় মাস পরও কার্যত উত্তাল রাজ্য। এরই মাঝে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিদেবপুরের একটি হস্টেলে পাঁচ নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই হস্টেলের ওয়ার্ডেন সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

হরিদেবপুরের কেওড়াপুকুরে সেন্ট পলস চার্চের অধীনে মহিলা হস্টেলে ওই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, হস্টেল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুপ্রিয়া সিং নামে এক মহিলা। মাস কয়েক আগে তিনি সুপ্রভাত দোলুই নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। স্বামীকে নিয়ে হস্টেলেই থাকতেন। যদিও মহিলাদের হস্টেলে পুরুষদের থাকার কথা নয়। কিন্তু লুকিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকছিলেন। সেখানে নাবালিকা ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। মোট ২৭ জন আবাসিক থাকত। রবিবার অভিভাবকদের সঙ্গে ছাত্রীদের দেখা করার দিন ছিল। তখনই তারা অভিভাবকদের সবকিছু জানায়। অভিভাবকরা বিষয়টি হস্টেল কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। অভিযোগ পেয়ে চার্চের ফাদার থানায় অভিযোগ জানান। এরপরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। যোগাযোগ করা হয় শিশু সুরক্ষা কমিশনে। হরিদেবপুর থানার পুলিশ হস্টেলের ওয়ার্ডেন ও তাঁর স্বামীর পাশাপাশি বিশ্বনাথ সিং ও শোভন মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই পাঁচ ছাত্রীকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

মমতার জন্যই মাস্টার প্ল্যান হয়নি : শুভেন্দু

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : আগে সিপিএম আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে না। সোমবার ঘাটালে বন্যা পরিদর্শনে এসে একথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি ঘাটাল ও দাসপুরেরও কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন। দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন। শুভেন্দুর অভিযোগ, বন্যাত্রাণে সরকারের ভূমিকা নেই। বানভাসি গ্রামগুলিতে চাল, বেবি ফুড, পানীয় জল নেই। ঘাটালের অভিনেতা-সাংসদ দেবকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রবিবার শুটিং বন্ধ ছিল। তাই তিনি এখানে এসেছিলেন।' শুভেন্দুর দাবি, ত্রাণ নিয়ে সিপিএম রাজনীতি করেনি। তখন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, বিরোধী দলনেতা, বিডিওদের নিয়ে কমিটি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ত্রাণ দেওয়া হত। বিভিন্ন এনজিও ও ক্লাবগুলির উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণের কাজে এগিয়ে আসুন।

ট্রাম শুধু ধর্মতলা থেকে ময়দানে

বন্ধ হচ্ছে অন্য রুট

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতা শহরে শুধুমাত্র ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত চলবে 'জয় রাইড' ট্রাম। বাকি সমস্ত রুটের ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, 'ধীর গতির এই যান তুলে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।' তাঁর বক্তব্য, ১৮৭৩ সালে কলকাতা শহরে প্রথম ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছিল। সেইসময় জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। এছাড়া ছিল না বর্তমান যুগের মতো বিভিন্ন গাড়ি। কলকাতার রাস্তা নতুন করে চওড়া হয়নি। গাড়ি যাতায়াতের জন্য মাত্র ৬ শতাংশ রাস্তা আছে এই শহরে। দিল্লি বা মুম্বই শহরে গাড়ি চলাচলের জন্য ১০ শতাংশের বেশি রাস্তা আছে। বর্তমান যুগে তাই ট্রাম কলকাতার মতো একটি জনবহুল শহরে চলাচলের উপযুক্ত নয়। যাঁরা বলছেন, ট্রাম থেকে দূষণ ছড়ায় না, তাঁদের ভাবা উচিত বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শহরে মেট্রো রেল পরিষেবা শুরু হয়েছে। মেট্রো থেকেও কোনও দূষণ ছড়ায় না। তাই বাকি রুটগুলি থেকে ট্রাম চলাচল তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বর্তমানে টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট থেকে এসপ্ল্যানেড এবং শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড রুটে ট্রাম চলাচল করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত ট্রাম চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত সবাই শস্যবিমা পাবেন : মমতা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৩ সেপ্টেম্বর : গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ডিভিসি- তিনটিই কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত। তবুও আজ অবধি তারা কোনও কাজ করেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি ডুবে যাচ্ছে। সোমবার বানভাসি বাংলা নিয়ে বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় ছিল ডিভিসিও। শুধু তাই নয়, এতদিন ধরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্যেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেন। পাশাপাশি তাঁর ঘোষণা, যাঁদের জমির শস্য নষ্ট হয়েছে, তাঁরা সবাই শস্যবিমা পাবেন।

এদিন বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পূর্ব বর্ধমানে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রদীপ মজুমদার, স্বপন দেবনাথ, মলয় ঘটক ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ছাড়াও দুই সাংসদ কীর্তি আজাদ এবং শর্মিলা সরকার। এছাড়াও দুই বর্ধমানের সমস্ত প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট নেন। চলতি পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্তাদের আরও সক্রিয় হয়ে কী কী কাজ করতে হবে তাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন।

পরে তিনি জানান, দু'তিনদিন পর ফের দুর্যোগ আসছে। বঙ্গোপসাগরে দুটো ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে কিছু জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপ, বাংলার দুর্ভাগ্য। বাংলা ও অসমে যতটা বন্যা হয় সেটা অন্য কোথাও হয় না। এর ব্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নদী, জলাশয় ও সমুদ্র ঘেরা। বাংলার অবস্থান নৌকার মতো। একটুতেই প্রচণ্ড জল জমে যায়।' তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই আমাদের চিন্তা হয়। নিজেদের বাঁচাতে ওরা বাংলার দিকে জল ছেড়ে দেয়। দীর্ঘদিন ড্রেজিং না করায় ফরাক্কাও প্লাবিত হয়। গঙ্গা ভাঙনের ফলে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের কিছু অংশ প্লাবিত হয়।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'রাজ্যে ইতিমধ্যে পাঁচ লক্ষ পুকুর কাটানো হয়েছে। তাতে অনেকটা জল ভরছে। এটা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হত।'

পূর্ব বর্ধমানে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, 'যাঁদের জমির শস্য নষ্ট হয়েছে, তাঁরা সবাই শস্যবিমা পাবেন। যেসব কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত তা পঞ্চায়েত বিভাগ সমীক্ষা করবে। পাকা বাড়ি তৈরির জন্য মোট ১১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ডিসেম্বরেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার, ৭ আশ্বিন ১৪৩১, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১২৮ সংখ্যা

এক ঢিলে তিন

গত ১৪ বছরে প্রথম পিছু হটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কোনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে নয়, মাথা নোয়ালেন জনতার দরবারে। তাঁদের আন্দোলনের জেরে তাঁর এই পশ্চাদপসারণকে জুনিয়ার ডাক্তাররা সাধারণ মানুষের জয় হিসাবে দেখছেন। তাঁদের দাবি মেনে কলকাতার পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরে রদবদল ঘটানো হয়েছে। এ নিয়ে দলের ভিতরে-বাইরে অনেকেরই প্রশ্ন, ওঁদের সব দাবি মানলেন কেন মমতা? তাঁর এমন 'পিছিয়ে আসা' কি নতিস্বীকার? নাকি সুচিন্তিত পদক্ষেপ? আরও সামনে এগোনোর জন্যই কি এই পিছু হটা? নাকি এভাবে পিছু হটে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করলেন মুখ্যমন্ত্রী?

প্রখ্যাত সিইও গুরু তথা বহু বেস্ট সেলারের লেখক কেভিন ক্যাশম্যানের জগদ্বিখ্যাত 'দ্য পজ প্রিন্সিপাল' বইয়ে এমন রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সহজ কথায়, এভাবে পিছু হটে সামনে এগোনোই 'দ্য পজ প্রিন্সিপাল'। এক্ষেত্রে দুটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি তিরন্দাজির। তির ছোড়ার সময় ধনুকের ছিলাকে টেনে পিছনে আনা হয়। ফলে তির দুরন্তগতিতে লক্ষ্যে আঘাত হানে। দুই ক্ষেত্রেই এমন পিছু হটার আসল উদ্দেশ্য প্রভূত শক্তি সঞ্চয়।

দ্বিতীয় নমুনাটি অক্ষয় কুমার অভিনীত 'রাউডি রাঠোর' সিনেমা। ছবিতে অক্ষয়ের একটি সংলাপ ছিল, শিকার করার আগে শের কখনো-কখনো দু'পা পিছিয়ে যায়। এর অর্থ ভয় নয়, জোরালো আক্রমণের জন্য সে নিজেকে তৈরি করে। মমতার এমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এই 'পজ' বা পিছিয়ে যাওয়া আগামীতে তীব্রগতিতে এগোনোর পথ তৈরির কৌশল ছাড়া কিছু নয়। ক্যাশম্যানের তত্ত্বের আলোয় মমতার এমন সিদ্ধান্ত সুচিন্তিত পদক্ষেপ।

'দ্য পজ প্রিন্সিপাল'-এ কেভিন লিখেছিলেন, আজকের নেতারা যদি পিছিয়ে আসতে না জানেন... তাহলে গোটা সমাজ আর্থিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পতনের মুখোমুখি হবে। ওই বইয়ে যে সরল সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, ম্যানেজমেন্ট স্তরে দ্রুত চিন্তা জরুরি হলেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ধীর ও সুস্থির ভাবনাই মূল কথা। কেননা, এর মাধ্যমে কৌশলগত উদ্ভাবনী রূপান্তর সম্ভব। তাঁর বিশ্বাস, প্রত্যেক নেতার কখন, কোথায় দাঁড়াতে অথবা পিছিয়ে আসতে হবে, সেটা জানা খুব জরুরি।

চলতি 'মাল্টি ডাইমেনশনাল' জটিল বিশ্বে নেতৃত্বের মূল চাবিকাঠি সেটা। ব্যক্তিগত নেতৃত্ব, সমষ্টির উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ-মূলত এই তিন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে পিছিয়ে আসার পক্ষে সওয়াল করেছেন কেভিন। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে মমতা বলেছেন, 'আমরা ওঁদের দাবির বেশিটাই মেনেছি, কারণ ওরা ছোট।' সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীরা একে 'পিছু হটা' বলে বুক বাজিয়ে দাবি করতে পারেন, কিন্তু প্রায় দেড় মাসের জটিলতা নিরসনে এমন সিদ্ধান্ত জরুরি তো ছিলই।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমস্যা শুধু কাটাল না, নজর ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দিল। আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের প্রতি মানুষের 'আস্থা'র অভাব প্রমাণিত। সেই আস্থা ফেরানো মমতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সেক্ষেত্রে ভুল শোধরানো সমান গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনটা জুনিয়ার ডাক্তাররা গড়ে তুললেও ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণের মধ্যে।

তৃণমূলের থিংকট্যাংকের অনেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবির কিছুটা অন্তত মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। মমতার এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে, তা অস্বীকারের জায়গা নেই। আরজি করের ঘটনার পর বিরোধীরা পুলিশমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীরও পদত্যাগ দাবি করেছিল। দুই পুলিশ ও দুই স্বাস্থ্য কর্তাকে সরিয়ে মমতা পুলিশমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তো বাঁচালেনই, এক ঢিলে তিন পাখি বধ করলেন।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

তাসের দেশ ও কোবিন্দ কমিটির কথা

রামনাথ কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ মেনে ভারতে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' চালু করতে সংবিধানের ১৮টি সংশোধনী দরকার।

সুমন ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের যেমন বর্ধমানে শ্যালক বাড়ি রয়েছে, তেমনই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দেরও শ্যালকের বাড়ি বর্ধমান শহরে। ইউনূস এবং তাঁর সহধর্মিণী দক্ষিণবঙ্গের এই শহরে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এই স্মৃতি যেমন শহরবাসীর মনে রয়েছে, তেমনই রামনাথ কোবিন্দও তাঁর শ্যালকের বাড়ির বিয়েতে এসে তুমুল আনন্দ করছেন, বর্ধমানবাসী সেই কথা সগৌরবে বলেন। এখন বর্ধমানের দুই জামাই সংবাদের শিরোনামে।

বর্ধমান শহরের বড়বাজারের মসজিদের উলটো দিকের গলিতে কোবিন্দের শ্যালক ওমপ্রকাশ কোলির বাড়ি। ওমপ্রকাশ কোলি মারা গিয়েছেন ১৯৯৬ সালে, কিন্তু তারপরেও ওই বাড়িতে বারবার এসেছেন কোবিন্দ। আসলে ওমপ্রকাশের সেজো বোন সবিতা দেবীর স্বামী হচ্ছেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। সেই রামনাথ আবার ভারতে হইচই ফেলে দিয়েছেন 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট'-এর প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁর কমিটির রিপোর্ট জমা দিয়ে।

১৮,৬২৪ পাতার এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতবর্ষে একইসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট করাতে হবে। এবং তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, লোকসভা গঠিত হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পঞ্চায়েত এবং পুরসভার ভোটও করিয়ে ফেলতে হবে। ভারতবর্ষের মতো দেশে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' হলে খরচ কমবে এবং নীতি নির্ধারণে সুবিধা হবে, এমনটাই রামনাথ কোবিন্দের কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে। নীতি নির্ধারণে সুবিধে কেন? কারণ আলাদা আলাদা সময়ে বিভিন্ন নির্বাচন হলে মডেল কোড অফ কনডাক্ট বা আদর্শ নির্বাচনবিধি চালু থাকে, সরকার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সরকারি প্রকল্পের কাজও বন্ধ রাখতে হয়।

কোনও সন্দেহ নেই বিজেপি বা আরএসএস যে পথে হাঁটতে চায়, সেই পথে হেঁটেই রামনাথ কোবিন্দের কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে এই কমিটিতে যেমন রয়েছেন সুভাষ কাশ্যপের মতো দীর্ঘদিন ভারতীয় সংসদে কাজ করা আমলা, তেমনই রয়েছেন গুলাম নবি আজাদ, যিনি বহুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে বেসুরো বেজে কার্যত বিজেপির সঙ্গে একধরনের সমঝোতা করে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন। কিন্তু রামনাথ কোবিন্দ কমিটির সদস্যরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তা কবে থেকে কার্যকর হবে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বক্তব্য অনুযায়ী, নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের শাসনকালেই এই কমিটির সুপারিশ কার্যকর হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? কারণ কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, যেদিন লোকসভা গঠিত হবে, সেইদিনই সমস্ত বিধানসভাও গঠিত হতে হবে। কিন্তু অষ্টাদশ লোকসভা তো গঠিত হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখন তো আবার নতুন করে সব বিধানসভার নির্বাচন করে বিধানসভা গঠন সম্ভব নয়! তাহলে কবে এই সুপারিশ কার্যকর হতে পারে? বা আদৌ কি এই কমিটির সুপারিশ কার্যকর হওয়া সম্ভব?

কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ মানতে গেলে অর্থাৎ ভারতে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' চালু করতে গেলে সংবিধানের ১৮টি সংশোধনী দরকার। আমরা বর্তমানে লোকসভা এবং রাজ্যসভার যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি, তাতে কেন্দ্রের শাসকদলের পক্ষে এই ১৮টি সংবিধান সংশোধনী আনা কার্যত অসম্ভব। কেন? একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী পাশ করাতে গেলে এনডিএ'র লাগবে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন, অর্থাৎ ৩৬২ জন সাংসদের সমর্থন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকসভায় এনডিএ'র কাছে সেই সংখ্যা নেই। আর অন্যদিকে রাজ্যসভাতেও নরেন্দ্র মোদির সরকারের কাছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

কোবিন্দের কমিটি 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট'-এর জন্য প্রধান যুক্তি হিসেবে যা উপস্থাপন করেছে, তা বারবার নির্বাচনের খরচ বাঁচানো এবং নীতি নির্ধারণে সুবিধা। বিরোধীদের পালটা যুক্তি, বৈচিত্র্যই যেখানে ভারতের শক্তি এবং সম্পদ, সেখানে এই এক ছাঁচে সবকিছুকে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা কার্যত ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঘাত।

অতএব, লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় নিজেদের সদস্যের বাইরে আরও প্রায় ৭০ জন করে সাংসদের সমর্থন জোগাড় করে তবে রামনাথ কোবিন্দ কমিটির যে সুপারিশ তাকে পাশ করাতে হবে নরেন্দ্র মোদির সরকারকে, যা যথেষ্টই কঠিন। এর উপরে রয়েছে এমন কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব, যা রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও পাশ করাতে হবে। ভারতবর্ষের এখন যত রাজ্য বিরোধীদের দখলে রয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্য বিধানসভা থেকে ৫০ শতাংশ সদস্যের সমর্থন নিয়ে এই সমস্ত সংবিধান সংশোধনী পাশ করে আনানো মোদির সরকারের জন্য পায়ে হেঁটে হিমালয় অতিক্রম করার সমান 'চ্যালেঞ্জ'।

এনডিএ'র বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট গোষ্ঠী হিসেবে তো বটেই, ইন্ডিয়া জোটের দুই প্রধান শরিক কংগ্রেস এবং তৃণমূল, ইতিমধ্যেই এই 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এনডিএ যে দুই শরিকের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর দল তেলুগু দেশম বা বিহারের নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ, তারাও কি 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট'কে সমর্থন করবে? যদি বা সমর্থন করেও, তাহলে কংগ্রেস, তৃণমূল, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি বা আপ-এর মতো দলগুলোর সমর্থন না পেলে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি থেকে এই সংবিধান সংশোধনী পাশ করিয়ে না আনতে পারলে নরেন্দ্র মোদির সরকারের পক্ষে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' চালু করা কার্যত অসম্ভব। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচারমন্ত্রী এই বলটিকে আপাতত রাজনীতির অঙ্গনে গড়িয়ে দিয়েছেন।

রামনাথ কোবিন্দের কমিটি বা কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থাৎ বিজেপি এই 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট'-এর জন্য প্রধান যুক্তি হিসেবে যা উপস্থাপন করেছে, তা বারবার নির্বাচনের খরচ বাঁচানো এবং নীতি নির্ধারণে সুবিধা। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের পালটা যুক্তি, ভারতের মতো দেশে, বৈচিত্র্যই যেখানে দেশটির শক্তি এবং সম্পদ, সেখানে এই এক ছাঁচে সবকিছুকে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা কার্যত ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঘাত।

সমালোচকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবারেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করতে রাজি হননি শুধুমাত্র নিরাপত্তার অজুহাতে। অর্থাৎ কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন করাতে তাদের যত নিরাপত্তারক্ষী দরকার, সেই নিরাপত্তারক্ষী দিতে গেলে তাদের মহারাষ্ট্রের মহাগুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন এখনই করানো সম্ভব নয়! তাহলে যদি গোটা দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন করাতে হয়, সেই পরিকাঠামো, সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সেই লজিস্টিক্স বা সিস্টেম কি নির্বাচন কমিশনের আছে? উত্তর হতে পারে, সম্ভব, যদি ২০২৪-এর মতো ৭ বা ৮ দফায় ভোট করানো যায়। কিন্তু তাহলেও গোটা দেশে সবকিছু থমকে থাকবে ৩ বা ৪ মাসের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা ফেডেরাল স্ট্রাকচার, যা আসলে ভারত আমেরিকার সংবিধানের থেকে ধার করেছে, সেই মার্কিন মুলুকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তন করার সময় আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন এবং টমাস জেফারসন, সেই দেশের দুই কিংবদন্তি রাষ্ট্রনায়ক বলেছিলেন, যে ফেডেরাল স্ট্রাকচারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে সম্পর্কে যেন একটা ভারসাম্য থাকে। কোনও একদিকে যেন দাঁড়িপাল্লা বেশি না ঝুঁকে পড়ে। বোঝাই যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির সরকার ভারতের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের সেই দাঁড়িপাল্লাকে পরিবর্তন করে দিতে চাইছে। যেখানে আমেরিকাতেও সবসময় সব প্রদেশে একসঙ্গে নির্বাচন হয় না, বা সমস্ত প্রদেশে কর কাঠামো এক নয়, এবং কার্যত ভারতেও তাই, অর্থাৎ সমস্ত প্রদেশের সমস্ত কর এক নয়, সেখানে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' কতটা যুক্তিযুক্ত?

নাকি এটা আবার সেই রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'কে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, যেখানে সব রুইতন-হরতনকে একই সুরে কথা বলতে হবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩২

বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৫৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

আলোচিত

কে পুজোর সময় অনুষ্ঠান বাতিল করবে, কে নতুন জামা পরবে না, এটা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। লোকেরা ভুল কথা বলতে পছন্দ করলে আমার কিছু বলার নেই। কয়েকটা শো ক্যানসেল হলেও সব তো বাতিল হয়নি।

- ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

রাঁধেন, আবার চুলও বাঁধেন। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব তাঁর মায়ের ভিডিও শেয়ার করেছেন। দেখা যাচ্ছে, রাবড়ি দেবী জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙছেন। আবার চালুনিতে সাধারণ গৃহবধুর মতো গম পরিষ্কার করছেন। ঝড় তুলেছে ভিডিওটি।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর একটি আবাসনে ওনম উৎসবে ফুল দিয়ে নকশা বানিয়েছিল বাচ্চারা। সিমি নামে এক মহিলা সেই নকশা পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করেন। আবাসিকদের সঙ্গে তাঁকে তর্ক করতেও দেখা যায়। মহিলার কাণ্ডে তেলেবেগুনে জ্বলছেন নেটনাগরিকরা।

জনমন জনমত

ধ্বংস নয়, মেরামত করা হোক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

শুনলাম, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস বা আমাদের প্রিয় ভিকে হস্টেলের পুরো বিল্ডিং নাকি ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে এবং মেরামতের সম্ভাবনার বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসের অনিবার্যতা নিয়ে নাকি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই হস্টেল ঘিরে হাজার হাজার ছাত্রের কত আবেগ, স্মৃতি জড়িয়ে। স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের দুটো বছরের এই অস্থায়ী আবাসস্থল সমগ্র উত্তরবঙ্গের কত ছাত্রকে বন্ধুত্বের ভালোবাসার স্থায়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে! অতীতের সেই চিরস্থায়ী বন্ধনের নিয়মিত বাৎসরিক উদযাপন 'পুনর্মিলন উৎসব'-এর ধারাবাহিকতা আজও অনেকেই বজায় রেখেছেন।

নিজ নিজ ঘরের বাইরে এসে এককভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতার মাধ্যমে অপরিচিত বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মূল্যবান পাঠ গৃহীত হয় যে হস্টেল থেকে সেই হস্টেলের স্মৃতি সারাজীবন মনের মণিকোঠায় থেকে যায়। সেই ঘর, সেই আশপাশের স্মৃতি, সেই যাপন যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাদের!

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় উৎসব-উদযাপনের স্মৃতি তো ওই হস্টেলকে ঘিরেই। বাস্তব জীবন নাট্যের কত চিত্রনাট্য লেখা রয়েছে ওই হস্টেলকে কেন্দ্র করেই। তাই তাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

আমাদের ভিকে হস্টেলকে ভেঙে ফেলা মানে আমাদের আবেগকে আঘাত করা। আমাদের অনুরোধ, উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই হস্টেলের পুরো ভবনকে মেরামত করা হোক, পরিত্যক্ত বলে ধ্বংস যেন না করা হয়। অক্ষত থাকুক আমাদের ভালোবাসার স্মৃতিচিহ্ন- বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস।

গৌতমেন্দু নন্দী, জলপাইগুড়ি।

মহিষাসুরমর্দিনীর আবহে পাওয়ার রেঞ্জার্স

মহালয়া আসছে। যা মনে করিয়ে দেয় দেবীর জয়ে পুরুষতন্ত্রের মিলিত সৃষ্টির কথা। সে তো একপ্রকার পাওয়ার রেঞ্জার্সেরও গল্প।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

ছোটবেলায় পাওয়ার রেঞ্জার্স দেখতাম। তারা পৃথিবীকে বাঁচাতে শক্তিশালী কিছু ভিলেনের সঙ্গে লড়াই করত। রেড রেঞ্জার, ব্লু রেঞ্জার, গ্রিন রেঞ্জার, পিঙ্ক রেঞ্জার, ব্ল্যাক রেঞ্জার- সবার আলাদা আলাদা শক্তি, নিজের নিজের রঙের যুদ্ধের কস্টিউম। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগত তখন, যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী ভিলেনকে কোনওভাবেই কোনও রেঞ্জার হারাতে পারত না। তাই শেষপর্যন্ত তারা সবাই মিলে নিজের নিজের শক্তি এক করে একটি রোবট বানাত এবং সেই রোবট শেষমেশ ভিলেনকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে (বা বলা ভালো আমেরিকাকে) বাঁচাত। এক বছর আগের সেপ্টেম্বরেও পাওয়ার রেঞ্জার্স হয়েছে। যে টিভি সিরিজ শুরু হয়েছিল ১৯৯৩ সালে।

মিল পাওয়া যায়? মহালয়া আসছে। রেডিও, টিভি ঘুরে এখন স্মার্টফোনের যুগে যখন খুশি মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখা যায়। টিভি চ্যানেল বা এফএম রেডিও নিজেদের মতো করে কিছু নতুনত্ব এনে মহিষাসুরমর্দিনীর উপস্থাপনার চেষ্টায় থাকেন বটে, কিন্তু মূল গল্প সেই একই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর- এই তিন 'রেঞ্জার'-এর শক্তি একত্রিত হয়ে তৈরি হলেন মা দুর্গা এবং 'সুপার পাওয়ার ভিলেন' মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গে পুরুষদের তাঁদের রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটাকে একটু অন্য আঙ্গিকে যদি ভাবি, সমস্ত ধর্মীয় কচকচানিকে পাশ কাটিয়ে যদি ভাবা যায়, এটা এক পুরুষতন্ত্রের লড়াই। এখানে পুরুষতন্ত্র দুটি দলে বিভক্ত— ভগবান, যাঁদের কিছু নীতি-নৈতিকতা আছে ও অসুর, যাদের

বিন্দুমাত্র নীতি-নৈতিকতা নেই, শুধুই অধর্ম ও ভোগবিলাসে বিশ্বাসী।

এমনই এক ধার্মিক, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন পুরুষকে তোয়াজ করে আরেক অনৈতিক, অধার্মিক, অসৎ পুরুষ 'সুপার পাওয়ার' পেয়ে গেল আর নৈতিক পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে রাজত্ব দখল করল। অপর পুরুষতন্ত্র তখন ভয়ে রাজত্ব ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষে কোনও উপায় না দেখে পুরুষতন্ত্রের তিন মাথা মিলে ভাবতে বসলেন কী করা যায়। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে 'কোনও পুরুষ তাকে মারতে পারবে না' আসলে 'কেউ তাকে মারতে পারবে না'-ই ছিল। দুই পক্ষের কোনও পক্ষই নারীকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি বরপ্রদান বা বরগ্রহণের সময়। মহিষাসুরের অনৈতিক 'মেল গেজ' ও নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে গ্রহণের আসক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা এক বুদ্ধি বের করলেন। তিনজনের শক্তি মিলিয়ে দিয়ে মহিষাসুরকে হারানোর মতো আরেক 'সুপার পাওয়ার' তৈরি করলেন, এবং তাঁর লিঙ্গ নির্ধারণ করলেন 'নারী'। রাজসভার বাদবাকি পুরুষেরা তাঁদের শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে নিজের 'মেল ইগো' কন্ট্রিবিউট করলেন। নেহাত নিজেদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে, নইলে আর কে কোনও নারী তৈরি করে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ করায়!

শেষপর্যন্ত অনৈতিক পুরুষতন্ত্রকে হারিয়ে রাজত্বছাড়া করে নৈতিক পুরুষতন্ত্রের হাতে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন মা দুর্গা। এক পুরুষতন্ত্রকে রক্ষা করতে তাঁদের শক্তি দিয়ে তৈরি, তাঁদের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত এক নারী সেই পুরুষতন্ত্রের হয়ে লড়াই করে আরেক পুরুষতন্ত্রকে হারিয়ে পুরুষতন্ত্রের দখলীকৃত রাজ্য পুরুষতন্ত্রকেই ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর আরাধনা, পুজো ও বন্দনা- কিছুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীশক্তির আরাধনা নয়, বরং সবটাই নৈতিক পুরুষতান্ত্রিক কৃতজ্ঞতাবোধ।

(লেখক কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৪৬

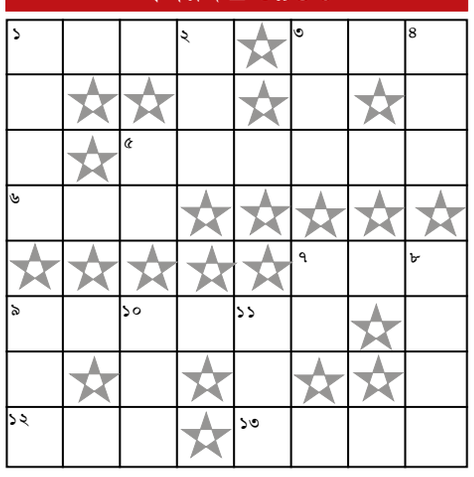

পাশাপাশি : ১। বিজয়পতাকা, জয়সূচক নিশান ৩। ভুল, বিভ্রান্তি, সংশয় ৫। মেঘ গর্জনের ন্যায় গম্ভীর ৬। মধ্যম আকারের বা অবস্থার ৭। সন্তান, পুত্র ৯। লোকজনের একত্র সমাবেশ ১২। প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ, কায়দা ১৩। বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, আক্কেল।

উপর-নীচ : ১। ভূসম্পত্তি, জমিজিরেত ২। মূর্খ, অশিক্ষিত, নির্বোধ, অজ্ঞ ৩। অপছন্দ, বিরক্ত, বিরূপভাব, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ৪। কক্ষ, বাসগৃহ, দেবালয় ৫। সরু সোনালি বা রুপোলি তার বা সুতো ৭। সাধারণ, সাধারণ লোক বিষয়ক, ফলবিশেষ ৮। জয়সূচক গীত, প্রশস্তি গীত ৯। হলুদ রং, পীতবর্ণ ১০। জেলার প্রধান শহর, বাড়ির বাইরের দিক ১১। গাঁজা, সিদ্ধি গাছের জটা।

সমাধান ■ ৩৯৪৫

পাশাপাশি : ১। বড়াই ৪। তরাস ৫। শশ ৭। মজুর ৮। সত্যকাম ৯। শাগরেদ ১১। হনন ১৩। লিপি ১৪। বহর ১৫। জহিন।

উপর-নীচ : ১। বঙ্কিম ২। ইতর ৩। বসবাস ৬। শরম ৯। শাল্মলি ১০। দলবল ১১। হরজ ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

‘শিশু পর্ন দেখাও সমান অপরাধ’

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিশুদের নিয়ে নির্মিত নীলছবি দেখা কিংবা ডাউনলোড করে ব্যক্তিগত পরিসরে রাখা— দুটিই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সোমবার এই রায় দিল শীর্ষ আদালত। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, শিশু পর্নোগ্রাফি দেখা এবং ফোনে ডাউনলোড করে রাখা— দুটিই পকসো আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই বিষয়ে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ‘মস্ত ভুল’ করেছে।

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

- মাদ্রাজ হাইকোর্ট ‘মারাত্মক ভুল’ করেছে
- পকসো আইনের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শিশু পর্নোগ্রাফি সংগ্রহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ
- শিশু পর্নোগ্রাফি ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহারের অপরাধে জরিমানা ও জেল দুই-ই হতে পারে
- মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় খারিজ করে সংশ্লিষ্ট মামলাটি ফের দায়রা আদালতে পাঠানো হল
- শিশু পর্নোগ্রাফিকে যৌন নিপীড়নমূলক তকমা দিতে পকসো আইন সংশোধন করা উচিত সংসদের
- যৌন হিংসার বাড়বাড়ন্ত রুখতে তরুণ প্রজন্মকে যৌনশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে

সম্প্রতি ২৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফোনে শিশু পর্নোগ্রাফি ডাউনলোড করে রাখার অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলায় ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করে মাদ্রাজ হাইকোর্ট জানায়, শুধুমাত্র শিশু পর্নোগ্রাফি ডাউনলোড করে রাখা এবং দেখা শিশু সুরক্ষা আইন (পকসো) এবং তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) আইনের অধীনে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। শিশু পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি না দিয়ে সচেতন করা শ্রেয়।

সোমবার ওই মামলাতেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় বাতিল করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফের ফৌজদারি কার্যক্রম জারি করে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি পুনরায় দায়রা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পকসো আইনের শিশু পর্নোগ্রাফি বিষয়ক ১৫ নম্বর ধারা উল্লেখ করে সোমবার দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট ‘মারাত্মক ভুল’ করেছে। বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, শিশু পর্নোগ্রাফি দেখা এবং নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। ফের একই অপরাধ করলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। কোনও ব্যক্তি শিশু পর্নোগ্রাফির প্রচার করলে কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে জরিমানার পাশাপাশি তাঁর তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে সাত বছর পর্যন্তও কারাদণ্ড হতে পারে বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সংসদে পকসো আইন সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত, যাতে ভবিষ্যতে শিশু পর্নোগ্রাফিকে ‘যৌন নিপীড়নমূলক’ তকমা দেওয়া যায়। এই রায়কে একটি ‘মাইলফলক’ হিসাবে দেখছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ও।

যৌনশিক্ষা নিয়েও এদিন গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘যৌনশিক্ষা নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা পশ্চিমী ধারণা, যা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কিন্তু এই ধারণা ভুল। অনেকে এও মনে করেন, স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু করলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বে। সেটাও ঠিক নয়। যৌনশিক্ষা বলতে জন্মের নিয়মকানুন ছাড়াও সুস্থ যৌনসম্পর্ক, লিঙ্গসমতা, ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি সম্মান ইত্যাদির পাঠও বোঝায়।’ প্রধান বিচারপতির মতে, ‘যৌন হিংসার বাড়বাড়ন্ত রুখতে তরুণ প্রজন্মকে যৌনশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।’

গোরু পাচার মামলায় জামিন এনামুলেরও

তিহারমুক্তি অনুব্রত মণ্ডলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার জামিন পেয়েছিলেন। সোমবার তিহার জেল থেকে ছাড়া পেলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে আড়াই বছর পর নিজের গড়ে ফিরছেন অনুব্রত। আজ রাতেই তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন।

তাঁকে নিতে এসেছিলেন মেয়ে সুকন্যা। সঙ্গে ছিলেন বীরভূমের অনেক অনুব্রত অনুগামী। জেল থেকে সোজা বিমানবন্দরে রওনা হলেন তিনি। সাংবাদিকদের কোনও কথা বলেননি।

অনুব্রতকে নিয়ে জেল থেকে বেরোচ্ছেন মেয়ে সুকন্যা। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

কলকাতা ফিরে তিনি নিজের গড়ে ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই বীরভূমে ফিরতে পারেন তিনি। তাঁকে ঘিরে বীরভূমে ইতিমধ্যেই উল্লাস শুরু হয়েছে তৃণমূলে। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে জামিন পেয়েছেন অনুব্রত।

ঘটনাচক্রে এদিনই গোরু পাচার মামলায় জামিন পেয়েছেন এনামুল হকও। ইডির করা মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাঁর জামিন হয়েছে। এর আগে সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় জামিন হয় এনামুলের। দীর্ঘদিন জেলে থাকা সত্ত্বেও শুরু হয়নি বিচারপ্রক্রিয়া, তাই এদিন এনামুলের আইনজীবীর সওয়ালের ভিত্তিতেই তাঁর জামিন হয়। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এমএম সুন্দরেশের বেঞ্চ জামিন মঞ্জুর করে।

গোরু পাচার মামলায় ২০২২-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি এনামুলকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। ২০২০-র ১১ ডিসেম্বর আসানসোলের সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এনামুল। পরে গ্রেপ্তার হন সিবিআইয়ের হাতে। ২০২২-এ তাঁর বাড়ি থেকে নগদ ৪৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল। সম্পত্তির ঠিকমতো হিসেব দিতে না পারায় গ্রেপ্তার হন তিনি। রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচার ও হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে এনামুলের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী মুকুল রোহাতগি। তিনি বলেন, ‘গোরু পাচার মামলায় প্রায় আড়াই বছর ধরে জেলবন্দি এনামুল হক, চার্জশিট ফাইল হয়ে গিয়েছে, মামলায় সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর, সিবিআইয়ের মামলায় আগেই তাঁর জামিন হয়েছে।’

লেবাননে ইজরায়েলি হানায় মৃত ২৭৪

বেইরুট, ২৩ সেপ্টেম্বর : গাজার পর এবার লেবাননে হামলার তীব্রতা বাড়াল ইজরায়েল। পেজার বিস্ফোরণের পর গত কয়েকদিন ধরে লেবাননে হিজবুল্লার বহু ঘাঁটি লক্ষ্য করে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। সোমবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এদিন ভোররাত থেকে চলা ইজরায়েলের বিমান হামলায় ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৪০০। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিন লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আজ সকাল থেকে শত্রুরা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের শহর এবং গ্রামগুলিতে অনবরত বোমা বর্ষণ করছে। ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা ৪০০। হাতহতদের মধ্যে বহু মহিলা, শিশু ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।’ ইজরায়েলের হামলায় তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করে নিয়েছে হিজবুল্লা। লেবাননে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনটির দাবি, ইজরায়েলের বিমান হামলার মধ্যেই তারা পালটা রকেট হামলা চালিয়েছে। হিজবুল্লা জানিয়েছে, দিনকয়েকের মধ্যে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের হামলা আরও তীব্রতর হবে।

মনমোহন স্মরণ বিজেপির

ফাঁকা চেয়ার, কলিতে ভরত-বার্তা অতিশীর

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার নিয়ে নিজের অফিসে অতিশী মারলেনা।

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথ নিয়েই অতিশী মারলেনা ঘোষণা করেছিলেন, ‘পূর্বসূরি’ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিজের ‘উত্তরসূরি’ করার লক্ষ্যেই কাজ করবেন তিনি। কথা রেখেছেন অতিশী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে তাঁর আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের যে ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের চেয়ারটি ফাঁকা রেখে অন্য একটি চেয়ারে বসেছেন তিনি। বার্তা স্পষ্ট। রামায়ণে ভরত যেভাবে রামের অনুপস্থিতিতে সিংহাসন খালি রেখে অযোধ্যা শাসন করতেন, সেই পন্থা নিয়েছেন দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

অতিশীর কথায়, ‘ভরত যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আমিও সেটাই করছি। তিনি রামের খড়ম সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করতেন। আগামী চার মাস দিল্লির প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমিও সেই নীতি গ্রহণ করব।’ চেয়ার ফাঁকা রাখা নিয়ে তাঁর যুক্তি, ‘এটা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চেয়ার। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। আমি নিশ্চিত জনগণ তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেবেন। ততদিন এই চেয়ার তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে।’

ত্রেতাযুগের খড়ম পর্বের পুনরাবৃত্তি কলিযুগে ঘটা নিয়ে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার খালি রাখার বার্তা দিয়ে আসলে বাবাসাহেব আম্বেদকরের তৈরি করা সংবিধানকেই উপহাস করেছেন অতিশী। তাঁকে নিশানা করতে গিয়ে বিজেপি নেতারা কৌশলে টেনে এনেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘দিল্লিতে এই নাটক বন্ধ করতে হবে। আজ

> ভরত যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আমিও সেটাই করছি। তিনি রামের খড়ম সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করতেন। আগামী চার মাস দিল্লির প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমিও সেই নীতি গ্রহণ করব।
>
> **অতিশী মারলেনা**

অতিশী মারলেনা তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের পাশে একটি খালি চেয়ার রেখে দায়িত্ব নিয়েছেন। এর অর্থ অতিশী হলেন দিল্লি সরকারের মনমোহন সিং এবং আসল মুখ্যমন্ত্রী হলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যাঁকে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি সচিবালয়ে যেতে নিষেধ করেছে, ফাইলে সই করা তো দূরের কথা।’ বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালাও অতিশীকে ‘দিল্লির নতুন মনমোহন সিং’ বলে সম্বোধন করেছেন।

ইউপিএ সরকারে দু-দফায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহনকে নিশানা করতে গিয়ে অতীতে ‘মৌনীমোহন’ সহ নানারকম কটাক্ষ ছোড়া হত বিজেপির তরফে। মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হলেও আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাশ ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির হাতে ছিল বলেও বারবার দাবি করা হয়েছে মোদি-অমিত শা’র দলের তরফে। কংগ্রেস অবশ্য সেই দাবি খারিজ করে

> এর অর্থ অতিশী হলেন দিল্লি সরকারের মনমোহন সিং এবং আসল মুখ্যমন্ত্রী হলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যাঁকে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি সচিবালয়ে যেতে নিষেধ করেছে, ফাইলে সই করা তো দূরের কথা।
>
> **অমিত মালব্য**

দিয়েছে। মিতভাষী মনমোহনের ধারাবাহিক সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের ‘সংখ্যা’র তুলনা টানেন কংগ্রেস নেতারা। তবে এবার আপকে নিশানা করতে গিয়ে বিজেপি যেভাবে মনমোহন সিংকে টেনে এনেছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনের কাজ শেষ করেছেন অতিশী। নিজের হাতে রেখেছেন শিক্ষা, রাজস্ব, অর্থ, পূর্ত সহ ১৩টি দপ্তর। ৮টি দপ্তর পেয়েছেন সৌরভ ভরদ্বাজ।

হাসপাতালের শৌচালয়ে প্রসব, মৃত নবজাতক

শিলং, ২৩ সেপ্টেম্বর : মেঘালয়ের রিভোই জেলার এক সরকারি হাসপাতালের শৌচালয়ে সন্তান প্রসব করলেন এক মহিলা। নবজাতক মারা গিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে নোংপোহ সিভিল হাসপাতালে। রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ঘটনার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করেছেন সিভিল সোসাইটির সদস্যরা। একটি সূত্র জানিয়েছে, মোনালিসা লাঙ্গি নামে ওই মহিলাকে প্রথমে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সন্ধ্যায় তীব্র প্রসব ব্যথা উঠলে তিনি শৌচালয়ে যান। তখনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মহিলার স্বামী রিচার্ড রিমপেট জানিয়েছেন, শৌচালয়ে প্রসব করেছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, ডাক্তার, নার্স থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা কেন ঘটল?

শিশুকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাল বানরেরা

লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর : নয় পুলিশ। জনতাও নয়। ধর্ষণের হাত থেকে ছ’বছরের শিশুকে বাঁচাল একদল বানর। তাদের ভয়ে অভিযুক্ত পালায়। অবাক করা ঘটনাটি শনিবার ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বাগপতে। নাবালিকার বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার বিভিন্ন ধারা ও পকসো আইনে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক।

ছ’বছরের ইউকেজি ছাত্রীকে লালসার চোখে দেখেছিল এক ব্যক্তি। যোগীরাজ্যের ডৌলা গ্রামের বাসিন্দা শিশুটি বাড়ির সামনে খেলছিল। ওই ব্যক্তি চকোলেটের লোভ দেখিয়ে একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে তাকে নিয়ে গিয়ে জামা খুলে দেয়। কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে। ঠিক সেই সময় একদল বানর অভিযুক্তের সামনে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলে লোকটি পালায়। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে মা-বাবাকে সব জানায়। অভিভাবক থানায় যান।

অস্কারের দৌড়ে ‘লাপতা লেডিস’

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে এখনও বিচার মেলেনি। দেশে-বিদেশে প্রতিবাদে সোচ্চার মানুষ। নারীর চরম অবমাননার এই আবহে ভারতীয় নারীশক্তি পা রাখল বিশ্বজয়ের ট্র্যাকে।

কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপতা লেডিস’ ৯৭-তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে বিদেশি ছবি বিভাগে ভারতের সরকারিভাবে অস্কার এন্ট্রি’র স্বীকৃতি পেল।

অ্যানিম্যাল, মালয়ালম জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী আট্টাম, কান বিজয়ী অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট, কল্কি ২৮৯৮ এডি-সহ ২৯টি চলচ্চিত্রের মধ্যে থেকে পিতৃতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে নির্মিত

এই ছবিকেই পরিচালক জাহ্নু বড়ুয়ার নেতৃত্বাধীন ১৩ সদস্যের সিলেক্ট কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বেছে নিয়েছে।

তাঁর ছবির এই সাফল্যে অভিভূত কিরণ বলেছেন, ‘আমি সম্মানিত। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। টিমের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ভালোবাসার জন্যই এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হল। আশা করি, লাপতা লেডিস বিশ্বের দর্শকদেরও আনন্দ দেবে। কৃতজ্ঞতা জানাই নির্বাচন কমিটিকে। ধন্যবাদ জানাই আমির খান প্রোডাকশনস, জিও স্টুডিও এবং ছবির অভিনেতা ও কর্মীদের। এছাড়া দর্শকদের যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি, তা অতুলনীয়।’

আমির খান জানিয়েছেন, ‘কিরণ আর পুরো টিমের জন্য গর্বিত। সবার পরিশ্রম কাজে লাগল বলে খুব খুশি। সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি, লাপতা লেডিস অ্যাকাডেমির সদস্যদের মন জয় করবে।’

চিত্রনাট্যকার বিপ্লব গোস্বামী বলেছেন, ‘আমার লেখা চিত্রনাট্য নিয়ে তৈরি ছবি এত বড়ো জায়গায় যাচ্ছে, সত্যই খুব আনন্দ হচ্ছে।’

নায়িকা নীতাংশী গোয়েল বলেছেন, ‘এবার আমরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছোচ্ছি। এটা হয়েছে দর্শক, আমির স্যার, কিরণ ম্যামের জন্য।’

অন্যতম অভিনেতা রবি কিষেণ বলেছেন, ‘এটা ভারতের ছবি। ছবিতে নারীশক্তিকে অসাধারণ ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা ট্রফি নিয়ে আসব দেশে।’ আর এক নায়িকা প্রতিভা রান্টা বলছেন, ‘সবে তো সেলিব্রেশন শুরু হল।’

নায়ক স্পর্শ শ্রীবাস্তব বলেছে, ‘আমি সেলিব্রেশন সব তুলে রাখছি সেইদিনের জন্য, যেদিন আমরা জিতব।’ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠান হবে ১৫ মার্চ, ২০২৫ সালে।

আরজি কর মামলার শুনানি ৩০ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের আবেদনেই পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি। ফলে ২৭ সেপ্টেম্বরের বদলে সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি হবে ৩০ সেপ্টেম্বরে। রাজ্য সরকারের তরফে প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুক্রবারের নির্ধারিত শুনানি স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে বলা হয়, শুক্রবারের পরে যে কোনও তারিখে শুনানি করার জন্য। শীর্ষ আদালত রাজি হয়ে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, আগামী সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর আরজিকর মামলার শুনানি হবে। ওই দিন ফের সিবিআইকে তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট পেশ করতে হবে এবং আর জি কর সহ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার আর কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তাও জানাতে হবে।

নির্মলার মন্তব্যে বিতর্ক

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুনের আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং সংস্থার কর্মী অ্যানা সেবাস্তিয়ান পেরাইলের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করল কেন্দ্র। অত্যধিক কাজের চাপেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কাজের চাপ সামলানোর মন্ত্র জানা উচিত বলে দাবি করেন তিনি। ধর্মকর্মে মন দেওয়ার পরামর্শও দেন অর্থমন্ত্রী। চেন্নাই মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে নির্মলা বলেন, ‘আমাদের সন্তানরা পড়াশোনা করে, কিন্তু কীভাবে কাজের চাপ নিতে হয়, তা শেখে না। পরিবার থেকেই তাদের চাপ সামাল দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত।’ তাঁর আরও পরামর্শ, ‘ভগবান ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস রাখলে চাপ সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে। স্কুল-কলেজেও পড়ুয়াদের সেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।’ তাঁর এই মন্তব্যে বিরোধীরা কটাক্ষ করেন।

বেঙ্গালুরুর মহিলা খুনে সন্দেহভাজন বাংলার

বেঙ্গালুরু, ২৩ সেপ্টেম্বর : কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর ভ্যালিকাবলের বাসিন্দা মহালক্ষ্মীকে হত্যার পর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে ফ্রিজের মধ্যে রাখার ঘটনায় অভিযুক্ত এক সন্দেহভাজনকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর এই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ তাকে শনাক্ত করেছেন। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারের খবর নেই।

পুলিশ আগেই জানিয়েছে, ২৯ বছর বয়সি মহালক্ষ্মীর মৃতদেহের ৩০টি টুকরো করে তাঁর ফ্ল্যাটের ফ্রিজে রাখা হয়েছিল। পুলিশ ২১ সেপ্টেম্বর সেগুলি উদ্ধার করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের এক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। সোমবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মহালক্ষ্মী হত্যাকাণ্ডে কেউ পুলিশি হেপাজতে আছে কি না। তিনি জানান, কেউ পুলিশি হেপাজতে নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মহালক্ষ্মী বিবাহিত ছিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতেন না। বেঙ্গালুরুর ভ্যালিকাবলে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন।

লাড্ডু বিতর্ক মথুরা, বৃন্দাবনেও

তিরুপতি ও লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর : তিরুপতির প্রসাদি লাড্ডুতে গোরু-শুয়োরের চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারের ঘটনায় সোমবার ‘মহাশান্তি হোমম’ অর্থাৎ শ্রীবেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির ও পাকশালা চত্বর ‘শুদ্ধিকরণ’ করল তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ। এই মহাশান্তি হোমে টিটিডি-র কার্যকরী আধিকারিক সহ অন্যান্য ট্রাস্টি সদস্য এবং পুরোহিতরা অংশ নেন। মন্দিরের পুরোহিত কৃষ্ণ শেশাচালা দীক্ষিতুলু বলেন, ‘শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের পর এখন মন্দির প্রাঙ্গণের মতো প্রসাদি লাড্ডুও পুরোপুরি পবিত্র। এই লাড্ডু এখন নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারেন ভক্তরা।’

রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু লাড্ডু বিতর্ক খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেন। তারপরই এদিন শুদ্ধকরণ করা হল মন্দির ও প্রসাদের।

হিন্দু ধর্মীয় রীতি-আচার মেনে যজ্ঞশালার তিনটি হোমকুণ্ড স্থাপন করা হয়। সেখানে মন্ত্রপূত অগ্নি-আহুতি দিয়ে ও পবিত্র জল দিয়ে মন্দির ধুয়ে পবিত্র করার কাজ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর

তিরুপতি মন্দিরে শুদ্ধিকরণ

পরামর্শে আগম উপদেষ্টা এবং পেড্ডা জিয়াঙ্গরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এই বিশেষ পুজোপাঠ হয়েছে।

এদিকে তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডু নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে মথুরা ও বৃন্দাবন সহ উত্তরপ্রদেশের একাধিক মন্দিরের প্রসাদের গুণমান নিয়ে। বিতর্ক উসকে দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। তাঁর অভিযোগ, বৃন্দাবনের প্যাঁড়ায় ঠিক গুণমানের খোয়া ব্যবহার করা হচ্ছে না। এর জন্য তিনি নিশানা করেন রাজ্যের যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে। রাজ্যের সব মন্দিরের প্রসাদ যাচাই করার দাবি তোলেন সপা সাংসদ।

বিতর্ক এড়াতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন। রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদের মান যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত দু’দিনে মথুরা, বৃন্দাবন এবং গোবর্ধনের একাধিক মন্দির সংলগ্ন দোকানগুলি থেকে প্রায় ১৩টি প্রসাদের নমুনা সংগ্রহ করেছে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক দপ্তর। তালিকায় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, বাঁকে বিহারি মন্দির এবং দান-ঘাটি মন্দির সংলগ্ন এলাকার দোকানগুলি। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের সহকারী কমিশনার ধীরেন্দ্রপ্রতাপ সিং জানিয়েছেন, ওই নমুনাগুলির মান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। লখনউয়ের মনকামেশ্বর মন্দিরে বাইরের থেকে কিনে আনা প্রসাদ নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে কেনা কোনও প্রসাদ মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

এবার লাড্ডু বিতর্ক পৌঁছেছে শীর্ষ আদালতেও। তিরুপতির প্রসাদ বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী। সোমবার তিনি বলেন, ‘অগুনতি হিন্দু ভক্তদের স্বার্থে তিরুপতির প্রসাদে ভেজাল সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছি। সবদিক খতিয়ে দেখে মন্দির ও প্রসাদের গুণমান তথা পবিত্রতা রক্ষায় আদালত যেন স্পষ্ট নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার ও মন্দির কর্তৃপক্ষকে।’

প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট-মোদির বৈঠক

নিউ ইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইজরায়েলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত মজবুত হলেও প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ভারতের নীতিগত অবস্থান বদল হয়নি। রবিবার নিউ ইয়র্কে প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই বার্তাই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইজরায়েলের গাজা অভিযানের মাঝে মোদি-আব্বাস বৈঠকের বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। মোদি জানান, প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-প্যালেস্তাইন বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের বক্তব্য, ‘গাজার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্যালেস্তাইনের জনগণের প্রতি ভারতের সমর্থনের বিষয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।’

সোমবার ভোররাত থেকে হিজবুল্লার ঘাঁটি লেবাননে ইজরায়েলের বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়েছে। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, গাজা-সংঘর্ষে ইতি টানতে ভারতকে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিয়েছেন আব্বাস। যুদ্ধ থামাতে কূটনৈতিক সক্রিয়তার বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন মোদি। আব্বাস ছাড়াও নিউ ইয়র্কে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমসারির মার্কিন সংস্থাগুলির সিইওদের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। ওই আলোচনায় গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, নাভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াং এবং অ্যাডবের শান্তনু নারায়ণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কারও হাতে, কারও কাঁখে। *মা আসছেন মর্ত্যে। কোচবিহারে ছবি দুটি তুলেছেন ভাস্কর সেহানবিশ ও অপর্ণা গুহ রায়।*

থিম মেকারদের
খাটনি সার্থক হয়
প্রশংসায়

শিলিগুড়িতে মণ্ডপ তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা।

পারমিতা রায়

এ যেন রিলে রেস। এক বছর পুজো শেষ হওয়ার আগেই পরের বছরের প্রস্তুতি শুরু। চমকে দিতে হবে দর্শনার্থীদের। অভিনব ভাবনাই তো এনে দেবে শারদ সম্মান। তাই বছরভর তৈরি হয় পরিকল্পনা। সেই কল্পনা রূপান্তরিত হয় থিমে। খুঁটিনাটি অনেক কাজ। ক্লাব কমিটির পছন্দ হওয়াটাও জরুরি। সময়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তৈরি হয় প্রতিটা প্রোজেক্ট। সেটার বাস্তবায়নে সময় লাগে অনেক। ছকে বাঁধা কাল্পনিক মণ্ডপের বদলে পুজো উদ্যোক্তারা চান নতুনত্ব। তাই কর্মব্যস্ততা বেড়েছে থিম মেকারদের মধ্যে। টক্কর দিতে কোনও ক্লাব আবার কলকাতা থেকে থিম মেকারদের নিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নামতে হয় শহরের শিল্পীদের।

শিলিগুড়ির খ্যাতনামা চারটি ক্লাবের দায়িত্ব সন্দীপন নাথের কাঁধে। এরমধ্যে রবীন্দ্র সংঘের থিম, 'পধারো মারো দেশ'। এছাড়া জনশ্রী-তে 'তাপাতঙ্ক', স্বস্তিকা যুবক সংঘে 'দৌড়' এবং মিলনপল্লি সর্বজনীনে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' থিম নিয়ে কাজ করছেন তিনি। বেশ কয়েক বছর আগে কালীপুজোয় পথ চলা শুরু। এখন অবশ্য দুর্গাপুজোতেও শহরের একাধিক ক্লাবের ভরসা তিনি। শিল্পীর কথায়, 'পুজোর থিম মেকার হিসেবে কয়েক বছর ধরে কাজ করছি। এই পেশায় আলাদারকম অনুভূতি রয়েছে।'

হাজার টাকার ঝাড়বাতি নয়, শিলিগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপ।

চূড়ান্ত ব্যস্ততায় দিন কাটছে তাপস পাল, চন্দন দাসদের। কিছুটা সময় বের করে কথা বললেন চন্দন। পেশায় অঙ্কনশিল্পী, ১৩ বছর ধরে থিম মেকার হিসেবে কাজ করছেন। এবছর 'গুরু' অচিন্ত্য দাস ও বন্ধু সুরজিৎ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয় 'শৈশব জীবনে মোবাইলের প্রভাব কতটা', সেই বার্তা দেবেন। বলছিলেন, 'বাবা মৃৎশিল্পী ছিলেন। ছোট থেকে দেখেছি, বাড়িতে শিল্পচর্চা হত। পরবর্তীতে আমার গুরু অচিন্ত্য দাসের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে থিম মেকিংয়ে হাত পাকাই।'

চলতি বছর সংঘশ্রী ক্লাবের থিম মেকার তাপস পাল। দীর্ঘ ১২ বছরের অভিজ্ঞতা। তিনিও একজন অঙ্কনশিল্পী। এই কাজকে বেছে নিয়েছেন 'হবি' হিসেবে। কতটা চাপে থাকতে হয় শিল্পীকে? তাপসের অকপট স্বীকারোক্তি, 'কাজ শুরুর পর যখন আশপাশের ক্লাবের থিম জানতে পারি, তখন কিছুটা চাপ বাড়ে। দর্শনার্থীদের মন জয় করে নেওয়া বড় প্রাপ্তি। এত খাটনি, এত বাজেট-সবটাই সার্থক হয় প্রশংসায়। আমার কাজ যেন সেরা হয়, সেজন্য বাড়তি প্রচেষ্টা তো থাকবেই।'

আরেক থিম মেকার রাজু সাহানি আদতে একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। এবার তিনি শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ এবং অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। 'নারী' থিমে কাজ করছেন কিশোর সংঘে। অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়নে রেডিয়েশন এফেক্টের ওপর। রাজুর কথায়, 'অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও নতুন প্রজন্মের একটা অংশ পুজোর সময় থিম মেকিংয়ে আসছেন। কিছু ভুলত্রুটি হচ্ছে বটে, তবে নয়া দিশা খুঁজে পাচ্ছেন তাঁরা।'

থিম মেকিং তাপসদের কাছে শিল্পীসত্তা প্রকাশের একটা অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই যেমন চন্দন বললেন, 'এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা মনের ভাবনা প্রকাশ করতে পারি।'

বন্যদের আক্রমণ রুখতে বছরভর মন্দিরেই দেবী

জঙ্গলে ভরা এলাকা ছিল বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যপ্রাণের অবাধ বিচরণ। এলাকায় গুটিকয়েক সাধারণ মানুষের বাস ছিল বটে। কিন্তু তাঁরাও সর্বদা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন। প্রায়ই জঙ্গলে শিকারে আসতেন কোচবিহারের রাজপরিবারের সদস্যরা। আনুমানিক ২৮০ বছর আগে শিকার করতে এই এলাকায় এসে তাঁবু খাটিয়ে থেকেছিলেন কোচবিহারের এক রাজা। সঙ্গে ছিলেন রানিও। সেসময়ই দেবীর স্বপ্নাদেশ পান রানি। তারপর তাঁর নির্দেশেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় দুর্গাপুজো। কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রানিরহাট দুর্গাপুজো কমিটির পুজোকে ঘিরে রয়েছে এমনই জনশ্রুতি। বন্য আক্রমণ থেকে দেবী এলাকাবাসীকে বছরভর রক্ষা করেন বলে সেখানকার প্রতিমার নিরঞ্জন হয় না।

যদিও কোন রাজারানির আমলে পুজো শুরু হয় তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না কেউই। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা শ্যামল ধরের কথায়, 'ছোট থেকেই এই পুজো দেখে আসছি। পুজোর সঠিক সূচনাকাল আমাদের বাপঠাকুরদারাও স্পষ্ট বলতে পারেন না। তবে প্রতিবছরই রাজ আমলের নীতি মেনে নিষ্ঠাভরে এই পুজো হয়ে আসছে। কোচবিহারের দেবীবাড়ি, দিনহাটার মহামায়াপাটের দুর্গাপুজোর পর এই পুজোই সম্ভবত কোচবিহারের প্রাচীনতম।'

এই পুজোর সঙ্গে সরাসরি রাজপরিবারের যোগসূত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি কেউই। তবে রানির নাম অনুসারে এলাকার নামকরণ হয় রানিরহাট। সর্বত্রই দশমী তিথিতে মেয়ে উমাকে নিরঞ্জনই বাঙালির রীতি। কিন্তু দেবীপ্রতিমা নিরঞ্জন দেওয়া হয় না এই মন্দিরে। এলাকার প্রবীণ কেশবচন্দ্র অধিকারীর কথায়, 'পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি প্রাচীনকালে রানিরহাট ও সংলগ্ন এলাকায় ছিল বাঘ সহ অন্যান্য হিংস্র বন্যদের আক্রমণের ভয়। মা দুর্গা এলাকাবাসীকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাসে দুর্গাকে এখানে নিরঞ্জন দেওয়া হয় না।' পুজোর বর্তমান পুরোহিত বাবলু দেবশর্মার কথায়, 'দীর্ঘ কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা এই মন্দিরে পুজো করছি। প্রাচীন রীতি মেনে মহালয়ায় দেবীঘট স্থাপন হয়। এরপর ষষ্ঠী থেকে শুরু করে একাদশী পর্যন্ত পুজো চলে। অষ্টমীতে খিচুড়ি ও নবমীতে পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। তারপর দশমী তিথির পরিবর্তে পরের বছর মহালয়ার আগের দিন প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।'

রানিরহাট দুর্গাপুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ বর্মন, সদস্য ভানু রায়, বিভাসচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ জানান, তাঁদের এই পুজোর শুরুটা হয় আনুমানিক ১১৫৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে। আগে পুজোর সঙ্গে রাজপরিবার জড়িত ছিল বলে শুনেছেন তাঁরা। পরে স্থানীয়রাই এর গুরুভার সামলাচ্ছেন। প্রায় ২৮০ বছর হতে চলল এই পুজোর। পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছর একাদশী তিথিতে মন্দির চত্বরে মেলা বসে। ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে ঘিরে প্রতিবারের মতো এবারও সকলে মেতে উঠবেন বলেই তাঁদের আশা।

জমির চাল দিয়ে মায়ের ভোগ
নাথুয়ার কৃষক পরিবারে

জিষ্ণু চক্রবর্তী

দুর্গাপুজো নাকি এক সময় রাজাদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। সুরথ নামে এক রাজা প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। সেই থেকে যুগ যুগ ধরে বহু রাজবাড়ি ও জমিদারবাড়িতে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন। তবে মা যে শুধু জমিদারবাড়ির পুজো নেন এমনটা নয়। তাই গত ৪৯ বছর ধরে নাথুয়ার ফটকটারি এলাকার এক কৃষক পরিবারে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী দশভুজা। চাষবাস করে সারাবছরে যা আয় হত তা দিয়েই মায়ের পুজোর আয়োজন করতেন স্থানীয় বাসিন্দা নন্দরাম রায়। জমির চাল দিয়েই তৈরি হত ভোগ। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে পুজো। এবার বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায় পরিবারের পুজো ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করল। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পুজো ঘিরে নানা পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। নন্দরামের বড় ছেলে সুশীলচন্দ্র রায়ের কথায়, 'এবার পুজোর ৫০তম বছর। তাই পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা রয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে আছে এবার।'

বহু বছর আগে নন্দরাম নিজের ইচ্ছাতে ওই পুজো শুরু করেন। এরপর তাঁর মৃত্যুর পর তিন ছেলে সুশীলচন্দ্র রায়, পরেশচন্দ্র রায়, হেমকুমার রায় ও তাঁর নাতিরা পুজোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। রায় পরিবারের পুজোর মূল আকর্ষণ হল

নাথুয়ার রায়বাড়ির দুর্গা মন্দির। সারাবছর দেবীকে পুজো দেন পরিবারের সদস্যরা।

এবার ৫০তম বর্ষ

নিয়মনিষ্ঠা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়মে কিছু বদল এসেছে। আগে প্রতিপদ তিথি থেকে দশমী পর্যন্ত টানা দশদিন পুজো হত ওই কৃষক পরিবারে। তবে দশ-বারো বছর আগে নন্দরামের মৃত্যুর পর ষষ্ঠী থেকেই এখন পুজো শুরু হয়। তাঁদের বাড়িতে দুর্গা মন্দির রয়েছে। সেখানেই বাৎসরিক ওই পুজোর আয়োজন হয়। পুজোতে চালকুমড়োবলির প্রচলন আছে। এছাড়া প্রথা মেনে নিজেদের জমির চাল দিয়েই তৈরি হয় মায়ের ভোগ। তবে পুজো হয়ে গেলেও দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। এক বছর ধরে মন্দিরেই দেবীর নিত্যপুজো চলে। পরের বছর মহালয়ার দিন মন্দির লাগোয়া পুকুরে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পারিবারিক পুজো হলেও পাড়াপ্রতিবেশীদের অংশগ্রহণে সেই পুজো এখন সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এলাকার একমাত্র পারিবারিক পুজো হিসেবে ওই রাজবংশী পরিবারের পুজোর যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। প্রতিবেশী পবিত্র রায় বলেন, 'ছোটবেলা থেকে এই পুজো দেখে আসছি। পুজোর ক'টা দিন আমরা সবাই মিলে পুজোর আয়োজনে হাত লাগাই।

আশ্বিনেও বাগানে নেই পুজোর গন্ধ

সমীর দাস

কালচিনি চা বাগানের বোকেনবাড়ি আউট ডিভিশনের তুরি লাইন সেকশন ও ১ নম্বর সেকশনে চা পাতা তুলছিলেন জনা পঞ্চাশেক শ্রমিক। ওঁরা যেখানে কাজ করছিলেন, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বাসরা নদীর লাগোয়া এলাকায় কাশ ফুলের ঢেউ। সেদিকে অবশ্য নজর নেই তাঁদের। বরং প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় নাজেহাল হলেও কাজে বিরাম নেই।

শ্রমিক দুলারি তেলির আক্ষেপ, 'গত বছর ১ নভেম্বর বাগান বন্ধ হয়ে গেল। তার কিছুদিন বাদে নিজেরাই সমিতি গঠন করে চা পাতা তুলছি কিন্তু আমাদের মনে পুজো নিয়ে কোনও ভাবনাই নেই।' একই আক্ষেপ শোনা গেল শ্রমিক তারা রাজপুতের গলাতেও, 'সব বাগানে তো বোনাস নিয়ে মাতোয়ারা সবাই। কিন্তু আমাদের বোনাস কে দেবে? বাড়ির বাচ্চাদের জন্য কষ্ট হয়। বোনাস পেলে ধারদেনা মিটিয়ে ওদের জন্য নতুন জামাকাপড় কিনতে পারতাম।'

চা পাতা তোলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন সংগীতা টোপ্পো। তিনি জানালেন, বন্ধ বাগানের নিয়ম মেনে ফাওলই ভাতা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সব মাসে সময়মতো সেটাও অ্যাকাউন্টে ঢোকে না। শেষ ফাওলই পেয়েছিলেন অগাস্টে। পুজোর আগে টাকা ঢুকলে কিছুটা স্বস্তি পাবেন তাঁদের মতো অনেকেই।

বাগানের আদিবাসী লাইন ছাড়াও বরগতি লাইন ও ট্রলি লাইন মিলিয়ে আউট ডিভিশনেই চারটি পুজো হয়। তার মধ্যে আদিবাসী লাইন ও বরগতি লাইনে স্থায়ী পাকা মন্দির রয়েছে। আদিবাসী লাইনের বাসিন্দা উদ্দেশ্য মুন্ডার কথায়, 'বাগান বন্ধ। তাই চাঁদার জন্য কাউকে জোর করা যাবে না। সবাই একমত হলে ছোট করে পুজো করব।' বাগানের স্টাফ আনন্দ ভুজেল বরগতি লাইনের পুজোর উদ্যোক্তা। তাঁর কথায়, 'মাঝেমধ্যে বাগান বন্ধ হয়ে যায়। আগের মতো পুজোর আয়োজন করা সম্ভব হয় না। তবুও সাধ্যের মধ্যে থেকে পুজো করব আমরা।'

কালচিনি বাগানের আদিবাসী লাইনের দুর্গা মন্দির।

অন্যদিকে, বাগানের মেইন ডিভিশনে পুজো হয় দুটি। একটি ফ্যাক্টরি লাগোয়া রবীন্দ্র-ভানু-বিরসা কমিউনিটি হলের সামনে স্থায়ী মন্দিরে। আরেকটি গুদাম লাইনের মজদুর ইউনিয়নের পুজো। কমিউনিটি হলের পুজোর জন্য বাঁশ দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হলেও এখনও প্রস্তুতি শুরু হয়নি অন্য পুজোর। মেইন ডিভিশনের ৮ নম্বর সেকশনের শ্রমিক আনিশা বিবি জানান, তাঁরা অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও দুর্গোৎসবে শামিল হন। কিন্তু আগের মতো পুজোর আয়োজন হয় না বাগানে। বোনাস না পেলে পুজোয় সন্তানদের একটাও নতুন কাপড় কিনে দিতে না পারার যন্ত্রণাও ফুটে ওঠে তাঁর গলায়। একই যন্ত্রণা শোনা যায় ওই লাইনেরই আরেক শ্রমিক নাজমা বিবির গলাতেও। তাঁর প্রশ্ন, 'বাগান তো বন্ধ। আমাদের বোনাস কে দেবে? প্রশাসনের তরফে যদি বিশেষ অনুদান দেওয়া হয় তাহলেই আমাদের মতো শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা নতুন কাপড় পরে পুজোয় ঘুরতে বের হবেন।' বাগানের বাসিন্দা তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি ওমদাস লোহরা জানিয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যে বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের পুজোর অনুদানের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এখন দেখার আর ১৫ দিন পরে মায়ের আগমন এখানকার মানুষের জীবনে খুশির বার্তা নিয়ে আসে, নাকি তাঁদের এই যন্ত্রণাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

গরম নিয়ে নরম কথা

ছায়া নেই

দেবাশিস দে : শহরে কী গাছ আছে? গোটা সেবক রোডে এখন একটা গাছ চোখে পড়ে না, তাহলে গরম তো বাড়বেই। ছায়া নেই, গাছ নেই।

পরিবেশের জন্য : আমি নিয়মিত গাছ লাগাই। আমার ১ কাঠা জমির ওপর প্রায় ৫০টিরও বেশি গাছ আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই বৃক্ষরোপণ করা উচিত।

গাছ কাটার ফল

রঞ্জিত রায় : এত যান চলাচল, এত বৃক্ষচ্ছেদনের ফলেই হয়তো শহরের এই আজব আবহাওয়া আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হতে পারে।

পরিবেশের জন্য : এই প্রশ্নটি শুনে আমতা আমতা করেই বললেন, 'নিজের মতো করে চেষ্টা করছি। গাছ লাগিয়ে বা অন্য উপায়ে চেষ্টা করছি।

এত বদল

রামনাথ মাহাতো : কয়েক বছরে শহরের রূপরেখারই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এত ফ্ল্যাট, এত যানবাহন, এইটুকু শহরের এত পরিবর্তন হয়তো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না।

পরিবেশের জন্য : আমরা কীই করব, যতটুকু পারছি গাছ লাগাচ্ছি। তবে আমাদের হাতে সবটা আছে কী। অনেকে আছে যাদের একজনেরই ৫টা গাড়ি। এসবের বিষয়েও দেখা উচিত।

এসির ব্যবহার

ঋত্বিকা বিশ্বাস *(কলেজ পড়ুয়া)* **:** শহরের এই বাড়তি গরমের দায় আমাদের কাঁধেই। চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল, এত এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার হচ্ছে তাতে গরম বাড়াটা অস্বাভাবিক কোনও বিষয় নয়।

পরিবেশের জন্য : বাড়িতে আমাদের অনেক গাছপালা আছে, নিয়মিত গাছপালা লাগাই। এছাড়া আমি নিজে বাড়িতে এসির ব্যবহার করি না। এবং আমার মনে হয়, যানবাহনের ব্যবহারটাও নিয়ন্ত্রণেই করা উচিত।

যান বেড়েছে

আরুষি ব্যানার্জি *(কলেজ পড়ুয়া)* **:** অতিরিক্ত যানবাহনের ব্যবহার, প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং শহর শিলিগুড়িতে এত পরিমাণে গাছ কাটা হচ্ছে যে আর কয়েকবছর পর হয়তো গরম আরও বাড়বে। শহরটার যে একটা মিষ্টি আবহাওয়া ছিল যা শিলিগুড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল এখন তা নেই।

পরিবেশের জন্য : আমি ও মা নিয়মিত গাছ লাগাই। এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার আমি কম করি, অন্যকেও সচেতন করি।

চাই সবুজায়ন

অনিমেষ বসু *(পরিবেশপ্রেমী)* **:** চারিদিকে বৃক্ষচ্ছেদন, যানবাহনের কোলাহল, এত এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার শহরের ভারসাম্যটাই বদলে দিয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে আরও অনেক কারণ আছে যা গরমের জন্য দায়ী। তবে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এগুলো খুব বেশি করে দায়ী। আর এই সমস্যাকে মেটানোর একটাই অস্ত্র হল সবুজায়ন। সবুজায়ন ও মানুষের জীবনশৈলীর পরিবর্তনই পরিবেশের পরিবর্তন আনতে পারে।

পরিবেশের জন্য : বৃক্ষরোপণ তো বটেই, সঙ্গে মানুষকে সচেতন করা, গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করা।

সিএফসি গ্যাস

সুজিত রাহা *(পরিবেশপ্রেমী)* **:** শহর শিলিগুড়ির কথা যদি বলি, এত পরিমাণ এসির ব্যবহার, এত সিএফসি গ্যাস নির্গত হচ্ছে, এত পরিমাণ গাড়ির ধোঁয়া তার ওপর গাছ ছাড়া গোটা শহরটা যেন খাঁখাঁ করছে। ফলস্বরূপ এক অসহ্য গরম আমাদের সইতে হচ্ছে।

পরিবেশের জন্য : আমি শহরের বিভিন্ন জায়গাতে গাছ লাগিয়েছি। এছাড়া মানুষকে সচেতন করার পাশপাশি, নানা সেমিনার সবটাই করে চলছি।

অস্থির শহরে ঘাম শুধু ঘাম

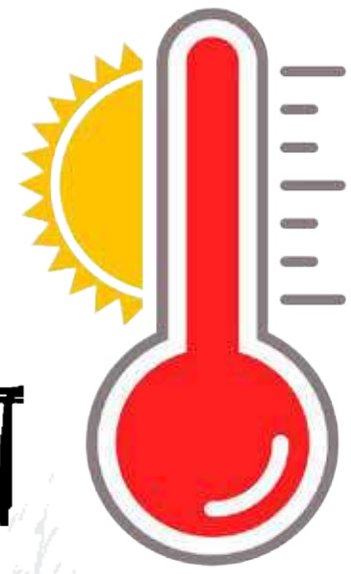

সর্বকালীন রেকর্ড

১৩ সেপ্টেম্বর উষ্ণতায় শিলিগুড়ি টপকেছে উত্তরের প্রত্যেকটি জেলা শহরকে। ৩৯.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে বাণিজ্যিক এই শহর গড়েছে সর্বকালীন রেকর্ড। এখনও পর্যন্ত এটাই শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। সেপ্টেম্বরের নিরিখে যা এতদিন দখলে রেখেছিল ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। চার বছর আগে শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে ছিল ৩৭.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

অগাস্ট-সেপ্টেম্বর যেন গ্রীষ্মকাল

সড়কপথে কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম এবং উত্তরের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়ির দূরত্ব প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার। কিন্তু দুই শহরে বর্ষা শুরু হয় প্রায় একই সময়ে, জুন মাসের শুরুতে। যে কারণে গ্রীষ্মকালে গরম থাকলেও, সেই অর্থে পারদ উঠতে পারে না তেমন। কিন্তু আগাম বর্ষা শুরু হওয়ায় বৃষ্টির ধারাবাহিকতা এবং তীব্রতা কমে যায় অগাস্ট মাসে। বর্ষণ শেষে এখানে চড়চড় করে বাড়তে থাকে তাপমাত্রা। কার্যত গ্রীষ্মকালের দহনজ্বালা অনুভূত হয় অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে।

আর কবে?

শহর শিলিগুড়িতে সেপ্টেম্বরে গরম নতুন নয়। কয়েক বছর ধরেই আবহাওয়ার পরিবর্তনে গরম বাড়ছে এসময়। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে টানা প্রখর রোদ গত কয়েক বছরে দেখা যায়নি। ফলে প্রতিদিনই তাপমাত্রার উত্থানে অস্বস্তি বাড়ছে। হাঁসফাঁস করছেন শহরবাসী। পাড়ায় পাড়ায় এখন একটাই প্রশ্ন, 'আর কবে?' শিলিগুড়িতে শেষ বৃষ্টি হয়েছিল ১৫ সেপ্টেম্বর, তাও যৎসামান্য।

অনুভূতিতে অস্বস্তি

শহরের গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলেও, আর্দ্রতা অস্বস্তিতে অনুভূতিটা ৫০-এর কাছাকাছি। তার মধ্যে

চড়া রোদে নাজেহাল পথচারী। সোমবার শিলিগুড়িতে।

আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ না থাকায় সরাসরি সূর্যের তাপ এসে পড়ায় চরম দুর্ভোগে শহরবাসী। সকাল থেকে রাত, শুধুই ঝরছে ঘাম। অতীতে এমনটা দেখা যায়নি।

পরিস্থিতির মূলে

বঙ্গোপসাগরে একের পর এক ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপ সৃষ্টির জের এবং শক্তি সঞ্চয়ে ওই সিস্টেমগুলি মেঘ টেনে নেওয়ায় আকাশ হয়েছে মেঘশূন্য। পাশাপাশি মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্বপ্রান্ত উত্তর থেকে সরে দক্ষিণমুখী হয়ে পড়েছে। ফলে ভাঁটা পড়েছে জলীয় বাষ্পের জোগানে।

পর্দার পিছনে

নগরায়ণ, উন্নয়নের বিরামহীন বৃক্ষচ্ছেদন। একের পর এক গাছ উপড়ে ফেলা হলেও পর্যাপ্ত গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব। পরিবেশ দিবস বা অরণ্য সপ্তাহে ঘটা করে কিছু চারারোপণ করা হলেও, তার সিংহভাগ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না পরিচর্যার অভাবে।

আশার আলো

পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে বাতাসের উপরিভাগে নতুন করে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির পাশাপাশি মায়ানমার উপকূলবর্তী এলাকাতেও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। যার প্রভাবে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। মঙ্গলবার থেকেই পারদ পতন ঘটার সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় তাপমাত্রা একধাক্কায় অনেকটাই কমতে চলেছে। মিলবে স্বস্তি।

আবহবিদের বক্তব্য

ভারতের অন্য প্রান্তে যখন প্রচণ্ড গরম থাকে, সে সময় এই অঞ্চলে পরিস্থিতি থাকে অনেকটাই অনুকূল। এখন দেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে নিম্নচাপের প্রভাবে। ফলে এখানে মেঘশূন্য হয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলের পরিস্থিতি মূলত স্বাভাবিক থাকে দুটি কারণে, ১) মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্তের অভিমুখ এদিকে থাকা এবং ২) পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বছরের অধিকাংশ সময় ঝঞ্ঝার প্রভাব থাকলেও, এখানে মূলত তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় শীতের সময়। তবে বর্তমান এমন আবহাওয়া বা টানা বৃষ্টির অভাবের মূলে রয়েছে বঙ্গোপসাগরে পরপর নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হওয়া।

- **গোপীনাথ রাহা**
কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম

তথ্য : সানি সরকার ও পারমিতা রায়, ছবি : অরিন্দম চন্দ।

জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ

শহরে আরও ৯ ডিপ টিউবওয়েল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আরও নয়টি ডিপ টিউবওয়েল বসাচ্ছে পুরনিগম। শহরের যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে, জলস্তর নীচে রয়েছে বিশেষ করে সেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সোমবার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির ব্লক ডি এলাকায় একটি ডিপ টিউবওয়েলের কাজের শিলান্যাসও করেন মেয়র গৌতম দেব। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপ টিউবওয়েলটির কাজ করা হবে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

গৌতম বলছেন, 'শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। কিন্তু যতদিন না ওই কাজ শেষ হচ্ছে, ততদিন শহরবাসীর কষ্ট দূর করতে কিছু ডিপ টিউবওয়েলের কাজও করা হবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বাম বোর্ড থাকাকালীন বেশ কিছু ডিপ টিউবওয়েল তৈরি করা হয়েছিল। চলতি বছরে পুরনিগম এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ওই ডিপ টিউবওয়েলগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। সেইসময়ই তৃণমূল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় শহরে ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। সেইমতো আরও ৯টি ডিপ টিউবওয়েল তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়। পুরনিগমের ৪৪, ৪১, ৪৬ সহ একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে এই ডিপ টিউবওয়েলগুলি বসানো হবে।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন পানীয় জলের সমস্যা চলছে। একাধিকবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে ফোন পেয়ে এলাকায় জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের পাঠান মেয়র। কিন্তু কিছুতেই সমস্যার উৎস খোঁজা যায়নি। তাই জলের ট্যাংক পাঠিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে পুরনিগম। তাই ওই এলাকা থেকেই ডিপ টিউবওয়েলের তৈরির কাজ শুরু করছে বর্তমান বোর্ড।

এদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়াও জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পুজোর আগে চুরি বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে চোরেদের উৎপাত শুরু হয়েছে শহরে। এসি'র তামার তার চুরির অভিযোগে রবিবার রাতেই সঞ্জীব দাস নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তি গত ১৩ তারিখ সুভাষপল্লির বিদ্যুৎ বিভাগের কাস্টমার কেয়ারে থাকা এসি'র তামার তার কেটে নিয়েছিল। টায়ার চুরি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ হলে পুলিশ রবিবার রাতে ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে।

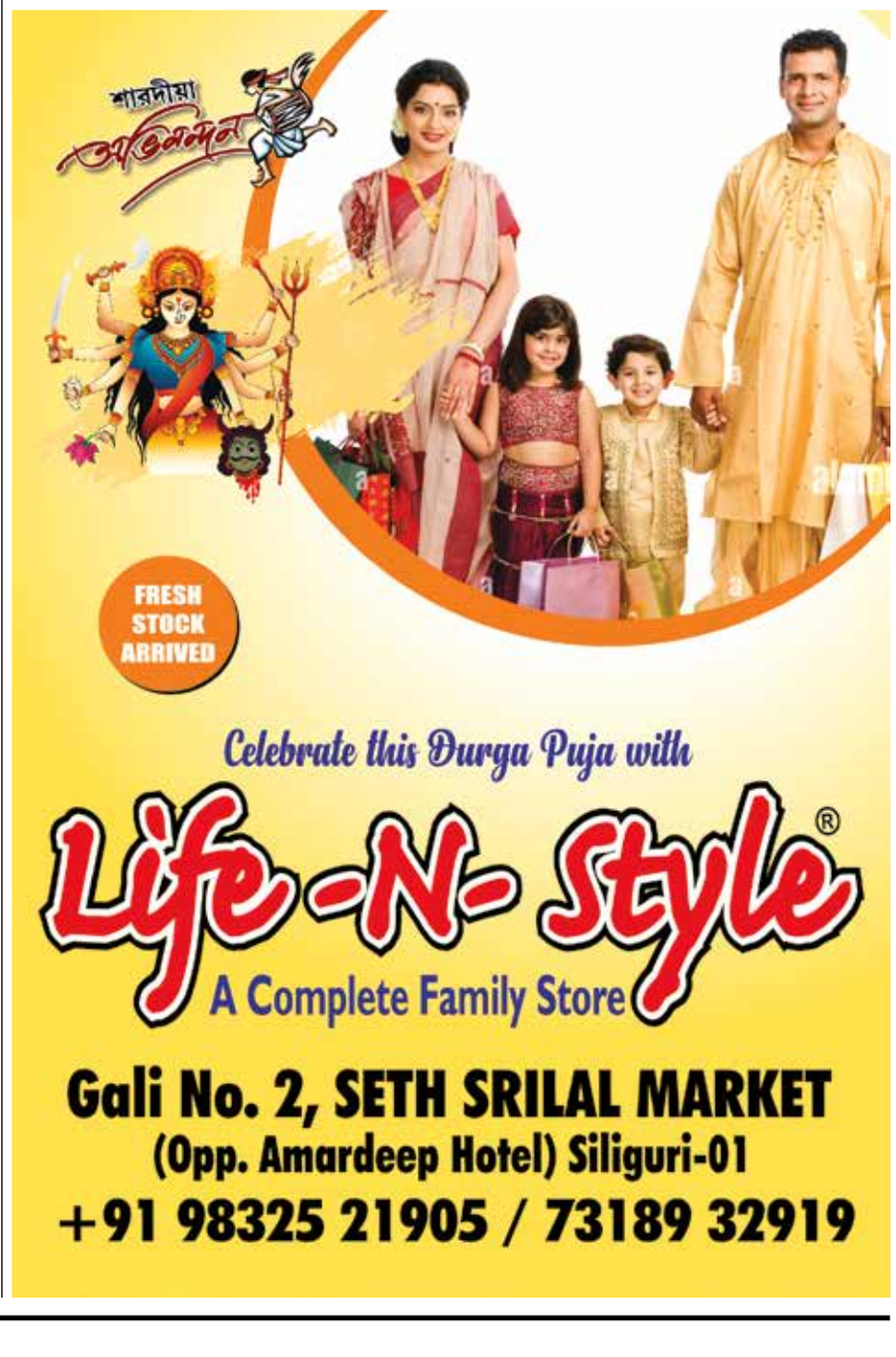

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে আটকে থাকা গাড়ির লাইন। সোমবার। -সংবাদচিত্র

খুলেই বন্ধ জাতীয় সড়ক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দুটি গাড়িতে চেপে কালিম্পংয়ের পথে যাচ্ছিলেন একই পরিবারের কয়েকজন সদস্য। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে শ্বেতিঝোরার কাছে ধসবিধ্বস্ত এলাকায় একটি গাড়ি ছাড় পেলেও পুলিশি বাধায় আটকে যায় আরেকটি। কেন এমনটা হবে, সমবেতভাবে প্রশ্ন তোলেন দুটি গাড়ির যাত্রীরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর করোনেশন সেতুর কাছে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী বললেন, 'প্রথম গাড়িটি যাওয়ার পরই উপরতলা থেকে নির্দেশ আসে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার। আমরা কী করতে পারি?'

প্রতিবাদে ইতি না টেনে এক তরুণী বললেন, 'হয় ওঁদের আসতে দিন, অন্যথায় আমাদের ফিরে যেতে দিন।' সোমবার দুপুরে দীর্ঘসময় এমন তর্কবিতর্ক চলল সেবকের করোনেশন সেতু সংলগ্ন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। আর এর মূলেই রয়েছে সরকারিভাবে রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল শুরু করে দেওয়ার পর প্রশাসনিক নির্দেশে জাতীয় সড়কে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যাওয়া। আর দুই রকম নির্দেশকে কেন্দ্র করে এদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে পা রাখা সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটকদের। যদিও তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তর থেকে কোনও বক্তব্য মেলেনি।

'খুলেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক', সাতসকালে এমন খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি। চালকদের মাধ্যমে খবর পৌঁছে যায় সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের কানেও। ফলে সামান্য সময়ের মধ্যে সিকিম এবং কালিম্পংগামী অসংখ্য গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করে জাতীয় সড়কটি দিয়ে। পাহাড় থেকেও শয়ে-শয়ে গাড়ি সমতলের উদ্দেশ্যে নামতে শুরু করে দেয়। কিন্তু দুপুর প্রায় একটা নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয় জাতীয় সড়কটি। চালু করেও সিকিমের লাইফলাইন দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল কেন, কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ফোন না ধরায়।

তবে রাস্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়তে হয় কয়েক হাজার মানুষকে। একেই প্রচণ্ড গরম, তারমধ্যে মাঝপথে কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তাঁরা। কিছুক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। কিন্তু তাঁদের ক্ষোভ শুনবে কে বা কোন পথে তাঁরা সামনের পথ ধরবেন, তার সঠিক দিশা দেখানোর জন্য ছিলেন না কোনও প্রশাসনিক কর্তা। দীর্ঘসময় আটকে থাকার পর নিজেদের মতো করে রাস্তা বেছে নেন এই পথের যাত্রীরা।

অনেকেই পনবু হয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেন। এমনই একজন সুজিত ঘোষ বললেন, 'সকালে রাস্তা খুলে যাওয়ার খবর পেয়ে লাভার পরিবর্তে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু মাঝপথে আটকে পড়তে হয়।' রাজস্থান থেকে সিকিমে বেড়াতে আসা রাজেশ প্যাটেলের কথায়, 'ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ থাকে দিনের পর দিন, এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না।'

'ফিরতে বলেছিলেন, মনে আছে কি'

ইউনূসকে খোলা চিঠি তসলিমার

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চিঠি লিখলেন নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিন। প্রশ্ন তুললেন, আগে তাঁকে ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও উলটো পথে হাঁটছেন কেন?

তিনি কি ইসলামি মৌলবাদীদের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছেন? তসলিমার চিঠি চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশে।

তসলিমা লিখেছেন, 'শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ইউনূস, আপনার কি মনে আছে আমাদের দেখা হয়েছিল, একবার বা দু'বার, ইউরোপে? সম্ভবত ফ্রান্সের দেভিলে। সম্ভবত সাল ছিল ২০০৫। গালা ডিনারে অথবা লাঞ্চে এক টেবিলে আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছিল, যে টেবিলে বড় বড় লোক ছিলেন। চেরি ব্লেয়ার ছিলেন, সেকথা মনে আছে। আমি সম্ভবত কী-নোট স্পিকার ছিলাম উইমেন'স কংগ্রেসে সেবার। আপনি খাবার টেবিলে বেশ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ। আপনি বারবার বলছিলেন, 'দেশে চলে আসুন, দেশে চলে আসুন।'

আমি বলেছিলাম, 'কী করে যাব? আমাকে তো দেশের সরকার যেতে দেয় না দেশে।' আপনি বলেছিলেন, 'যেতে দেয় না আবার কী? ওটা তো আপনার দেশ, আপনার দেশে আপনার যাওয়ার, থাকার অধিকার আপনার জন্মগত, আপনাকে বাধা দেওয়ার রাইট কোনও সরকারের নেই।'

আমি দুঃখ করে বলেছি, 'আমি তো দূতাবাসে গেলাম কতবার, আমাকে ভিসাও দেয় না, আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট রিনিউ করে না।' আপনি বলেছিলেন, 'এটা কোনও কথা হল? দেবে না কেন? দেশের মেয়ে দেশে চলে আসুন।' আমি বলেছিলাম, 'আপনি তাহলে চেষ্টা করুন। সরকারকে বলুন। আপনি বললে নিশ্চয়ই হবে।' আপনি কথা দিয়েছিলেন আপনি চেষ্টা করবেন। আজ বহু বছর পর জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি আমাকে দেশে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন? সরকারকে বলেছিলেন আমার সম্পর্কে কিছু? হয়তো তখন, যে কোনও কারণেই হোক কিছু করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিন্তু এখন তো আপনি দেশের সবচেয়ে ক্ষমতা ধারণ করে আছেন। এখন কি আর আগের মতো বলবেন না, 'কী এত বাইরে বাইরে থাকছেন, দেশের মেয়ে দেশে চলে আসুন?' আগের মতো কি বলবেন না 'ও দেশ তো আপনার দেশ, আপনার দেশে আপনার যাওয়ার, থাকার অধিকার আপনার জন্মগত, আপনাকে বাধা দেওয়ার রাইট কোনও সরকারের নেই?' বলুন আবার আগের মতো। দেশে ফিরতে দিন। এখন তো আপনার হাতেই সব। নাকি ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে ঘিরে আছে যারা, তারা যে সবাই ইসলামি মৌলবাদী, তা তো আমার চেয়ে বেশি আপনি জানেন। আপনি কি ভয় পাচ্ছেন আমাকে সাহায্য করলে আপনার বিরুদ্ধে সরব হবে আপনার নতুন জিহাদি বন্ধুরা? শুধু আমার মুণ্ডুই নয়, আপনার মুণ্ডুও কেটে ফেলে রাখবে ঢাকার রাস্তায়?

কাদের নিয়ে শেষ বয়সে সংসার করছেন? অনুতাপ হয় না? আমার তো নির্বাসনে কেটে গেল ৩০ বছর। বাকি ক'টা বছর, যতদিন আছি, কেটে যাবে।

এই অহংকার নিয়ে অন্তত আমি মরতে পারব যে, কোনও সুযোগ সুবিধের জন্য দেশের শত্রুদের সঙ্গে আপস করিনি। আপনার কি এমন কোনও অহংকার আছে? এখন প্রশ্ন, ইউনূস কি চিঠির কোনও উত্তর দেবেন? বাংলাদেশে মৌলবাদীদের আক্রমণ নিয়ে তিনি কিন্তু চুপ।

শিলিগুড়ির সিবিআই অফিসে নালিশ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম কর্তা ডাঃ সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে এবার সিবিআইয়ের শিলিগুড়ি অফিসে অভিযোগপত্র জমা দিলেন গ্রিন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার অঙ্কুর দাস। সোমবার তিনি সিবিআইয়ের শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার অফিসে এসে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকেও পুরো বিষয়টি জানিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন।

অঙ্কুর বলছেন, 'আমি গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে ইডি'র ডিরেক্টরকে ১৩ পৃষ্ঠার একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছিলাম। সেই অভিযোগপত্রে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মুখ ডাঃ সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ তথ্যপ্রমাণ সহ তুলে ধরেছিলাম। কীভাবে ওই ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বছরের পর বছর অন্যায় কাজকর্ম করছেন সেসব সেখানে লেখা রয়েছে।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর স্বাস্থ্যে উত্তরবঙ্গ লবির দাপাদাপি নিয়ে গোটা রাজ্য তোলপাড়। সেই কারণে আবার কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে গিয়ে সমস্ত অভিযোগপত্র পুনরায় দিয়ে এসেছেন অঙ্কুর। তাঁর আশা, সিবিআই এবং ইডি পুরো ঘটনার তদন্ত করবে।

তাঁর কথায়, 'সুশান্ত রায় এবং তাঁর বাহিনী যে অন্যায় করেছে তার বিচার শুধু আমি নই, গোটা রাজ্যের মানুষ চায়। সেই আশাতেই আমরা বসে রয়েছি।'

নিগমে চাপে পার্থ

কোচবিহার, ২৩ সেপ্টেম্বর : ঘরে, বাইরে চাপের মুখে পড়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। একদিকে চাকরিতে দুর্নীতি, টাকা দিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছেন ছাঁটাই হওয়া বেশকিছু বাসচালক। তাঁরা কোচবিহার পরিবহণ ভবনের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থানে বসেছেন। অন্যদিকে, লেডিজ স্পেশাল বাস চালানো, কোচবিহার ডিপোর আয় কমের বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যানকে কাঠগড়ায় তুলে শাসক তৃণমূলেরই শ্রমিক সংগঠন আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছে।

সোমবার বিভিন্ন দাবিতে নিগমের কোচবিহার ডিপোর ডিপো ইনচার্জকে স্মারকলিপি দেয় নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাস বলেন, 'বাধ্য হয়ে এই পথে নামতে হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, কোনও আলোচনা না করে ইউনিয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রশাসনিক স্তর থেকে একটা সমান্তরাল ইউনিয়ন চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। নিগমের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন মহিলা কর্মীদের কনডাক্টর হিসেবে বাসে যেতে হবে। মহিলা কর্মীদের এখন সকলের বয়স হয়েছে। তাঁরা দীর্ঘদিন বসে কাজ করছেন। হঠাৎ করে কোন নির্দেশনামায় এটা করা যায় তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, লেডিজ স্পেশাল চলুক। পরিকাঠামো ঠিক করে লেডিজ স্পেশাল চালানো হোক।

চেয়ারম্যান অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'সময়ের প্রয়োজনে লেডিজ স্পেশাল চালু করা হবে। বোর্ড মিটিংয়ে সেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিকাঠামো পুরোপুরি নেই সেটা ঠিকই। তবে সংস্থার কিছু মহিলা কর্মী কনডাক্টর হিসেবে রয়েছেন। তাঁরা অফিসে এখন কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যেই কয়েকজন লেডিজ স্পেশালের দায়িত্ব সামলাবেন।' চাকরিতে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন, এই অভিযোগ আগেও একবার করা হয়েছিল। তবে তাঁদের যখন নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের যখন কাজ চলে যায় হয় সেই সময় আমি চেয়ারম্যান ছিলাম না।

সন্দীপের জেল হেপাজত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে ফরেন্সিক রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। সেই রিপোর্ট খোলার জন্য আদালতে আবেদন করে সিবিআই। সেই অনুমতি দিয়েছে আদালত। ফলে সন্দীপ ঘোষের নার্কো অ্যানালিসিস টেস্টের অনুমোদন নেওয়ার দিন পিছিয়ে গেল। সিবিআইয়ের যুক্তি মেনে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক সুজিত কুমার ঝা। এদিন সন্দীপের জামিনের আবেদন করেননি তাঁর আইনজীবী। বিপ্লব সিংয়ের জামিনের আবেদনের শুনানি ৩০ সেপ্টেম্বর হবে।

নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে রিপোর্ট খোলা হয়। তবে সিএফএসএল এক্সপার্ট অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর সন্দীপের নার্কো টেস্টের অনুমতি নেওয়া হবে। সোমবার শিয়ালদা আদালতে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার এবং আলিপুর আদালতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। আলিপুর আদালতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ সহ ধৃত ৪ জনকে প্রভাবশালী আখ্যা দিল সিবিআই।

শ্লীলতাহানি

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : হাইকোর্টের অন্দরেই তরুণী আইনজীবীকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল হাইকোর্টেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। লিফটে তাঁকে একা পেয়ে ওই আইনজীবীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন হাইকোর্টের এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে।

বদলাপুরে ধর্ষকের 'এনকাউন্টারে' মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বদলাপুরে স্কুল ছাত্রীদের যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল অক্ষয় শিন্ডে। সোমবার তার মৃত্যু হল পুলিশের এনকাউন্টারে।

পুলিশের দাবি, অন্য একটি মামলায় তদন্তের জন্য এদিন গাড়িতে করে অক্ষয়কে পুনেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আচমকা এক পুলিশ অফিসারের রিভলভার ছিনিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় সে। অন্যদিকে পালটা গুলি চালান এক পুলিশ অফিসার। গুলিতে অক্ষয় গুরুতর জখম হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। অক্ষয়ের গুলিতে এক পুলিশ অফিসারও আহত হয়েছেন। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম অফিসার এখন কেমন আছেন, সে বিষয়ে আপাতত পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। যদিও বিরোধী দল ও অক্ষয়ের পরিবার উভয়পক্ষই এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

সুশান্তর নিন্দায় সুকান্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মতে বাংলায় 'থ্রেট কালচারে'র বিস্তৃতি অনেক। তাঁর অভিযোগ, 'বিধানসভার ভিতরেও থ্রেট কালচার চলে। টলিউডেও চলে। রুদ্রনীল ঘোষের মতো অভিনেতার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি তৃণমূলের কট্টর সমালোচক। তাই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে সোমবার শিলিগুড়ি এসেছিলেন সুকান্ত। আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে তাঁর সমালোচনার বর্শামুখ ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের 'উত্তরবঙ্গ লবি'র দিকে। সুশান্ত রায়ের দৌলতে উত্তরবঙ্গের মানুষের সম্মানটাও নষ্ট করে দিল। সুশান্ত অবশ্য আইএমএ'র রাজ্য শাখার নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রবিবার কলকাতায় আইএমএ'র রাজ্য শাখার বৈঠকে তিনি গিয়েছিলেন বলে খবর ছড়িয়েছিল। বাস্তবে তা ঠিক নয়।

দুই পুলিশ আক্রান্ত

কিশনগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিহারের আরারিয়ার মহলগাঁওয়ে ভূমি বিবাদ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। রবিবার রাতে মারমুখী জনতার হামলায় দুই পুলিশ আধিকারিক মারাত্মক আহত হন। তাঁরা হলেন এসআই নুসরত পারভিন ও এএসআই বীরেন্দ্রকুমার নট। তাঁদের প্রথমে জউকিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে পূর্ণিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামপুকার সিং জানিয়েছেন। তাঁর দাবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প করা রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহলগাঁওয়ে রবিবার রাত থেকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে রামপুকার সিংয়ের দাবি।

পরকীয়ার শাস্তি

প্রথম পাতার পর

একাংশই সালিশি সভা বসিয়ে এই 'সাজা' ঘোষণা করেছে। স্থানীয় কয়েকজন আটকানোর চেষ্টা করলেও তাদের চোখরাঙানির সামনে টিকতে পারেননি।

নাফিস বলছেন, 'বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে। সালিশি সভা করে যুগলকে ন্যাড়া করার ঘটনা জানতেই গ্রামে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করি। আদিবাসী সমাজের মাথাদের একাংশই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

গ্রামের মাতব্বররা ওই যুগলকে সামাজিকভাবে বয়কট করার ঘোষণা করেছিল কি না তা নিয়ে স্পষ্ট করে এদিন মুখ খুলতে চাননি গ্রামবাসীরা। আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক জাসকেল হাঁসদার কথায়, 'অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমাদের সমাজের এবং আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যারা সালিশি করে এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের কঠোর সাজা চাই। পুলিশকেও আমরা বিষয়টি জানিয়েছি। মহিলা কোনও অন্যায় করে থাকলে তার জন্য আইন আদালত ছিল।'

পরকীয়ার অভিযোগে সালিশি সভায় যুগলকে মারধরের ঘটনায় হইচই পড়েছিল চোপড়ায়। সেই ঘটনার আঁচ পৌঁছেছিল নয়াদিল্লিতেও। কিন্তু তাতেও যে সমাজের মাতব্বরদের দাপট এতটুকু কমেনি, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ইসলামপুরের এই ঘটনা।

শেষ ইন্সপিরিয়ায় এসপেরানজা ৪.০

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইন্সপিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে স্কুল অফ ডিজাইন অ্যান্ড মিডিয়া সফলভাবে আয়োজন করল 'এসপেরানজা ৪.০'। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় মিডিয়া সম্পর্কিত উৎসব। সেখানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, মিডিয়াতে এআই-এর ব্যবহার এবং স্থায়িত্ব। তিনদিনের অনুষ্ঠান শেষে মিডিয়া ও ডিজাইন বিভাগ একটি বিশেষ ডিনারের আয়োজন করেছিল। যা শুরু হয় রাত ৮টা থেকে। এই অনুষ্ঠানে ছিল নানা ধরনের জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা, এআই নিয়ে কর্মশালা। অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়েছেন পরিবেশবান্ধবতায়। 'এসপেরানজা ৪.০' সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। ইন্সপিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসের কোফাউন্ডার এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি অতুল গুপ্তা বলেন, 'এই অনুষ্ঠান মিডিয়া বিভাগের পড়ুয়াদের কাছে বিস্তর সুযোগ থাকে। তারা প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিকতম জ্ঞান আহরণ করতে পারে। একজন দায়িত্ববান পেশাদার হিসেবে তৈরি করতে পারে নিজেকে।'

মাছের খোঁজে জলপাইগুড়িতে তিস্তা স্পারে। ছবি ঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

স্কুলের শিফট এগিয়ে

প্রথম পাতার পর

প্রচণ্ড গরমে এদিন জলপাইগুড়ির মেটেলি সার্কেলের দুটি, ময়নাগুড়ি উত্তর সার্কেলের একটি ও রাজগঞ্জ পশ্চিম সার্কেলের একটি স্কুলে পড়ুয়াদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদিন ওই জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। পরিস্থিতি দেখে সকালের শিফটে স্কুলগুলির সময় এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য এদিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ মহলে যোগাযোগ করা হয়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় (প্রাথমিক) বলেন, 'আবহাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী তীব্র গরম কমতে চলেছে। তাই একটু দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রচণ্ড গরমে কোচবিহারের পড়ুয়ারাও সমস্যায়। কোদালখেতি হরচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'গরমের কারণে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে। যারা আসছে তারা মাথাব্যথা, জ্বরের মতো সমস্যার কথা বলছে।' পূর্ব হাঁড়িভাঙ্গা ফোর্থ প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তপনকুমার ভৌমিকও একই সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা ব্লক সহ বিভিন্ন এলাকাতেও একই ছবি। লো ভোল্টেজ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

বন্যা নিয়ে তোপ

প্রথম পাতার পর

তা না থাকলে সিবিআই হোক বা অন্য কোনও সংস্থা, কেউই কিছু করতে পারবে না। তথ্যপ্রমাণ তো আগেই মুছে দেওয়া হয়েছে। আদৌ আসল অপরাধী ধরা পড়বে কি না সেই ব্যাপারে আমাদেরও সন্দেহ রয়েছে। তথ্যপ্রমাণ না থাকলে সিবিআই কী করবে? যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে যদি ১ হাজার জন পা মাড়িয়ে দেয়, সেখানে কি তথ্যপ্রমাণ থাকে?'

বীরভূমে মঙ্গলবারে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় অনুব্রত মণ্ডলের থাকার সম্ভাবনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করবেন তাঁর বীর, বাঘকে মঞ্চে রাখবেন কি না। আমরা তো দেখেছি, জেলখাটা আসামিরা মুখ্যমন্ত্রীর আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। অনুব্রতও ঘুরে বেড়াবেন। তবে উনি কিন্তু ছাড়া পাননি, উনি জামিন পেয়েছেন।'

এদিন সুকান্ত হলদিবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেন। দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের নতুন বাস টার্মিনাস থেকে শুরু হয়। কালীবাড়ির নেতাজি মূর্তি হয়ে পুরোনো বাস টার্মিনাসে এসে শেষ হয়। সুকান্ত বলেন, 'রাজ্যের শাসকদল পুলিশের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসুক, জেলার সমস্ত তৃণমূলের পার্টি অফিসে তালা লাগানো হবে।' জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি বাপি গোস্বামী তৃণমূলের নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা বিজেপির কর্মীদের ফাঁসাবে তাদের ন্যাংটা করে ঝাড়ু দিয়ে পেটানো হবে।' জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি এ বছর কোনও পুজোর উদ্বোধন করবেন না।

'থ্রেট কালচার'

প্রথম পাতার পর

কে যে কখন কোথায় ছিটকে যাবে জানে না কেউ। সবসময় তটস্থ থাকতে হয় সবাইকে। উত্তরবঙ্গ লবির ডাক্তারবাবুরা সবাই প্রভাবশালী, কেউ পদস্থ কর্তা, ফ্যাকাল্টি, হাউস স্টাফ কিংবা সিনিয়ার রেসিডেন্ট। আর আছে ক্ষমতাশালী মেডিকেল কাউন্সিল।

এই 'থ্রেট কালচার' এখন আলোচনার কেন্দ্রে। এই সংস্কৃতির মাথা সন্দীপ ঘোষ থেকে শুরু করে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে, সৌরভ পাল, আশিস পান্ডেরা পরিচিতি পেয়ে গিয়েছে। এমন কম করেও একশোরও বেশি হুমকি সংস্কৃতির পান্ডা রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে। বড় মাথা জনা তেরো। বাদবাকি কোথাও আঠারো-উনিশজন, কোথাও দশ-বারোজন। সর্বত্র এরাই শেষকথা। এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মেডিকেল কাউন্সিল, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের সমঝে না চললেই কপালে শনি। এর সঙ্গে রয়েছে বিপুল দুর্নীতি। মালপত্র কেনার টেন্ডার থেকে শুরু করে বর্জ্য পাচার, মেরামতি থেকে লোক নিয়োগ সব জায়গাতেই তাদেরই দাদাগিরি।

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পরেই নাড়াচাড়া পড়েছে। অবশেষে একপ্রকার বাধ্য হয়েই একের পর এক মাথাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আরজি করের ৫১ জন হাউস স্টাফ, আরএমও, পিজিটি ইন্টার্নকে কলেজ হাসপাতালের কাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কল্যাণীর জেএনএম থেকে এক লপ্তে ৪০ জনকে ছ'মাসের জন্য কলেজ-হাসপাতাল এবং হস্টেল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চার জুনিয়ার ডাক্তারের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদের একজন অভীক দে সাসপেন্ড হয়েছে ইতিমধ্যেই। সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।

প্রশ্ন হল, রাজনৈতিক আশকারা না থাকলে এরা এতদিন ধরে অবাধে এমন হুমকি সংস্কৃতি চালিয়ে যেতে পারল কী করে? নানাভাবে এদের হাতেই হেনস্তা হতে হয়েছে হবু ডাক্তারবাবুদের। অন্য রাজনীতির সমর্থক হলে তার দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। এসব কথা উপরওয়ালারা জানতেন না? জানত না স্বাস্থ্য ভবন? প্রতিটি হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির মাথায় ছিলেন কারা? কাদের দাপটে কোনও নালিশের সুরাহা হত না, উলটে অভিযোগকারীকেই দূরে বদলি করে দেওয়া হত? প্রশ্নটা সহজ আর উত্তরও জানা।

এর উপরে আছে দুর্নীতির অজস্র অভিযোগ। তার তদন্ত চলছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন চোখ খুলে দিয়েছে সবার। এখনও সময় আছে। কড়া হতে এসব আগাছা নির্মূল না করলে সামনে বিপদ। প্রতিটি হাসপাতালে এই হুমকি সংস্কৃতির পান্ডাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষের আস্থা হারানো শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আগুনে আশ্বিন

প্রথম পাতার পর

৪০.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ১০ দিনের ব্যবধানে ১৩ সেপ্টেম্বরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে জলপাইগুড়ি। ওইদিন ৩৮.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে ১৯৮৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের (৩৮.৫) রেকর্ড ভেঙেছিল তিস্তাপাড়ের শহর। এদিন জলপাইগুড়ির অবস্থান ৩৮.৮ ডিগ্রিতে।

কোচবিহারেও এদিন পারদ চড়েছে চরচর করে। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধরা পড়েছে ৩৭.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ডুয়ার্সেও স্বস্তি ছিল না এতটুকু। জঙ্গলে ছায়ার খোঁজে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও হতাশ হতে হয়েছে।

তাঁরা যে অতীতে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি তা স্পষ্ট করে দিয়ে দার্জিলিং ম্যালের ব্যবসায়ী প্রবীণ মুখিয়া বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে প্রাণে মারা যাব।' তিনিও জানতে চাইলেন বৃষ্টি কবে?

উত্তরবঙ্গের বাকি অংশের থেকে মালদার তাপমাত্রা এদিন তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন শুষ্ক আবহাওয়ায় গলদঘর্ম গৌড়বঙ্গের এই জনপদও। পরিস্থিতির খুব একটা তফাত নেই বালুরঘাট বা রায়গঞ্জের। রায়গঞ্জের তুলসিতলার বাসিন্দা পার্থ বসুর বক্তব্য, 'কুলিকের জলে হাত দেওয়া যাচ্ছে না, এতটাই গরম। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের পরিস্থিতিটা কেমন!'

মালদার পিরোজপুরের বাসিন্দা ভাস্বতী মানির আশঙ্কা, '২৪ ঘণ্টা এসি চালিয়ে থাকতে হচ্ছে। বুঝতে পারছি না বিদ্যুতের বিল কোথায় গিয়ে ঠেকবে। পুজোর খরচের টাকায় যদি বিদ্যুতের মাসুল বাবদ খরচ করতে হয়, এর থেকে দুঃখের কিছু হতে পারে না।' তাঁরও প্রশ্ন, 'আর কবে হবে বৃষ্টি?'

পুরুলিয়াকে টেক্কা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বাগডোগরার। সেখানকার প্রবীণ বাসিন্দা মিলন সরকার বলছেন, 'চার দশকের বেশি সময় ধরে এখানে রয়েছি। কিন্তু দিনের পর দিন এমন অসহ্য গরমে কাটাতে হয়নি কখনও।' এশিয়ান হাইওয়ে বানাতে নির্বিচারে গাছ কাটার জন্যই এমন পরিস্থিতি, দাবি তাঁর।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ৩৯.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে শিলিগুড়ি গড়েছিল সর্বকালীন রেকর্ড। এদিন অবশ্য রেকর্ড ভাঙার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি উত্তরের অলিখিত রাজধানী।

গত শনিবার ২৬.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে ২৫ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল গ্যাংটক। সোমবার শনিবারকে টপকে সিকিমের রাজধানী ২৬.৮-এ দাঁড়িয়ে। ফলে দার্জিলিংয়ের মতো গ্যাংটকে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও চরম অস্বস্তিতে।

তবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, উত্তরে হাওয়া বদল শুরু হবে মঙ্গলবার থেকেই। পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হওয়ায় এবং মায়ানমার উপকূল এলাকায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করায় ভিজতে চলেছে উত্তরের মাটি! ফলে 'আর কবে?'র উত্তর মিলবে অচিরেই।

তোলাবাজির রাজপথ

প্রথম পাতার পর

বারবিশা থেকে বীরপাড়া পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার জাতীয় সড়কেই তোলাবাজদের অত্যাচার সবথেকে বেশি। ওই রুটে হলদিবাড়ি চৌপথি, চেকো সেতু, নোনাই সেতু, মাঝেরডাবরি ডাম্পিং গ্রাউন্ড, পুঁটিমারি, মহাকাল চৌপথি, গরমবস্তি, পোরো, তেলিপাড়া টোল প্লাজা, তুফানগঞ্জের বারকোদালি জোড়াকাঁটা এলাকাতেই ট্রাক আটকে চলছে তোলাবাজি। শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, মালদা, বৈষ্ণবনগর এবং মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরেও আদায় করা হচ্ছে তোলার টাকা।

অসম থেকে বাংলায় ঢুকলেই ট্রাক আটকাচ্ছে সিন্ডিকেট। টাকা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ট্রাকের নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পাঠানো হয় সিন্ডিকেটের গ্রুপে। জঙ্গিপুর পর্যন্ত সেই মেসেজই ট্রাকচালকের ছাড়পত্র। কোনও কারণে কোনও ট্রাক আলিপুরদুয়ারে টাকা না দিলে বা পালিয়ে গেলে সেই ট্রাক যেখানে আটকানো হয়, সেখানে জরিমানা হিসাবে দ্বিগুণ (১২০০০ টাকা) আদায় করা হয়। ছয় হাজারের বাইরে মালদা ও মুর্শিদাবাদ দুই জেলার জন্য আলাদা করে ট্রাক প্রতি ৮২৫ টাকা আদায় করা হচ্ছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে সিন্ডিকেটের একটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় ক্ষুব্ধ জনতা।

জেলার খেলা

সেমিতে ভিএনসি, উইনার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সাবিত্রী বর্মন, জয়শ্রী গুপ্ত, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ট্রফি মহিলাদের ১৩ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ভিএনসি মর্নিং সকার ও উইনার্স ফুটবল কোচিং ক্যাম্প। সোমবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ভিএনসি ২-১ গোলে মধুর মিলন সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শ্রাবন্তী মণ্ডল ও ম্যাচের সেরা অদিতি পারিয়াল গোল করেন। মধুর মিলনের গোলটি রীতিকা চিকবড়াইকের। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে উইনার্স ২-০ গোলে জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন প্রমীলা দাস ও ম্যাচের সেরা মমতা রায়।

পিছোল ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার, কল্যাণ সেনগুপ্ত ও ডাঃ পিআর সেন ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলের ফাইনালে মঙ্গলবার তরুণ তীর্থ এফসি ও দেশবন্ধু তরাই মর্নিং ফুটবল ক্যাম্পের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগামীকাল অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য ফুটবলে খেলতে শিলিগুড়ি দল কলকাতা রওনা হবে। তাই মহিলা ফুটবলের ফাইনালের সঙ্গে বৃহস্পতিবার এই খেলাটিও দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ফাইনাল বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ও অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ফাইনাল সন্ধে ৬টা থেকে হবে।

ক্রিকেট কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৮ ছেলেদের সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং শেষ হয়েছে। তবে সিএবি থেকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে স্থানীয় কোচদের দিয়ে আরও এক সপ্তাহ কোচিং চালিয়ে যেতে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'শৌনক দাসের সঙ্গে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকা কোচরাই বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্যাম্প করবেন। স্টেডিয়ামে এখন ৬০ জন মেয়েও অনুশীলন করছে। ওদের জন্য সিএবি থেকে কোচ চেয়েছি আমি। শীঘ্রই এই আবেদন সচিব কুন্তল গোস্বামী সিএবি-তে জানাবেন।'

সেরা ওয়াইএসসি

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : যুব ভাই কমিটির ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চিতলঘাটা ওয়াইএসসি ক্লাব। রবিবার ফাইনালে ২-০ গোলে দেওয়ানজাগির দলকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা অনিকেত তামাং জোড়া গোল করেন। ফাইনালের সেরা সওগাত ছেত্রী। প্রীতি ম্যাচে চোপড়া থানার পুলিশ ৩-০ গোলে বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে জয় পায়।

সেন্ট জন সেরা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেরা হল কালিম্পংয়ের সেন্ট জন স্কুল। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা। মোট ২০টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বিজয়ী হয় কালিম্পং জেলার সেন্ট জন স্কুল। তাদের হাতে সেরার ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

খেলায় আজ

২০০৭ : ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথম টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। সবাধিক ৭৫ রান করেন গৌতম গম্ভীর।

সেরা অফবিট খবর

তাকাওনি কেন

চেন্নাই টেস্টে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সাক্ষাৎকার নেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের দুই মেয়ে। সেখানেই অশ্বীন ফাঁস করেন তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ ছিল কেন তাঁর দিকে তিনি তাকান না? বলেন, আসলে ম্যাচ খেলতে নামার সময় পরিবারের দিকে তাকানো কঠিন হয়। এখন অবশ্য মনে করে তাকাই। কারণ বাচ্চারা বলতে থাকে যে কেন আমাদের হাই বলোনি? অশ্বীনের এমন কথা শুনে হাসতে থাকেন প্রীতি।

ভাইরাল

অদলবদল

চেন্নাই টেস্টের মাঝে সানগ্লাস অদলবদল করতে দেখা যায় বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্থকে। পন্থের হাতে গ্লাভস থাকায় বিরাট নিজের চশমা খুলে তাঁকে পরিয়ে দেন। ঋষভ এরপরই কোহলির হাতে নিজের সানগ্লাস তুলে দেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলাদের ফুটবলে সোমবার দুরন্ত ফুটবলের সঙ্গে একটি গোল করে ম্যাচের সেরা নিবাচিত হয়েছেন অদিতি পারিয়াল। ম্যাচে তাঁর দল ভিএনসি মর্নিং সকার ২-১ গোলে হারিয়েছে মধুর মিলন সংঘকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারত প্রথম কাদের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ডোম্মারাজু গুকেশ,
২. হ্যারি কেন।

সঠিক উত্তরদাতারা

তুষার বর্মন, নীলরতন হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, নীলেশ হালদার, অমৃত হালদার, ডিআরবি বসাক, উৎস প্রামাণিক, অসীম হালদার, সমীর পাল, শ্বেতা দে, সুখেন স্বর্ণকার, নির্মল সরকার, দেবোজিৎ কাঞ্জিলাল, কুরুমউদ্দিন মোল্লা।

গাভাসকারের জমি রাহানেকে

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর : সুনীল গাভাসকারের থেকে জমি ফেরত নিয়ে এবার তা তুলে দেওয়া হল আজিঙ্কা রাহানেকে! মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে এমনই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য ১৯৮৮ সালে বান্দ্রায় ২০০০ স্কোয়ার মিটার জমি সুনীল গাভাসকারকে দেওয়া হয়। যদিও অ্যাকাডেমি নিয়ে বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি। যা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল এতদিন। সেই জমিই এবার অ্যাকাডেমি তৈরিতে তিরিশ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হল মুম্বই রনজি দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেকে। এই ব্যাপারে প্রাক্তন মন্ত্রী জিতেন্দ্র আওহাত বলেছেন, 'আমিও পদক্ষেপ করেছিলাম ২০২১ সালে। বান্দ্রার প্রাইম লোকেশনে বিশাল প্লট দেওয়ার পরও তা পড়েছিল। চুক্তিমাফিক ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোনও কাজই হয়নি। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তির নামে জমি হওয়ায় চুক্তি বাতিল করতে পারিনি। অবশেষে তা হল।'

বিশ্বনাথন আনন্দের থেকে দাবা অলিম্পিয়াড জয়ের ট্রফি নিচ্ছে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল (বাঁয়ে)। ট্রফি নিয়ে মঞ্চেই একপ্রস্থ বিজয়োৎসব সারলেন ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, ভিদিত গুজরাটি, পেন্তালা হরিকৃষ্ণরা।

রোহিত-মেসির স্টাইলে ট্রফি সেলিব্রেশন অর্জুন-প্রজ্ঞানানন্দদের

প্রথম চার জয় সাহস জুগিয়েছিল : গুকেশ

বুদাপেস্ট, ২৩ সেপ্টেম্বর : দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের প্রথম পদক এসেছিল ২০১৪ সালে। কিন্তু তখন ভারতীয় দাবা বলতে গোটা বিশ্ব শুধু বিশ্বনাথন আনন্দের নাম জানত। কিংবদন্তি 'ভিশি'-র দীর্ঘ ছায়া থেকে যে ভারতীয় দাবা একটু একটু করে বেরোচ্ছে সেটার প্রমাণ গত কয়েক বছরে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু বৈশালীরা দিয়েছিলেন। রবিবার বুদাপেস্টে দাবা অলিম্পিয়াডে ঐতিহাসিক ছয়টি সোনা জিতে গুকেশরা বুঝিয়ে দিলেন, ভারতীয় দাবার সোনালি প্রজন্ম বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠতে প্রস্তুত।

দাবা মূলত ব্যক্তিগত খেলা হলেও অলিম্পিক কী বিষম বস্তু তা বোঝানোর জন্য ছোট্ট পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। মার্কিন কিংবদন্তি ববি ফিশার দাবা অলিম্পিয়াড থেকে মাত্র দুইটি রুপোর পদক গলায় ঝোলাতে পেরেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের চোখে সর্বকালের সেরা নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেনের ক্যাবিনেটে কোনও দাবা অলিম্পিয়াডের পদক নেই। সেখানে চৌষট্টি খোপের সাদা-কালোর দুনিয়ায় ভারতের জোড়া সোনালি অধ্যায়-বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

২০২২ সালের কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পর দলের সঙ্গে লিওনেল মেসির ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনের স্টাইল এখনও ফুটবলপ্রেমীদের 'লুপে' চলতে থাকে। চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপ জিতে যা নকল করেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। রবিবার আনন্দের থেকে বহু কাঙ্ক্ষিত ট্রফি হাতে পেয়ে ভারতীয় দাবাড়ুরাও সেই স্টাইল অনুকরণ করলেন।

পুরুষ বিভাগে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে গুকেশের। টুর্নামেন্টে আটটি জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সোনা-আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ডিং লিরেনের টক্কর নেওয়ার রিহার্সাল ভালোমতোই সেরে রাখলেন চেন্নাইয়ের ১৮ বছরের এই তারকা। ট্রফি নিয়ে উৎসবের ফাঁকে গুকেশ বলেছেন, 'প্রথম চার জয় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার জন্য দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। নিজের খেলায় আমি খুশি। দল হিসেবে আমরা অবিশ্বাস্য আধিপত্য দেখিয়েছি। স্বপ্ন সত্যি হল।'

৩ নম্বর বোর্ডে ব্যক্তিগত সোনা জিতেছেন ২১ বছরের অর্জুন। দলের অন্যতম সেরা হয়েও ৩ নম্বর বোর্ডে খেলার কারণ প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছেন, 'এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজি ছিল। গুকেশ ১ নম্বর বোর্ডে ভালো খেলছিল। তাই আমি ৩ নম্বর বোর্ড বেছেছিলাম। আফসোসের কিছু নেই।'

দুই বছর আগে চেন্নাইয়ে দাবা অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ এসেছিল মহিলা বিভাগ থেকে। সেই দলের বৈশালী, হারিকা দ্রোণাভাল্লি, তানিয়া সচদেব এবারও ছিলেন। ২০২২ সালের হতাশা মেটার তৃপ্তি তানিয়ার গলায় শোনা গিয়েছে। বলেছেন, 'এই মুহূর্তের স্বপ্নই গত দুই বছরে দেখে গিয়েছি। শেষবার ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে সত্যি বলতে আনন্দ করতে পারিনি। এখন আমি খুব খুশি।' ২০ বছরের অপেক্ষার অবসানের আনন্দে ভাসছেন হরিকা। বলেছেন, '১৩ বছর বয়সে প্রথমবার দাবা অলিম্পিয়াডে এসেছিলাম। এই টুর্নামেন্টে পদক জেতার স্বপ্ন অবশেষে সত্যি হল। সেরা দল হিসেবেই সোনা জিতেছি আমরা।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তেরঙা হাতে হারিকা দ্রোণাভাল্লি, তানিয়া সচদেব, রমেশবাবু বৈশালীরা।

দাবায় ভারতের প্রথম যা কিছু

দাবা অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ :	১৯৫৬
ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার :	ম্যানুয়েল অ্যারন (১৯৬১)
গ্র্যান্ড মাস্টার :	বিশ্বনাথন আনন্দ (১৯৮৮)
ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন :	বিশ্বনাথন আনন্দ (১৯৯৫)
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন :	বিশ্বনাথন আনন্দ (২০০০)
মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার :	সুব্বারামন বিজয়লক্ষ্মী (২০০১)
দাবা অলিম্পিয়াডে পদক :	ব্রোঞ্জ (২০১৪)
দাবা অলিম্পিয়াডে মহিলাদের পদক :	ব্রোঞ্জ (২০২২)
ক্যান্ডিডেটসে সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন :	ডোম্মারাজু গুকেশ (২০২৪)
দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা জয় :	২০২৪

সোনার স্বাদ কত মিঠে, চেখে দেখছেন ভারতীয় পুরুষ দাবাড়ু দল। বুদাপেস্টে।

দুই সোনাজয়ীকে বরণের অপেক্ষা

রমেশবাবুর পরিবারে দ্বিগুণ আনন্দ

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের এপ্রিলে ক্যান্ডিডেটস দাবা এক নতুন তারকার জন্ম দিয়েছিল। নাম ডোম্মারাজু গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ক্যান্ডিডেটসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে চেন্নাইয়ের ১৮ বছরের ছেলেটাই নভেম্বরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চিনের ডিং লিরেনকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। রবিবার দাবা অলিম্পিয়াডে ওপেন বিভাগে ভারতের প্রথম সোনা জয়ে অর্জুন এরিগাইসির মতো গুকেশেরও মূল্যবান অবদান রয়েছে। শুধু দলগত নয়, টুর্নামেন্টে আটটি জয়ে ব্যক্তিগত সোনার পদকও গলায় ঝুলিয়েছেন। আর গুকেশের সাফল্যের নেপথ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে তাঁর মা পদ্মার মন্ত্র।

দেশ হোক বা বিদেশ, গুকেশের টুর্নামেন্ট থাকলেই পেশায় মাইক্রোবায়োলজিস্ট পদ্মার নিয়মিত ছেলের সঙ্গে কথা হয়। এভাবেই তিনি গুকেশের অদৃশ্য 'সাপোর্ট স্টাফ' হয়ে উঠেছেন। দাবা অলিম্পিয়াডেও যে নিয়মের অন্যথা হয়নি। রবিবার রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, পেন্তালা হরিকৃষ্ণদের সঙ্গে ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন গুকেশ, চেন্নাইয়ের বাড়িতেও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একপ্রস্থ উৎসব করেছেন পদ্মা।

ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পদ্মা বলেছেন, 'গুকেশ ও ভারতীয় দলের অনবদ্য পারফরমেন্স। গুকেশ প্রতি ম্যাচে উন্নতি করেছে। ওকে নিয়ে আমরা গর্বিত। দল হিসেবে গুকেশরা সোনা জেতায় আমি বেশি খুশি।'

পেশায় ডাক্তার হওয়ায় ছেলের সঙ্গে ট্রাভেল করতে পারেন না পদ্মা। তাঁর হয়ে এই কাজটা করেন গুকেশের বাবা রজনীকান্ত। যিনি নিজেও ডাক্তার। এই প্রসঙ্গে পদ্মা বলেছেন, 'গুকেশের বাবা ওর সলিড পিলার। আমি বাড়ি থেকে গুকেশকে মানসিকভাবে সমর্থন করি। প্রতিটি ম্যাচের আগে ওর সঙ্গে নিয়মিত কথা হয়। এটা গুকেশের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে গিয়েছে। আমরা ফোনে খুব বেশিক্ষণ কথা বলিনা। তবে রোজ কথা হয় আমাদের। আমি ওকে আত্মবিশ্বাস জোগানোর চেষ্টা করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা ইউরোপের অন্য দেশে টুর্নামেন্ট থাকলে সময়ের অনেকটা ফারাক হয়। কিন্তু ওর ফোন না আসা পর্যন্ত জেগে থাকি।'

কার্টুন দেখার নেশা বন্ধ করতে রমেশবাবু ছেলেকে দাবার ক্লাসে ভরতি করে দিয়েছিলেন। সেই রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দই এখন ভারতের অন্যতম সেরা দাবাড়ু। সঙ্গী তাঁর দিদি বৈশালী। প্রজ্ঞা যেমন ওপেন বিভাগে দেশকে সোনা জিততে সাহায্য করেছেন, তেমনি হারিকা দ্রোণাভাল্লি, তানিয়া সচদেবদের পাশে মহিলা বিভাগে দাবা অলিম্পিয়াড থেকে দেশের প্রথম সোনা আনতে সাহায্য করেছেন ২৩ বছরের বৈশালীও। ভারতের ঐতিহাসিক কীর্তির পর জোড়া সোনাজয়ীকে বরণের অপেক্ষায় রমেশবাবুর পরিবার।

দ্বিগুণ আনন্দ নিয়ে বৈশালী-প্রজ্ঞার বাবা রমেশবাবু বলেছেন, 'একই পরিবারে দুই সোনাজয়ী! বাবা হিসেবে আমি গর্বিত। একই অলিম্পিয়াডে প্রজ্ঞা, বৈশালীর সোনা জয়, ওদের সাফল্যকে আরও স্পেশাল করে তুলেছে। সত্যি বলতে, আমাদের তেমন প্রত্যাশা ছিল না। তবে এই সোনা ওদের কেরিয়ারকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। প্রাগ (প্রজ্ঞার ডাকনাম) ও বৈশালী দাবার পিছনে প্রচুর সময় দেয়। কোনও উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ারও সময় পায় না। আমরাও ওদের বাবা মা হিসেবে অনেক আত্মত্যাগ করেছি।'

রোহিতের পরামর্শই প্রেরণা আকাশের

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : ছোট্ট ছুটি। সাময়িক বিরতি!

সাড়ে তিনদিনে চেন্নাই টেস্ট জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ জয়ের পর রবিবাসরীয় দুপুরে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়ালরা।

আর তারপরই সাময়িক বিরতিতে পুরো দল!

গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা নিজেদের শহরে ফিরেছেন। পরিবারের সঙ্গে হঠাৎ পাওয়া ছোট্ট ছুটি কাটিয়ে বুধবার ফের কানপুরে মিলিত হবে দল। তার আগে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও ঋষভ পন্থ পৌঁছে গিয়েছেন দিল্লিতে। কেন তাঁরা আচমকা দিল্লিতে, স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, শুক্রবার থেকে কানপুরের গ্রিন পার্কে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টের আগে দীর্ঘ মরশুমের নীল নকশা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-এর সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়েছে হিটম্যানদের। বিসিসিআইয়ের তরফে এমন বৈঠকের কথা অবশ্য স্বীকার করা হয়নি।

চেন্নাই টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জন্য প্রাপ্তির অভাব নেই। অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের ছন্দ, ঋষভের শতরান, শুভমানের ফর্মে ফেরার পাশে রয়েছে বাংলার আকাশ দীপের দুর্দান্ত বোলিংও। কানপুরের গ্রিন পার্কের বাইশ গজে আকাশ তাঁর কেরিয়ারের তিন নম্বর টেস্ট খেলবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু গত মার্চে রাঁচিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকের পর চেন্নাইয়ে সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে বল হাতে আকাশের ছন্দ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ভরসা দিয়েছে। সেই ভরসা থেকেই বড় অঘটন না হলে বছর শেষের অস্ট্রেলিয়া সফরেও নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন বাংলার আকাশ। একইসঙ্গে তিনি অধিনায়ক রোহিত ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিতে মজে রয়েছেন।

কাল কানপুরে টিম ইন্ডিয়া

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে কোহলির থেকে ব্যাট উপহার পেয়েছিলেন আকাশ। চেন্নাইয়ের টিম হোটেলে কোহলি নিজে আকাশের ঘরে হাজির হয়ে সেই ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার আবেগ এখনও রয়েছে তাঁর মধ্যে। আকাশের কথায়, 'চেন্নাই টেস্ট শুরুর আগে আচমকাই হোটেলের ঘরের দরজায় টোকা। খুলে দেখি বিরাটভাই দাঁড়িয়ে। হাতে ব্যাট। আমায় উপহার দেয় সেই ব্যাট। আমি দ্রুত সেই ব্যাটে ওকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিই। হয়তো কোনওদিনও সেই ব্যাটে ব্যাটিং করব না আমি। সাজিয়ে রেখে দেব ব্যাটটা।' কোহলির থেকে আচমকা পাওয়া উপহারের আবেগের পাশে আকাশের মধ্যে রয়েছে অধিনায়ক হিটম্যানের থেকে পাওয়া ভরসাও। বল হাতে আকাশকে সবসময় উৎসাহ দেন রোহিত। উইকেট পাওয়ার পরও ডেলিভারি নো হলেও রোহিত বলেন, 'সামনে তাকাও। এগিয়ে চল। ক্রিকেটে এমনটা হয়েই থাকে।'

নো বলে উইকেট হাতছাড়া হওয়ার পর আকাশ দীপকে সামনে তাকাতে বলেন রোহিত শর্মা।

বিহারের সাসারাম শহরের নাম ভারতীয় ক্রিকেট মানচিত্রে কয়েক বছর আগেও ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন সাসারামের নাম সবারই জানা। সেখান থেকেই বাংলা হয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে আকাশ। তাঁর কথায়, 'আমার অল্পদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারে যতজন অধিনায়ক দেখেছি, তার মধ্যে রোহিতভাই সেরা। অসম্ভব ঠান্ডা মাথা। সবসময় উৎসাহ দিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে মূল্যবান পরামর্শও। বিশ্বাস করুন, রোহিতভাইয়ের মতো অধিনায়ককে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' ভাগ্য এবার আকাশকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটাই দেখার।

ভারত থেকে শিখুক পাকিস্তান বোর্ড : কামরান

লাহোর, ২৩ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এরমধ্যেই ইংল্যান্ড সিরিজের সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে বড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ৭ অক্টোবর মুলতানে সিরিজের প্রথম টেস্ট। মাঝে মাত্র সপ্তাহ দুয়েক। কিন্তু এখনও আন্তর্জাতিক মিডিয়া স্বত্ব চুক্তি হয়নি। দেশি-বিদেশি বেশ কিছু সংস্থা এগিয়ে এলেও পিসিবি-র প্রত্যাশিত অর্থের অর্ধেকও কেউ দিতে নারাজ।

সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে জমা পড়া বিড আর্থিক কারণে বাতিল করেছে পিসিবি। কিন্তু মাঝে কিছুদিন কেটে গেলেও নতুন কেউ এগিয়ে আসেনি। স্কাই স্পোর্টস আগ্রহ দেখালেও সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে পাকিস্তানের বাইরে ইংল্যান্ড সিরিজের ম্যাচ সম্প্রচার নিয়ে অচলাবস্থা।

পাক সংবাদমাধ্যমের খবর, তিন বছরের আন্তর্জাতিক মিডিয়া স্বত্বের জন্য ২১ মিলিয়ন ডলার দাবি করে পিসিবি। কিন্তু সেই অঙ্কের ধারেকাছে কোনও বিড জমা পড়েনি। সর্বোচ্চ ৭.৮ মিলিয়ন ডলারের বিড করে স্পোর্টস ফাইভ নামে এক বিদেশি সংস্থা। বাকি দুই সংস্থার বিড যথাক্রমে ৪.১ ও ২.২৫ মিলিয়ন ডলার। প্রাথমিকভাবে রাজি না হলেও শেষপর্যন্ত ক্ষতি মেনে নিয়েই কম অর্থেই রাজি হতে চলেছে পিসিবি।

এদিকে পাক ক্রিকেটের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে পিসিবি-কে নিশানা করেছেন কামরান আকমল। পরামর্শ, ভারতের থেকে শিক্ষা নিক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। চেন্নাই টেস্টে বাংলাদেশকে ভারত দুরমুশ করার পর কামরান বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের পেশাদারিত্ব, ভারতীয় দল, নির্বাচক কমিটি, অধিনায়ক, কোচ- সবকিছু থেকে শিক্ষা নিক পিসিবি। এইসব বিষয়ই একটা দলকে এক নম্বর করে তোলে। আমরা যদি সবদিক থেকে সঠিক হই, তাহলে এই পরিণতি হয় না। বাস্তব মানতে হবে। ইগো দেখালে চলবে না। আর এটাই সমস্যা পাক ক্রিকেটের।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কামরান। তাঁর কথায়, 'অসাধারণ পারফরমেন্স। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট। কঠিন পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরি। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ম্যাচ জেতানো যুগলবন্দি। এই দুইজনকে ছাড়া হোম সিরিজে ভারতের পক্ষে দল অসম্পূর্ণ। বিগ পারফর্মার, ধারাবাহিকভাবে যার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। আর ঋষভ পন্থ যেভাবে ফিরে এসেছে, মেডিকেল প্যানেলকে কুর্নিশ জানাব। কুর্নিশ ওর ট্রেনারদের, যাঁরা ঋষভকে এভাবে মাঠে ফিরতে সাহায্য করেছে।'

বিসিসিআইয়ের পেশাদারিত্ব, ভারতীয় দল, নির্বাচক কমিটি, অধিনায়ক, কোচ- সবকিছু থেকে শিক্ষা নিক পিসিবি। এইসব বিষয়ই একটা দলকে এক নম্বর করে তোলে। আমরা যদি সবদিক থেকে সঠিক হই, তাহলে এই পরিণতি হয় না। বাস্তব মানতে হবে। ইগো দেখালে চলবে না। আর এটাই সমস্যা পাকিস্তান ক্রিকেটের।

কামরান আকমল

'প্রথম ইনিংসেও সেঞ্চুরি পেত পন্থ'

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ৩৯ ও ১০৯।

প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ঋষভ পন্থের সংগ্রহ। দীর্ঘ ৬২৯ দিন পর টেস্ট আঙিনায় পা রাখলেও ব্যাটিং বা উইকেটকিপিংয়ে তার ছাপ এতটুকু দেখা যায়নি। নভেম্বরে গুরুত্বপূর্ণ অজি সফরের প্রাক্কালে ঋষভের যে ফর্ম নিশ্চিতভাবেই বড় ভরসার জায়গা ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য।

প্রাক্তনরাও প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। তবে ঋষভ পন্থের ছোটবেলার কোচ দেবেন্দ্র শর্মা পুরোপুরি খুশি হতে পারছেন না! যুক্তি, প্রথম ইনিংসেও শতরান করার ভালো সুযোগ ছিল। ঋষভ তা হাতছাড়া করায় কিছুটা হলেও তিনি হতাশ। প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে বলতে গিয়ে দেবেন্দ্র বলেছেন, 'চেন্নাই টেস্টে ঋষভের পারফরমেন্স, দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান পাওয়ায় আমি অবশ্যই খুশি। তবে প্রথম ইনিংসেও সেঞ্চুরি করতে পারত। তা না পাওয়ায় কিছুটা হলেও আমি হতাশ।'

জোড়া শতরান হাতছাড়ায় হতাশ কোচ

উত্তরাখণ্ড থেকে ক্রিকেট কেরিয়ার গড়তে দিল্লিতে পা রাখেন ঋষভ। প্রয়াত কোচ তারক সিনহার হাত ধরে সনেট ক্লাবে যোগদান। পেয়েছিলেন দেবেন্দ্রকেও। ক্রমে ক্লাব, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতীয় দলের অন্দরমহল। দ্বিতীয় ইনিংসে ছাত্রের শতরানের ইনিংস নিয়ে দেবেন্দ্র দাবি করেন, প্রায় নিখুঁত ইনিংস। দীর্ঘদিন পর ফিরেই সেঞ্চুরি। ফলে এই ইনিংসের গুরুত্ব ঋষভের কাছে অপরিসীম।

সনেট ক্লাবের অন্যতম কোচ দেবেন্দ্র বলেছেন, 'সড়ক দুর্ঘটনার পর যে লড়াই করে ফিরেছে ও, সেখানে এই পারফরমেন্স আরও বেশি মূল্যবান। যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সেখান থেকে টেস্টের ধকল নেওয়া সহজ ছিল না। কৃতিত্বটা দেব ওর মানসিক দৃঢ়তাকে। আসলে ও যদি কিছু ঠিক করে, তাহলে করেই ছাড়বে। গত কয়েক মাসে দীর্ঘ সময় এনসিএ-তে কাটিয়েছে। তারপর দলীপ খেলে জাতীয় দল। দলীপে নামার আগে এনসিএ-তে অনুশীলন ওর পক্ষে গিয়েছে।'

উঠতি তারকাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দিল্লি মহিলা দলের নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য দেবেন্দ্রর দাবি, আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে ঋষভ। আগ্রাসন সেই এক। কিন্তু শট নির্বাচনে এখন অনেক বেশি পরিণত। বল বেছে বেছে শট খেলছে। যার প্রতিফলন চেন্নাই টেস্টের সেঞ্চুরি ইনিংস।

মুম্বইয়ের নেতা রাহানে, ফিরছেন শার্দূল

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর : আসন্ন ইরানি ট্রফিতে আজিঙ্কা রাহানে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। ১ অক্টোবর লখনউয়ে শুরু হতে চলা ইরানি ট্রফির মুম্বই দলে অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরও ফিরতে চলেছেন। চোট সারিয়ে তিনি এখন ফিট। তবে দীর্ঘসময় প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মধ্যে না থাকা শার্দূলের ফিটনেসের অবস্থাটা ঠিক কেমন, ইরানি ট্রফিতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ারও ইরানি ট্রফিতে সুযোগ পাচ্ছেন। জাতীয় দলের বাইরে চলে যাওয়া শ্রেয়স দলীপ ট্রফিতে কার্যত ব্যর্থ। ইরানিতে তিনি মুম্বইয়ের হয়ে কেমন করেন, সেদিকে নজর থাকবে।

বদলা নিয়ে জয়ে ফিরল বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩ (দীপেন্দু, শুভাশিস ও কামিংস) নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-২ (বেমামের ও অ্যালাড্ডিন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সবে তখন আলোচনা শুরু হয়েছে, আইএসএলে আসার পর আদৌ দুইটি ড্র দিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মরশুম শুরু করেছে? তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ও জেসন কামিংসের গোল। যেন আশীর্বাদ হয়ে মোহনবাগানের উপর ঝরে পড়লেন ফুটবল দেবতা।

মোহনবাগানের জয়ের গোল হল ৮৭ মিনিটে। গ্রেগ স্টুয়ার্টের ক্রস থেকে সাহাল আব্দুল সামাদ হয়ে কামিংস ঘুরিয়ে জালে বলটা রাখতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সবুজ-মেরুন গ্যালারি। ডুরান্ড কাপ ফাইনালের বদলার সঙ্গে সঙ্গে আইএসএলের প্রথম জয়টা জরুরি ছিল। মোট তিন ম্যাচ পর জয় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের।

এদিন কামিংস ও জেমি ম্যাকলারেনকে বেঞ্চে রেখে তিন বিদেশি নিয়ে প্রথম একাদশ নামান মোলিনা। দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও তাঁর সামনে স্টুয়ার্ট। এদিন চার ডিফেন্ডারে দল নামালেও শুরু থেকেই দুই সাইডব্যাক, বিশেষ করে আশিস রাইকে রীতিমতো নড়বড়ে লেগেছে। অ্যালাড্ডিন আজারাইয়ের মাধ্যমে ওদিক থেকে প্রচুর আক্রমণ হল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র। ওদিকটায় মনবীর সিংও অফফর্মে। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হারের জেরেই সম্ভবত এদিন হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলকে দেখে ম্যাচের শুরু থেকেই এত কাঁপতে শুরু করে বাগান ডিফেন্স যে মাত্র পাঁচ মিনিটে গোল হজম। অ্যালাড্ডিনের মাইনাস থেকে মহম্মদ আলি বেমামেরের ২২ গজ দূর থেকে নেওয়া জোরাল শট গোটা ডিফেন্সকে দাঁড় করিয়ে পোস্ট ঘেঁষে গোলে ঢোকে। ৩ মিনিটেই অবশ্য গোল পেয়ে যেতে পারত নর্থইস্ট। অ্যালাড্ডিনের শট পোস্টে লেগে ফেরে। এক্ষেত্রেও দোষী আশিস।

২৪ মিনিটে হওয়া দ্বিতীয় গোলটাও ডিফেন্সের দোষে। কাউন্টার অ্যাটাকের সময়ে গোটা দল উঠে যাওয়ায় আর ফিরতে পারেননি। একা টেনে নিয়ে যাওয়া বল অ্যালাড্ডিন দেন জিতিন এমএসকে। তিনি ফের অ্যালাড্ডিনকে দিলে মরোক্কান কোণাকুণি শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান। তাঁর আগে ১০ মিনিটেই অবশ্য দীপেন্দু বিশ্বাসের গোলটা হয়ে গিয়েছে। দিমিত্রিসের ফ্রি কিকে যে অসামান্য তৎপরতায় হেড করে যান তরুণ স্টপার, তার জন্য অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য দীপেন্দুর। এত তারকাখচিত অ্যাটাক লাইন থাকা সত্ত্বেও বাগানের দ্বিতীয় গোলও ডিফেন্ডারের। ৬১ মিনিটে স্টুয়ার্টের ক্রস টম অ্যালড্রেড হেড করলে তা বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যান গুরমিত সিং। সামনে দাঁড়ানো শুভাশিস বল গোলে ঠেলে দেন। নর্থইস্ট ফাউল বলে দাবি করলেও রেফারি জামাল মহম্মদ গ্রাহ্য করেননি। এই গোলের আগে কামিংস ও সাহালকে নামিয়ে আক্রমণে ধার বাড়ান মোলিনা। ৭৭ মিনিটে এদিন প্রথম মাঠে নামলেন জেমি ম্যাকলারেন। তবে প্রথমদিনে তিনি নায়ক হতে পারলেন না। ৮৬ মিনিটে গুরমিত বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে উঠে গিয়ে ফিরতে না পারা সত্ত্বেও তিনি ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ।

পিছিয়ে থাকা মোহনবাগানকে সমতায় ফেরানোর পর শুভাশিস বসুকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন জেসন কামিংস। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সোমবার।

প্রথম মাঠে নামলেন ম্যাকলারেন

> দীপেন্দুর খেলায় আমি খুশি। খুব ভালো গোল করেছে। ওকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। নিজেকে যদি আরও ঘষেমেজে নিতে পারে তাহলে হয়তো একদিন ভারতীয় দলে খেলবে দীপেন্দু।
>
> **হোসে মোলিনা**

মোহনবাগান ও নর্থইস্ট প্রথমার্ধেই অন্তত আরও গোটা কয়েক গোল পেতে পারত। ৩৬ মিনিটে দিমির একাই ডজ করে টলিয়ে দেন প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে। তাঁর তোলা বল গোলরক্ষক গুরমিতের আঙুলে লেগে বেরিয়ে এলে ফিরতি বলে মনবীরের হেড ফের বাঁচান তিনি। ৩৮ মিনিটে স্টুয়ার্টের শট গোললাইন সেভ করেন মিগুয়েল জাবাকো। ৪৪ মিনিটে আবার পালটা আক্রমণ থেকে গুয়েরমো হিয়েরোর শট বুকে ধাক্কা লেগে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ধরে ফেলেন বিশাল কেইথ। তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানোর দাবিতে এদিন বিশাল টিফো ছিল ম্যাচের শুরুতে। কিন্তু তাঁর সামনে যে ডিফেন্সের হাল তাতে এই ভালোবাসার প্রতিদান তিনি দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, টম, দীপেন্দু, শুভাশিস, মনবীর (সাহাল), আপুইয়া, থাপা (কামিংস), লিস্টন, দিমি (ম্যাকলারেন) ও স্টুয়ার্ট (টাংরি)।

কোচের স্ট্র্যাটেজিতে প্রশ্ন ম্যানেজমেন্টে

সময় দিলে উন্নতি হবে : কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাত্র এক বছরেই শেষ কার্লোস কোয়াদ্রাতের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধুচন্দ্রিমাপর্ব। তাঁরা ডুরান্ড কাপের বিদায় থেকে বিরক্ত ছিলেন। এবার ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে কোচকে নিয়ে। এদিন এই নিয়ে কর্তারা আলোচনাতেও বসেন বলে খবর।

এদিন বেশি রাতের দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছায় গোটা দল। কোচিতে সারাদিনই হোটেলবন্দি হয়েই থাকলেন লাল-হলুদ কোচ-ফুটবলাররা। দুপুর সাড়ে ৩টার পর উড়ান থাকলেও তা প্রায় ঘণ্টা আড়াই দেরি করায় কলকাতায় নামতে নামতে রাত দশটা বেজে যায়। স্বাভাবিকভাবেই রবি-রাতের হারের জেরে গোটা দলই খানিকটা মনমরা বলে শিবিরের খবর। এদিন আর রিকভারিও আর করাননি কোয়াদ্রাত। গোটা দলই হোটেলে বিশ্রাম নেয়। গত ম্যাচের হার প্রসঙ্গে লাল-হলুদ কোচের মন্তব্য, 'আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে। আসলে ফুটবল হল এক মুহূর্তের খেলা। আমরা দ্বিতীয় গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। দেখবেন আইএসএলে এবার ৮৫ মিনিটের পর থেকে অনেক কিছু হচ্ছে। এবার সেটা আমাদের বিরুদ্ধে হল। তবে একইসঙ্গে আমরা বুঝে গেলাম যে কোথায় ভুল হচ্ছে। এবার সেগুলো শোধরাতে হবে।'

তিনি যে যুক্তিই দিন না কেন, কোয়াদ্রাতের পরিকল্পনায় যে গলদ আছে, একথা বলতে আর দ্বিধা করছেন না প্রাক্তন ফুটবলার থেকে সমর্থক, কেউই। আইএসএলের সব দলের মধ্যে সবথেকে আগে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের। তারপরেও কেন শারীরিক সক্ষমতায় এত পিছিয়ে দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোস-মাদিহ তালালরা কেন এখনও আনফিট, কেন নাওরেম মহেশ সিং বা নন্দকুমার শেখররা ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ, সর্বোপরি কোচ কেন সঠিক পরিবর্তন করতে পারছেন না, সেসব প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। কোয়াদ্রাত অবশ্য সেসব কথা মানতে নারাজ। তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর দল ভালো খেলেছে। স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আমরা যে কখনও ভালো ফুটবল খেলিনি তা নয়। কিন্তু সেটা ধরে রাখতে হবে। দল এখন তৈরি হচ্ছে। এই তো আনোয়ার (আলি) প্রথম ম্যাচ খেলল। হেক্টরও (ইউস্তে) দলে নতুন। ওদের সময় দিতে হবে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মোট ৬ জন নতুন ফুটবলার প্রথম দলে ছিল। মরশুমের শুরুতে বোঝাপড়া তৈরি হতে সমস্যা হচ্ছে। এখনই হা-হুতাশ করার কিছু নেই। প্রথম দুই ম্যাচে পয়েন্টের খুব কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছি। মরশুম যত এগোবে, ততই দল উন্নতি করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের আরও পরিশ্রম করতে বলছেন কোয়াদ্রাত।

কোয়াদ্রাত ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের ফুটবলের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন এখানে কোচিং করানোর সুবাদে আমি জানি যে গোলের সামনে গিয়ে এখানকার ফুটবলাররা উত্তেজিত হয়ে সাধারণ বিষয়েও ভুল করে। এটা নিয়ে আমাদের কাজ করছি। যাতে গোলের সুযোগগুলো কাজে লাগানো যায়।' তিনি যাই বলুন, তাঁর কাজকর্মের ধরন নিয়ে এখন প্রচুর প্রশ্ন কর্তা থেকে সমর্থক, সবার মনেই। আগামী শুক্রবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠের ম্যাচে জয় না এলে ক্ষোভের আগুন নিশ্চিতভাবেই আছড়ে পড়তে চলেছে।

ট্রোসার্ডের লাল কার্ডে ক্ষুব্ধ আর্তেতা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিঃসন্দেহে সেরা দুই দলের লড়াই। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। লাল কার্ড দেখলেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ১০ জনের আর্সেনালের বিরুদ্ধে সংযুক্তি সময়ে গোল করে ম্যাচ ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে। একইসঙ্গে এই ম্যাচেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ড স্পর্শ করেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। একটি ক্লাবের জার্সিতে দ্রুততম ১০০ গোল করার নিরিখে সিআর সেভেনকে ছুঁলেন হাল্যান্ড। ২০১১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১০৫তম ম্যাচ খেলতে নেমে শততম গোলটি করেছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। রোনাল্ডার সেই রেকর্ড হাল্যান্ড স্পর্শ করলেন ম্যান সিটির হয়ে ১০৫তম ম্যাচেই।

রবিবার প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা দুই দলের লড়াই ছিল উত্তেজনায় ভরপুর। মাঠে একাধিকবার উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আর্সেনালের ট্রোসার্ড। যদিও রেফারির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন গানারদের কোচ মিকেল আর্তেতা। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন ট্রোসার্ড। প্রথমার্ধের শেষে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে দেওয়ার পর বলে শট মারায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখেন তিনি।

আর্তেতা মনে করছেন, কার্ড না দেখালেও পারতেন রেফারি। একই রকম কাজ করা সত্ত্বেও কার্ড দেখানো হয়নি সিটি ফুটবলার জেরেমি ডোকুকে। সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে আর্তেতা বলেছেন, 'চলতি প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল।' এরপর কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছে এবারের লিগে ১০০টা লাল কার্ড দেখা যাবে। ১০০টা ম্যাচে ১০ বনাম ১১ বা ৯ বনাম ১০ জনের খেলা দেখা যাবে।' যদিও গোটা দ্বিতীয়ার্ধ এদিন আরও একবার চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা যদিও রড্রির দ্রুত প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'রড্রি মাঠে থাকলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত।'

লাল কার্ড দেখার পর লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডকে সান্ত্বনা মিকেল আর্তেতার।

চোট পাওয়া মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্টেগেনের চোটে চিন্তায় কোচ ফ্লিক

ভিয়ারিয়াল, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভিয়ারিয়ালকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লা লিগায় ৬ ম্যাচে ৬টি জয় পেল হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা। কিন্তু তারপরও ফ্লিক চিন্তায় অধিনায়ক মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগানের ভয়ঙ্কর চোটে। সোমবার সকালে ক্লাবের তরফে জানানো হয়, 'টের স্টেগানের ডান পায়ের হাঁটুর পাটেলা টেন্ডন ছিঁড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় অপারেশন করা হবে।' বিশেষজ্ঞদের মতে টের স্টেগানকে সাত থেকে আট মাসের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে। অর্থাৎ, চলতি মরশুমে তাঁর ফিরে আসা অসম্ভব। যদিও ফ্লিক এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি নন। টের স্টেগানের বিকল্প নিয়ে ভাবছেন কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ম্যাচের পরেই এই ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক নয়। ও আমাদের অধিনায়ক। গোটা ঘটনায় আমি দুঃখিত।'

এদিন জোড়া গোল করেন বার্সেলোনার রাফিনহা এবং পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। অন্য গোলস্কোরার মিডফিল্ডার পাবলো টোরে। ভিয়ারিয়ালের একমাত্র গোল করেন আয়োজে পেরেজ। এসিএল চোটে ছিটকে গিয়েছেন বার্সেলোনার মার্ক বারনাল। এবং আর এক তারকা ড্যানি ওলমো চোট পেয়ে এক মাসের জন্য বাইরে। এই পরিস্থিতিতে বার্সেলোনা চাইলে নতুন ফুটবলার নিতে পারে। লা লিগা প্রেসিডেন্ট জেভিয়ের তেবাস বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী চোট পাওয়া ফুটবলারের পরিবর্তে একই মাইনের অন্য ফুটবলার নিতে পারে বার্সেলোনা।'

১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষে বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৪।

সাইডলাইনে বসে থাকলেন কাশিমভ

রক্ষণে বাড়তি নজর চেরনিশভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : এফসি গোয়া ম্যাচ এখন অতীত। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নজরে এখন চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে সাদা-কালো শিবির। তার আগে সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন না দলের তারকা মিডিও অ্যালেক্সিস গোমেজ। তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী এদিন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। তাঁকে বিদায় জানাতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন অ্যালেক্সিস। দলের অপর তারকা বিদেশি মিরজালোল কাশিমভ অনুশীলন করেননি। পেশিতে টান লাগায় পায়ে বরফ বেঁধে সারাক্ষণ সাইডলাইনে বসেছিলেন তিনি। বাকিদের নিয়ে অবশ্য পুরোদমে অনুশীলন করালেন চেরনিশভ।

অনুশীলনে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সিজার মানঝোকি।

সম্প্রতি শেষ মুহূর্তে গোল হজম করাটা মহমেডান ডিফেন্সের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন অনুশীলনে রক্ষণের দিকে বাড়তি নজর দিলেন তিনি। চেন্নাই দলে ড্যানিয়েল চিমাচুকু, জর্ডন গিলের মতো স্ট্রাইকার রয়েছে। পাশাপাশি কিয়ান নাসিরি, ফারুক চৌধুরীর মতো ভারতীয় অ্যাটাকারও আছে। তাই চেন্নাই ম্যাচের আগে রক্ষণের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চাইছেন সাদা-কালো কোচ। মহমেডানের নতুন বিদেশি ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের চেন্নাইয়ান ম্যাচের পরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ফলে নাসিরিদের বিরুদ্ধে জোসেফ আদজেই-গৌরব বোরা জুটির ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে রেড রোডের ক্লাবটিকে। চেন্নাইয়ান ম্যাচের পর আইএসএলে একটা লম্বা বিরতি পাচ্ছে মহমেডান। বিরতি কাটিয়ে সরাসরি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ডার্বি খেলতে নামবে তারা। সেই ম্যাচকে মাথায় রেখে এদিন মোহনবাগান-নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ দেখতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন চেরনিশভ।

মঙ্গলবার কলকাতা লিগে মহমেডান নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলতে নামবে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে।

আমেরিকা ছাড়ছেন মেসি! জল্পনা

মায়ামি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বছর ঘুরতেই লিওনেল মেসিকে নিয়ে শুরু নতুন জল্পনা। ২০২৩ সালে ইউরোপ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সই করেন মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। শোনা যাচ্ছে মায়ামি ছেড়ে ছোটবেলার ক্লাব নিউ ওল্ড বয়েজে ফিরতে পারেন তিনি।

আড়াই বছরের চুক্তিতে ইন্টার মায়ামিতে সই করেছিলেন লিও। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাবের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। এদিকে, এমএলএসের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে মেসির এখনও কোনও আলোচনা হয়নি বলে খবর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ইন্টার মায়ামি ছাড়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এর আগে একাধিকবার মেসি জানিয়েছেন, সুযোগ পেলে আর্জেন্টিনার ক্লাব নিউ ওল্ড বয়েজে ফিরতে চান তিনি। তবে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার আগে আর্জেন্টাইন মহাতারকা আদৌ আমেরিকা ছাড়বেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

পাঁচ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে জিতিয়ে ফিরছেন প্রভাত জয়সূর্য।

জয়সূর্যের ঘূর্ণিতে জয় শ্রীলঙ্কার

গল, ২৩ সেপ্টেম্বর : চতুর্থ দিনের শেষেই শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্টের ভবিষ্যৎ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ হল পঞ্চম দিনের শুরুতেই। সোমবার সকালে খেলা হয় মাত্র ২২ বল। যেখানে ৬৩ রানে ম্যাচ জিতে ২ টেস্টের সিরিজে এগিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। পঞ্চম দিনে জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ৬৮ রান। হাতে মাত্র ২ উইকেট। তবে কিউয়িদের আশার জায়গা ছিল একটাই। চতুর্থ দিনের শেষে ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে সোমবার দিনের শুরুতেই রাচিনকে ফিরিয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা দেন প্রভাত জয়সূর্য। ৯২ রানে আউট হন তারকা অলরাউন্ডার। কিউয়িদের শেষ উইকেটটিও ঝুলিতে পোরেন জয়সূর্য। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরাও হলেন জয়সূর্য।

গল টেস্টের প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা করে ৩০৫ রান। জবাবে নিউজিল্যান্ড তোলে ৩৪০। পরের ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ৩০৯ করায় কিউয়িদের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৭৫। তবে ব্ল্যাক ক্যাপসদের লড়াই শেষ ২১১ রানে। এই জয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এল শ্রীলঙ্কা।

সাকিবের আঙুলের চোট নিয়ে জল্পনা

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করানোর ফুরফুরে মেজাজ আপাতত উধাও। ২৭ সেপ্টেম্বর কানপুরের গ্রিনপার্কে দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্ট সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচ টাইগারদের জন্য। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথে দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে পাওয়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

চোট লুকিয়ে ভারত সফরে খেলতে এসেছেন বলে সিরিজ শুরুর আগেই অভিযোগ উঠছিল। সেই বিতর্কে ঘি ঢালে বাইশ গজে সাকিবের ব্যর্থতা। অন্দরমহলের খবর, একশো ভাগ ফিট নন সাকিব। চোট রয়েছে আঙুলেও। জোড়া চাপে কানপুরে সাকিবের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে। শুক্রবার শুরু টেস্টের আগে আঙুলের চোট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না সাকিবের।

কানপুরেও খেলবেন, আশায় বাংলাদেশ

টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে সাকিবের ফিটনেসের দিকে। শেষপর্যন্ত অপেক্ষাও করা হবে। তারপরও আশঙ্কা যাচ্ছে না। প্রত্যাঘাতের ম্যাচে হয়তো সাকিবহীন নাজমুল হাসান শান্তর দল। যদিও দল ও সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে অন্য সুর বাংলাদেশের নির্বাচক কমিটির সদস্য হান্নান সরকারের।

দাবি করেছেন, ফিজিওর তত্ত্বাবধানে আপাতত রয়েছেন সাকিব। ফিজিওর রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করবে সবকিছু। বিশ্বাস, দ্বিতীয় টেস্টের আগে সাকিব ফিট হয়ে যাবেন। ফিজিও-র থেকে তেমনই নাকি আভাস মিলেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাহলেও কানপুর টেস্টে সাকিবকে পেতে সমস্যা হবে না।

সাকিবকে নিয়ে হান্নান বলেছেন, 'মঙ্গলবার আমরা কানপুরের উদ্দেশে রওনা দেব। আজ কোনও প্র্যাকটিস ছিল না। কানপুরে পৌঁছোনোর পরও গোটা দুয়েক প্রস্তুতি সেশন পাব আমরা। তারপরই সাকিবের খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আঙুলে সমস্যা রয়েছে। অনেকে অনেক কথাও বলছে। তবে প্রথম টেস্টের আগে কোনও সমস্যা ছিল না সাকিবের। ফিজিওর সবুজ সংকেতের পরই ওকে প্রথম এগারোয় রাখা হয়। কানপুর টেস্টের আগেও ফিজিওর মতামত নিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সাকিব আমাদের সেরা প্লেয়ার। ও থাকলে টিম কম্বিনেশন তৈরি করতে সুবিধা হয়। আশাবাদী, ফিট সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধা হবে না।'

রোহিত-বিরাটকে নতুন দায়িত্বে দেখতে ইচ্ছুক ইয়ান চ্যাপেল

পন্তের জন্য গাঁটের কড়ি খরচে রাজি গিলি

মেলবোর্ন, ২৩ সেপ্টেম্বর : নভেম্বরে শুরু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে নতুন ভূমিকায় দেখতে চান ইয়ান চ্যাপেল। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের গুরুভারের পাশাপাশি তরুণ ব্রিগেডের 'মেন্টর' হিসেবে দুজনকে চাইছেন অজি কিংবদন্তি। যুক্তি, যশস্বী জয়সওয়ালের মতো বেশ কিছু তরুণ প্রতিভা রয়েছে এই ভারতীয় দলে। অস্ট্রেলিয়ার কঠিন পরিস্থিতিতে যাঁদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করে রাস্তা দেখাক বিরাটরা।

নিজের কলামে ইয়ান লিখেছেন, 'তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল অত্যন্ত প্রতিভাবান। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রতিভার প্রতিফলন ঘটাতে হবে ওকে। এক্ষেত্রে রোহিত, কোহলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ওদের উচিত, অজি সফরে তরুণ যশস্বীকে গাইড করা।' তাঁর যুক্তি, টানা তৃতীয় সফরে জিততে হলে ব্যাটিং ভালো করতে হবে গৌতম গম্ভীরের দলকে। স্কোরবোর্ডে রান থাকলে বাকি কাজটা ভারতীয় বোলাররা সেরে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ইয়ানের সংযোজন, 'শেষ দুই সফরেই টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের যে সাফল্যের নেপথ্যে ব্যাটিং দাপট। ব্যাটাররা যদি রান পায়, তাহলে ভারতের সম্ভাবনা ফের প্রবল হবে।' সেই সঙ্গে প্রাক্তন অজি ফের মনে করিয়ে দিলেন, তুরুপের তাস সেই ঋষভ পন্থ ও জসপ্রীত বুমরাহ। দুজনে খেলে দিলে অজিরা চাপে পড়বে।

এদিকে, ঋষভে মজে অ্যাডাম গিলক্রিস্টও। জানিয়ে দিচ্ছেন, বিরাট, রোহিত নয়, ঋষভের ব্যাটিং দেখতে গাঁটের কড়ি খরচ করতে তিনি রাজি! দর্শকদের তাদের সিটে আটকে রাখতে ঋষভের বিকল্প নেই। দর্শকরা তাঁকে দেখার জন্য পয়সা খরচে সবসময় রাজি। গিলক্রিস্ট জানাচ্ছেন, তিনিও সেই দলে। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে গিলি বলেছেন, 'সবকিছু রয়েছে ঋষভের মধ্যে। লড়াকু, বিজয়ী। সবসময় ইতিবাচক। মজার চরিত্র। কঠিন কাজ মজার ছলে করার ক্ষমতা রাখে, যা ওর খুব ভালো গুণ। ক্রিকেটপ্রেমীরাও ঠিক সেটাই চায়।'

শেষমুহূর্তের গোলে জয় লেভারকুসেনের

মিউনিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর : গত মরশুমে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছিল জাভি অলন্সোর বেয়ার লেভারকুসেন। অপরাজিত থেকেই বুন্দেশলিগা খেতাব জিতেছিল তারা। নতুন মরশুমটা সেভাবেই শুরু করেছিল তারা। কিন্তু আরবি লিপজিগের কাছে হেরে ছন্দপতন হয় তাদের। তবে উলফসবার্গের বিরুদ্ধে চেনা মেজাজে দেখা গেল লেভারকুসেনকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৪-৩ গোলে জয় পেয়েছে অলন্সোর ছেলেরা। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য নর্ডি মুকিয়েলের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়েছিল লেভারকুসেন। ১৪ মিনিটে গোল শোধ করেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ। তবে প্রথমার্ধের শেষে ৩-২ গোলে এগিয়ে ছিল উলফসবার্গ। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিয়েরো হিনকেপি অবশ্য গোল করে সমতায় ফেরায় লেভারকুসেনকে। ম্যাচের শেষলগ্নে ভিক্টর বোনিফেসের গোলে জয় নিশ্চিত করে লেভারকুসেন।

গোলের পর উল্লসিত বেয়ার লেভারকুসেনের ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা দেবীপ্রসাদ মন্ডল - কে 18.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39G 52818 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে আরও আরামদায়ক এবং আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করেছে আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি সম্ভব হয়েছে এক কাপ চায়ের সমান অর্থ খরচ করে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।